শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষণী সভার কার্য্য বিবরণ

ও

পূর্ব্বপক্ষ মীমাংসা

শক্তি-তত্ত্ব (চিত্র সংখ্যা ২)

13

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষণী সভার কার্য্য বিবরণ ও

পূর্ব্বপক্ষ মীমাংসা
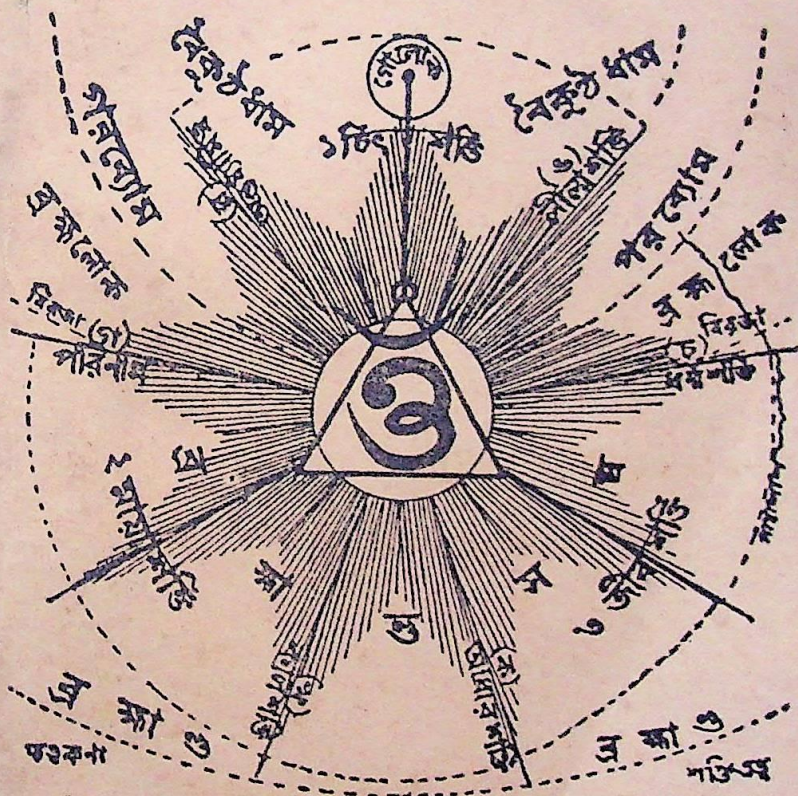
"অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং
ন হি গোমায়ুরুতানি কেশরী।"

কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৯৭।

আনুকূল্য— Rs 1 6 P

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর,

পো:—গোপীবল্লভপুর,

পিন—৭২১৫০৬

জেলা—মেদিনীপুর।

"ঠাকুর ভক্তিরত্নস্মৃতি ফাণ্ড" এর পূজনীয় সভাপতি--শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তমধাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র O & S Rts মহোদয় এই সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশের আংশিক অর্থানুকূল্য করিয়া বিশুদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সংরক্ষণের ও প্রচারের সহযোগিতা করিয়াছেন। তজ্জন্য পরমকরুণাময় সপার্ষদ শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বল্লভ শ্রী শ্রীনীলাচলচন্দ্রের শ্রীচরণযুগলে তদীয় ভজনানুকূল্য ও সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি।

মুদ্রণে—

কুঞ্জ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,,

মহাপ্রভুপাড়া রোড,

নবদ্বীপ, নদীয়া। (পঃ বঃ)

বিষয়সূচী

বিষয় :	পৃষ্ঠা :

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণী সভা

বালিঘাই, মেদিনীপুর।
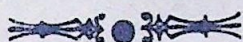
সূচনা

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি সব্‌ডিভিজনের নিকটবর্ত্তী বালিঘাই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; কিন্তু এই বালিঘাই এখন সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, বালিঘাই উদ্ধবপুরে বৈষ্ণব-সমাজ সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় মহাত্মার উদ্যোগে **"গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সমালোচনী"** নাম্নী এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সভা, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ঘোর প্রতিকূল। বালিঘাই প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে অবাঞ্ছিতভাবে প্রবিষ্ট মলিনতা দূর করিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত সমালোচনী সভার সংস্কারকগণ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিশ্বাস ধ্বংস করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণে আবৃত করিবার অযথা চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব মাহাত্ম্য উদ্ভাসিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও কলঙ্কিত ও

সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নিজ নিজ কৃতিত্বের যেরূপ আস্ফালন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই দৌরাত্ম্যময়। সমালোচনী সভা হইতে প্রকাশিত **"প্রথম হুঙ্কার—পূর্ব্বপক্ষ নিরসন"** নামক পুস্তক এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও তাঁহাদের শাস্ত্রের প্রতি সুতীব্র কটাক্ষপুর্ণ একখানি **পত্র** বাস্তবিকই দৌরাত্ম্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছে।

এই "পূর্ব্বপক্ষ নিরসন" বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও বক্তৃগণের মন্তব্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া প্রথমতঃ এই প্রদেশের কতিপয় ভক্তের ধারণা হয়। তাহারই ফলে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাস ও শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ মাইতি প্রভৃতি ভক্তগণ উক্ত "নিরসন" পুস্তক এবং বক্তৃগণের মন্তব্য গৌড়ী বৈষ্ণব-জগতের কতিপয় আচার্য্য ও পণ্ডিত সাধুজনের নিকট প্রেরণ করিয়া সদসৎ নির্দ্ধারণ জন্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে সকলেই উক্ত "পূর্ব্বপক্ষ নিরসনের" সিদ্ধান্ত ও বক্তৃগণের মন্তব্য সমূহকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একান্ত প্রতিকূল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং পত্র দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের সুসিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। ইহাতে উক্ত মহাত্মাগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়া এই সভা সংস্থাপনের আয়োজন করেন।

তন্মধ্যে মকরামপুর নিবাসী বৈষ্ণবজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাস অধিকারী মহাশয়ের উদ্যম, উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি সভা সংস্থাপনে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য তিনি সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষতঃ, সাউরী-নিবাসী বৈষ্ণব-প্রবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের সুপরামর্শে ও সম্পূর্ণ সহায়তায় সভার অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। বিদেশস্থ খ্যাতনামা ভক্তিশাস্ত্রকুশল ভগবদ্ভক্তগণের সম্মিলন তাঁহারই চেষ্টার ফল।

সে যাহা হউক, "উদ্ধবপুর-গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সমালোচনী" সভার প্রচারিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে এই "শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষণী" সভা সংস্থাপিত হইলেও ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উক্ত সমালোচনী সভার প্রতিযোগিতা নহে; কলি-পাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্ত্তিত সুপবিত্র উদার ধর্ম্ম মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা পূর্ব্বক তদ্ধর্ম্মের অনুশীলন ও প্রচারই এই সভার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বৈষ্ণব-ধর্মের আবরণে যেখানে যে কোন অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবে, তাহার যথাসাধ্য প্রতিবাদ করাই এই সভার কার্য্য। এক্ষণে এই সভা চিরস্থায়িনী হইয়া যাহাতে নিরপেক্ষভাবে স্বীয় উদ্দেশ্য ও সেবাব্রত পালন করিতে থাকেন, শ্রীগৌরহরির চরণে ভক্তজনমাত্রেরই ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংরক্ষণী সভার"

নিয়মাবলী।

১। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের আন্তরিক বা বাহিক বিরোধ, তাদৃশ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার শোধন উদ্দেশ্যে ও কুপথগামীদিগকে সৎপথে আনয়নের নিমিত্ত এই সভা সংস্থাপিত। ফলতঃ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই আবরণত্রয় মুক্ত করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত রক্ষা ও প্রচারই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচারিত ধর্মমতকে কেহ কোনরূপে আক্রমণ করিলে যতশীঘ্র সম্ভব তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা হইবে।

৩। সভায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম ভিন্ন তদ্বহি-ভূর্ত কর্মকাণ্ড বা সহজিয়া, বাউল, সাঁই, দরবেশাদি উপসম্প্রদায়ের ধর্মমত কদাপি আলোচিত হইবে না।

৪। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সদাচার পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন। শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের বহির্ভূত কোন উপ-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিকে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইবে না; তবে তাদৃশ ব্যক্তি আত্মশোধন প্রয়াসী হইয়া প্রার্থনা করিলে সভাপতি ও সভাচার্য্যগণের অনুমতিক্রমে বিবেচনা করা হইবে।

৫। সভ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধাচারী বলিয়া প্রকাশ পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপদেশ দানে তাঁহার আচার ব্যবহারের শোধন করা হইবে; তথাপি সে

ব্যক্তি তদ্রূপ আচরণ করিলে সভ্য-তালিকা হইতে তাঁহার নাম অপসারিত করা হইবে।

৬। সভার সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে সভার নিয়মাদি পরিবর্ত্তন ও সংগঠন করা যাইতে পারিবে। কিন্তু সে স্থলে. অধিকাংশ সভ্যের মতই গ্রাহ্য হইবে।

৭। সাধারণ ও কার্য্যকরী সমিতি ভেদে এই সভার দুইটি বিভাগ। প্রতি বিভাগে ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট কার্যকারক এবং সদস্য-গণ থাকিবেন। অধিবেশন-সংক্রান্ত কার্য্যাবলী নির্ব্বাহের ভার কার্য্যকরী সমিতির উপর। ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ শ্রোতৃবর্গই সাধারণ সভার সভ্য।

৮। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণের অভিপ্রায়মত নির্দ্দিষ্ট-কালে সাধারণ অধিবেশন হইবে।

৯। অধিবেশনের নিয়মঃ—

(ক) সভাধিবেশনকালে সকল সদস্যের অভিপ্রায় মত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ও মাননীয় কোন এক ব্যক্তি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সভার সুশৃঙ্খলা পরিদর্শন ও অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে আলোচ্য বিষয়ের নির্দ্দেশ এবং অনালোচ্য বিষয়ের প্রতিষেধ।

(খ) কার্যাকরী সমিতির সভ্যের কর্ত্তব্য :— সভার মঙ্গল চিন্তা করিবেন, এবং অধিবেশনের পারিপাট্য বিধান ও উপযুক্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মাভিজ্ঞ সদাচারী ব্যক্তিকে বক্তা নির্দেশ করিবেন।

(গ) শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ধর্মমত শ্রবণ কীর্ত্তনই সভ্যগণের

একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রবণকারীর কর্ত্তব্য—কীর্ত্তনকারীকে বাধা না দেওয়া। কীর্ত্তনকারী বক্তার কর্ত্তব্য—বক্তৃতায় যেন ব্যক্তিগত কোন আক্রমণের ভাব প্রকাশ না পায়। সভ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য—সভাস্থলে ধূমপান, অপভাষা-প্রয়োগ ও শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধ-ভাব অভিব্যক্তি প্রভৃতি পরিবর্জ্জন।

(ঘ) সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে সভাতে কেহ কোন বিষয়ের প্রতিবাদ উত্থাপন করিতে পারিবেন না এবং সভার বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিতে পারিবেন না।

(ঙ) বক্তার বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধে প্রতিকূল ভাব প্রকাশ পাইলে সভাপতি মহাশয় তখনই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য করিবেন।

১০। সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থসাহায্যকারী ব্যক্তিগণের নামধামাদি বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পুস্তকে প্রকাশিত হইবে এবং আয়ব্যয়ের হিসাবও প্রদত্ত হইবে।

১১। এই সভা সম্বন্ধে কেহ কোন বিষয় জানিতে চাহিলে বা কেহ সভাশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে তিনি—
জেলা মেদিনীপুর, পোষ্ট সাউরী, গ্রাম সাউরী, সহঃ-অভিভাবক শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয়কে পত্র লিখিবেন।

১২। অধিকাংশ সভ্যের অভিমত হইলে অন্যত্রও সভার অধিবেশন হইতে পারিবে এবং সভার গঠন-প্রণালীরও পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইতে পারিবে।

স্থায়ী সভাপতি—

শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ভাগবতপ্রবর **শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী** মহোদয় (৬১ বর্ষীয়), শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

আচার্য ও সহযোগী সভাপতি—

শ্রীবৃন্দাবননিবাসী শ্রীমন্ মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য পণ্ডিতজনবরেণ্য পূজ্যপাদ **শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম** মহোদয়। নলদ গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত প্রবর প্রভুপাদাচার্য শ্রীল শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী মহোদয়।

অভিভাবক—

পরিব্রাজকাচার্য পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহোদয়।

সহকারী অভিভাবক—

সুরকুলরত্ন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মৈত্র বি, এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরী।

ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত চৌধুরী সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ,—সাউরী, মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত চৌধুরী বরদাপ্রসাদ ভক্তিভুষণ দেবশর্ম্মা। ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভূঞা চৌধুরী কানুনগো বিলায়তী অক্ষয়নারায়ণ দাস বালিয়ার সিংহ মহাপাত্র গড়ভূঞা, বালিসাই।

ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত চৌধুরী ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র পাঁচারোল।

স্বরকুলনিধি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত-ভূষণ। স্বরকুলনিধি শ্রীযুক্ত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ, কলিকাতা। স্বরকুলনিধি শ্রীযুক্ত ঝণ্টুলাল নায়ক, রামচন্দ্রপুর।

পৃষ্টপোষকাচার্য—

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চূড়ামণি।

" " শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বেদান্তরত্ন প্রভৃতি।

পৃষ্ঠপোষক সভা-সমিতি—

শ্রীভাগবত ধর্মমণ্ডল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব প্রচারিণী সভা, কলিকাতা।

শাস্ত্রসম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় ভক্তিভূষণ, সাউরী, মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মায়াপুর, নদীয়া।

বক্তৃবৃন্দ—

শ্রীমন্মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, সম্পাদক "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা"—কলিকাতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী, (৩৮ বর্ষীয়) শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, শ্রীনবদ্বীপ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি—ত্রিপুরার রাজ-পণ্ডিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ বেদান্ত বাচস্পতি— বাঁকুড়া।

জগৎপূজ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর দৌহিত্র বংশ্য,
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক,
শ্রীসর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা 'গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ'
'নীলাচলে ব্রজমাধুরী' প্রভৃতি শতাধিকগ্রন্থের রচয়িতা
বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ পণ্ডিতশতঞ্জীব

শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
॥ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণী সভার দ্বিতীয় বক্তা ॥
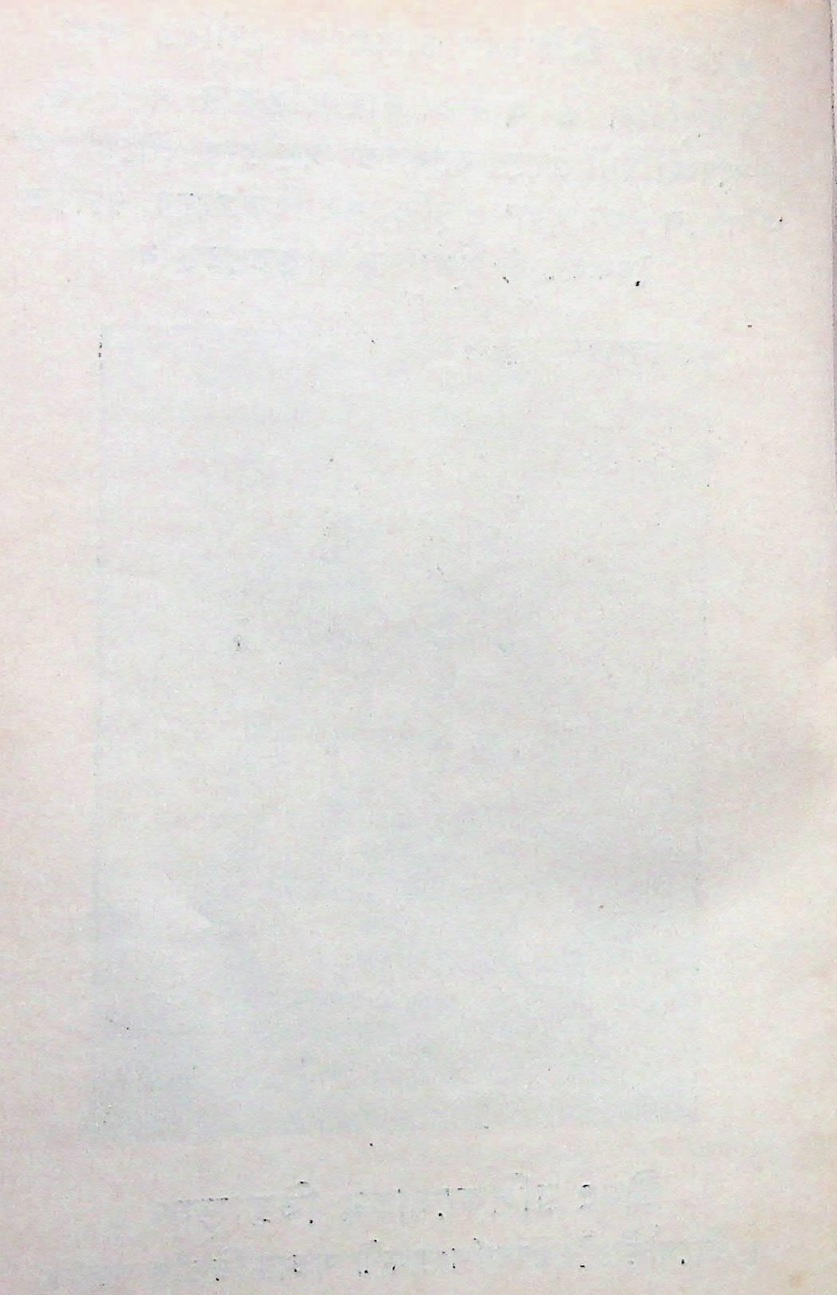
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী, "শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী" সম্পাদক—এটালী, হুগলী।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাভদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ।

" " গোপীনাথ দাস, শ্রীনবদ্বীপ।

কার্য্যকারী সমিতির সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাস অধিকারী, মকরামপুর।

" দুর্গাচরণ দাস, বালিঘাই।

" নারায়ণপ্রসাদ দাস, উদ্ধবপুর।

" রাধাকৃষ্ণ মাইতি, চিরুলিয়া।

" গজেন্দ্রনাথ ভূঞা, ছোটনলগেড়্যা।

সহকারী কার্য্যকারী-সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ধ্রুবচরণ মাইতি, গড়বর্দ্ধানা।

" ঝড়েশ্বর বেরা, ইচ্ছাবাড়ী।

" নীলকণ্ঠ দাস, নিমকবাড়।

পৃষ্ঠপোষক সভ্য—

শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর দাস অধিকারী, আসদা জমিদার।

" " ফকিরদাস ধাওয়া জমিদার, বালিঘাই বাজার।

" " নেত্রমোহন দে নায়েব, ছত্রিগড়।

" " বৈকুণ্ঠনাথ দাস, জমিদার ঘাটুয়া।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়নারায়ণ পাল, হেডমাষ্টার বালিঘাই বাজার।
" " উমাচরণ পণ্ডা গোস্বামী, ছত্রাই।
" " জয়নারায়ণ পণ্ডা গোস্বামী, পলাসি।
" " জগন্নাথ দাস, জমিদার বারঙ্গা।
" " পঞ্চানন কর, ডুব্‌দা।
" মোহন্ত মৃত্যুঞ্জয় দাস অধিকারী, মহেশপুর।
" চৌধুরী প্যারীমোহন দাস, জমিদার পাঁচরোল।
" বাবু দীনবন্ধু রায় প্রভৃতি।

সাধারণ সভ্য—

শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ গারু।
" " শীতলপ্রসাদ বর।
" " মধুসূদন বর।
" " রুদ্রনারায়ণ দাস অধিকারী গোস্বামী, উদ্ধবপুর।
" " রাধাচরণ দাস অধিকারী, এরেন্দা।
" " লালমোহন দাস কবি, গোকুলপুর।
" " কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, সাত শতমাল।
" " মধুসূদন দাস, জাহালদা।
" " নীলমণি গোস্বামী, হানমাণ্ডী।
" " শশিভূষণ দেব অধিকারী, কিশোরপুর।
" " কুঞ্জবিহারী দেব গোস্বামী, শ্রীপাট পাটপুর।
" " চন্দ্রমোহন দাসাধিকারী।

শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দাস তাজপুর।
" " বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামী, ষড়রঙ্গ।
" " চৌধুরী বৈকুণ্ঠনাথ দাস অধিকারী জমিদার-ষড়রঙ্গ।
" " জনার্দ্দন প্রসাদ গিরি, তালুকদার।
" " হৃষীকেশচন্দ্র গিরি, তালুকদার ঐলান।
" " কৈলাসচন্দ্র দাস পণ্ডিত।
" " লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি।
" " পদ্মলোচন পট্টনায়ক, সাং.মোহনপুর।
" " রূপনারায়ণ মাইতি ডাক্তার।
" " শিবনারায়ণ মাইতি তালুকদার।
" " শ্রীনাথচন্দ্র দাস জমিদার।
" " উদয়নারায়ণ দাস সেকেণ্ড মাষ্টার, এগরা বাজার।
" " ভাগবতচন্দ্র মাইতি, খাটুয়া।
" " মহেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক।
" " ক্ষেত্রমোহন ভূঞ্যা।
" " তারাপ্রসাদ পট্টনায়ক।
" " প্রাণকৃষ্ণ কোঙর।
" " পরমেশ্বর বাগ।
" " গিরিশচন্দ্র সামন্ত।
" " রামবল্লভ রাউল।
" " ব্রজকিশোর পট্টনায়ক, দাঃ বালিঘাই বাজার।
" " দ্বারকানাথ মাইতি, জমিদার খাগছা।

শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসাদ দাস মহাপাত্র, জমিদার বর্ত্তনাগড়।
  ” ” উমাচরণ গিরি চকদার, গুমগড়।
  ” ” শ্রীনাথচন্দ্র চণ্ড, সাউরী।
  ” ” কৃষ্ণপ্রসাদ জানা, কুলটীকরী।
  ” ” দীনবন্ধু দাসাধিকারী, মাপসিয়া।
  ” ” বৃন্দাবনচন্দ্র দাস, রামপুর। প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধি সংরক্ষণেচ্ছু ভগবদ্ভক্তমাত্রেই এই সভার সাধারণ সভ্য। সুতরাং সাধারণ সভ্য বহুসংখ্যক। অপ্রয়োজন ও বাহুল্য বোধে অধিক লিখিত হইল না।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসংরক্ষণী সভার

প্রথম অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণ।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৫

১৮৩৩ শক, ১৯৬৮ সংবৎ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাদৃষ্টিতে ও তদীয় ভক্তগণের পূর্ণানুগ্রহে গত ২২শে ভাদ্র (সন ১৩১৮ সাল—৮।৯। ১৯১১ খৃঃ) শুক্রবার শ্রীভাগবত পূর্ণিমা হইতে ২৪শে ভাদ্র (১০।৯। ১৯১১) রবিবার পর্য্যান্ত দিবসত্রয় ব্যাপিয়া এই সভার প্রথম বার্ষিক বিরাট অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদকগণের অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যদক্ষতাগুণে সভার অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সভায় বহুতর বৈষ্ণবাচার্য্য, পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এই সভার সংবাদ প্রায় দুইমাস পূর্ব্ব হইতে বিঘোষিত হওয়ায় শত সহস্র

লোকের বিশেষতঃ ভক্তবৃন্দের পরমোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়াছিল, সকলেই নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বহুদূর দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক শুভাগমন করিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীমন্মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয় কৃপা করিয়া শুভাগমন করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর হইতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী (৩৮ বর্ষীয়) মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস মহাশয়, বাঁকুড়া—দামোদরবাটী নিবাসী বৈষ্ণব-দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ ভাগবতভূষণ মহাশয়, জেলা হুগলী, এলাটী হইতে "শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী বা ভক্তিপ্রভা" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী মহাশয়, মেদিনীপুর—সাউরী নিবাসী ভাগবতবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় ভক্তিভূষণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ অনুগ্রহ পূর্বক সভায় যোগদান করেন। তদ্ভিন্ন যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি কৃপাপূর্ব্বক সভায় শুভাগমন করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম, নিম্নে বিবৃত করা হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু চৌধুরী প্রসন্নকুমার কর মহাপাত্র, জমিদার, এগরা।
" " রমানাথ রায় ডাক্তার জমিদার গড়বৈঁচা।
" " ত্রৈলোক্যনাথ কর মহাপাত্র, আলমগিরি।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার, এগরা বাজার।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চূড়ামণি।

" প্রসন্ন কুমার বেদান্তরত্ন।

" বিশ্বনাথ মিশ্র, আলমগিরি।

" দ্বারকানাথ রায় জমিদার, মাধবপুর।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মিশ্র, মুস্তফাপুর।

" গণেশচন্দ্র পাণ্ডা, মণিনাথপুর।

" সীতানাথ পাণ্ডা, সাউরী

" শঙ্করনারায়ণ পাণ্ডা, বেলদা।

" উপেন্দ্রনাথ নন্দ গোস্বামী।

" রুদ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ঘাটুয়া।

" অম্বিকাচরণ ত্রিপাঠি, পাঁচারোল।

" শ্রীধরচন্দ্র নন্দ গোস্বামী।

" গোবর্দ্ধনচন্দ্র মিশ্র, হেড্ পণ্ডিত এরেন্দা।

" গোবিন্দরাম ভট্টাচার্য্য।

" রুদ্রনারায়ণ সৎপতি।

" ধ্রুবচরণ আচার্য্য, খেজুরদা।

" চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী।

" ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, বাসুদেবপুর।

" শ্রীনাথচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বৈতাবাজার।

" রামবল্লভ ভট্টাচার্য্য

" জয়নারায়ণ দীক্ষিত, জোড়থান।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র পঞ্চধ্যায়ী, রাজগাঁ।
" নবীনচন্দ্র পাণ্ডা, কবিরাজ।
" গঙ্গানারায়ণ মিশ্র, নায়েব, গড়হরিপুর।
প্রভৃতি বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ মহোদয়

শ্রীযুক্ত দিগম্বরদাস অধিকারী, জমিদার, আসদা।
" চৌধুরী প্যারীমোহন দাস জমিদার, পাঁচারোল।
" গোপীনাথ দাস জমিদার, গড়হরিপুর।
" জগন্নাথ দাস জমিদার, বারসা।
" যজ্ঞেশ্বর দাস, কুঁদতেড়ী।
" রাজীবলোচন দাস অধিকারী, এরেন্দা।
" দীনবন্ধু দাস অধিকারী, মাপসিয়া।
" কৃষ্ণপ্রসাদ দাস অধিকারী, ঘাটুয়া।
" বৃন্দাবন দাস, রামপুর।
" ভাগবতচন্দ্র দাস।
" ধ্রুবচরণ দাস, বরিদা।
" নৃসিংহচরণ দাস অধিকারী, গোকুলপুর।
" নবকিশোর দাস, লস্করপুর।
" ঘনশ্যাম দাস, ছোটনলগেড়্যা।
" মোহন্ত মৃত্যুঞ্জয় দাস অধিকারী, মহেশপুর।
" মদনমোহন দাস।
" বৈদ্যনাথ দাস।
" গঙ্গাধর দাস, তাজপুর।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী, মল্লিকপুর।
" কার্ত্তিকচন্দ্র দাস অধিকারী, সাতশতমাল।
" চৌধুরী বৈকুণ্ঠনাথ দাস অধিকারী, জমিদার বড়রঙ্গ।
" বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামী।
" কুঞ্জবিহারী দেব গোস্বামী, সাউরী।
" হরিচরণ দাস অধিকারী, লস্করপুর।
" অক্ষয়নারায়ণ দাস, ভাটদা।
" রুদ্রনারায়ণ দাস গোস্বামী।
" অক্ষয়নারায়ণ দাস গোস্বামী, উদ্ধবপুর।
" রাজনারায়ণ গোস্বামী, সাঞ্যা।
" সুন্দরনারায়ণ দাস. ভাটদা।
" উমাচরণ দাস গোস্বামী।
" জগন্নাথ দাস অধিকারী।
" রঘুনাথ দাস অধিকারী।
" জগন্নাথদাস গোস্বামী, ছত্রাই।
" জয়নারায়ণ গোস্বামী, পলাশী।
" বিশ্বনাথ দাস।
" হটীচরণ দাস, বড়নলগেড়্যা।
" কৃষ্ণপ্রসাদ দাস, জিনন্দপুর।
" রাধাকৃষ্ণ দাস, বারানিধি।
প্রভৃতি বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহোদয়।

শ্রীযুক্ত বাবু ফকির দাস ধাওয়া, জমিদার।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র ভূঞ্যা, জমিদার।
" " ক্ষেত্রমোহন ভুঞ্যা, জমিদার।
" " ব্রজকিশোর পট্টনায়ক।
" " নীলকণ্ঠ ভুঞ্যা।
" " ধ্রুবচরণ মাইতি।
" " উপেন্দ্রনাথ দে।
" " পরমেশ্বর বাগ।
" " গিরিশচন্দ্র সামন্ত।
" " প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডর।
" " অক্ষয়নারায়ণ পাল, হেড্‌মাষ্টার।
" " বিনন্দরাম সাউ।
" " রমাবল্লভ রাউল, বালিখাইবাজার।
" " বৈকুণ্ঠনাথ দাস, জমিদার।
" " ভাগবতচন্দ্র মাইতি, ঘাটুয়া।
" " গোপালচন্দ্র মাইতি, স্কুল সব্‌ ইন্সপেক্টর।
" " মহিমারঞ্জন সরকার, পুলিশ সব ইন্সপেক্টর।
" " কুণ্ডর নারায়ণ মাইতি, জমিদার।
" " শ্রীনাথচন্দ্র দাস, জমিদার।
" " রমানাথ মাইতি, চক্‌দার।
" " উমাপ্রসাদ মাইতি, ডাক্তার।
" " রূপনারায়ণ মাইতি, ডাক্তার।
" " শিবনারায়ণ মাইতি, তালুকদার।
" " শ্রীনাথচন্দ্র মাইতি; হেডমাষ্টার।

শ্রীযুক্ত বাবু উদয়নারায়ণ দাস, সেকেণ্ডমাষ্টার এগরাবাজার।
,, ,, গোবিন্দপ্রসাদ সাউ, তাড়াবাঁধিয়া।
,, ,, রামকৃষ্ণ দে, কেঁউটগেড়িয়া।
,, ,, দ্বারকানাথ মাইতি, জমিদার।
,, ,, কেনারাম জানা, খাগদা।
,, ,, রাধাকৃষ্ণ মাইতি, মহেশপুর।
,, ,, তারাপ্রসাদ মহাপাত্র, জমিদার, বর্ত্তনাগড়
,, ,, কৈলাশচন্দ্র দাস পণ্ডিত।
,, ,, লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি।
,, ,, পদ্মলোচন পট্টনায়ক, মোহনপুর।
শ্রীযুক্ত চৌধুরী নরেন্দ্রনাথ মাইতি, জমিদার গড়হরিপুর।
,, বাবু উমাচরণ গিরি চক্‌দার, গুমগড়।
,, ,, প্রভুরাম দাস, নিমকবাড়।
,, ,, জনার্দ্দন প্রসাদ গিরি তালুকদার, ঐলান।
,, ,, নেত্রমোহন দে নায়েব, ছত্রিগড়।
,, ,, গোবিন্দপ্রসাদ সাউ, দক্ষিণচক্।
,, ,, শ্রীনাথচন্দ্র চণ্ড, সাউরী।
,, চৌধুরী সীতানাথ দাস মহাপাত্র, জমিদার।
,, বাবু গদাধর সাউ।
,, ,, ঘনশ্যাম বাগ, সাং সাউরী।
,, ,, কৃষ্ণপ্রসাদ জানা, কুলটীকরী।
,, ,, পঞ্চানন কর, ডুবদা।

প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভদ্রমহোদয়।

২২শে ভাদ্র, শুক্রবার দিবা ৪ টার সময় সভারম্ভ হয়। শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গঙ্গাধর চূড়ামণি সভাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের অনুমোদনে **শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী প্রভুপাদকে** সভাপতি মনোনীত করা হয়। কিন্তু শ্রীগোস্বামীপাদ স্বীয় স্বভাবসুলভ উদারতা ও হরিভজনোচিত বিনয়নম্রতার বশবর্ত্তী হইয়া **স্থায়ী সভাপতি** মহাশয়কেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদীয় আদেশানুসারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে **শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু সভাপতির** আসন গ্রহণ করেন।

সভার সূচনাতে সভাপতি মহাশয় 'পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন' বর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহস্থভক্তগণ গুরুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণকেই গুরু করিবেন, স্বদেশে বা বিদেশে ব্রাহ্মণ গুরুর অভাব হইলে নিজ নিজ বর্ণপ্রধান ব্যক্তিকে গুরু করিবেন, ব্রাহ্মণ বিদ্যমানে শূদ্রকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবগুরু হইতে পারেন না।

(২) যিনি ব্রাহ্মণজাতীয় গুরু বিদ্যমান থাকিতে তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া অন্য জাতীয় বৈষ্ণব গুরুর উপাসনা করিবেন, তিনি নিষিদ্ধ-কর্ম-করণ জন্য পতিত হইবেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ১৮০টী প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান, তদশক্ত পক্ষে

মহর্ষি শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী

স্থায়ী সভাপতি——

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণী সভার, শ্রীমদ্ রসিকানন্দ-বংশাবতংস বিশ্ব বৈষ্ণবচূড়ামণি, আস্তিক্যদর্শন, বেদার্থ-তত্ত্বদীপিকা, সুবিজ্ঞান রত্নমালা, হরিভক্তিসর্ব্বস্ব, গোবিন্দপরিচর্য্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর
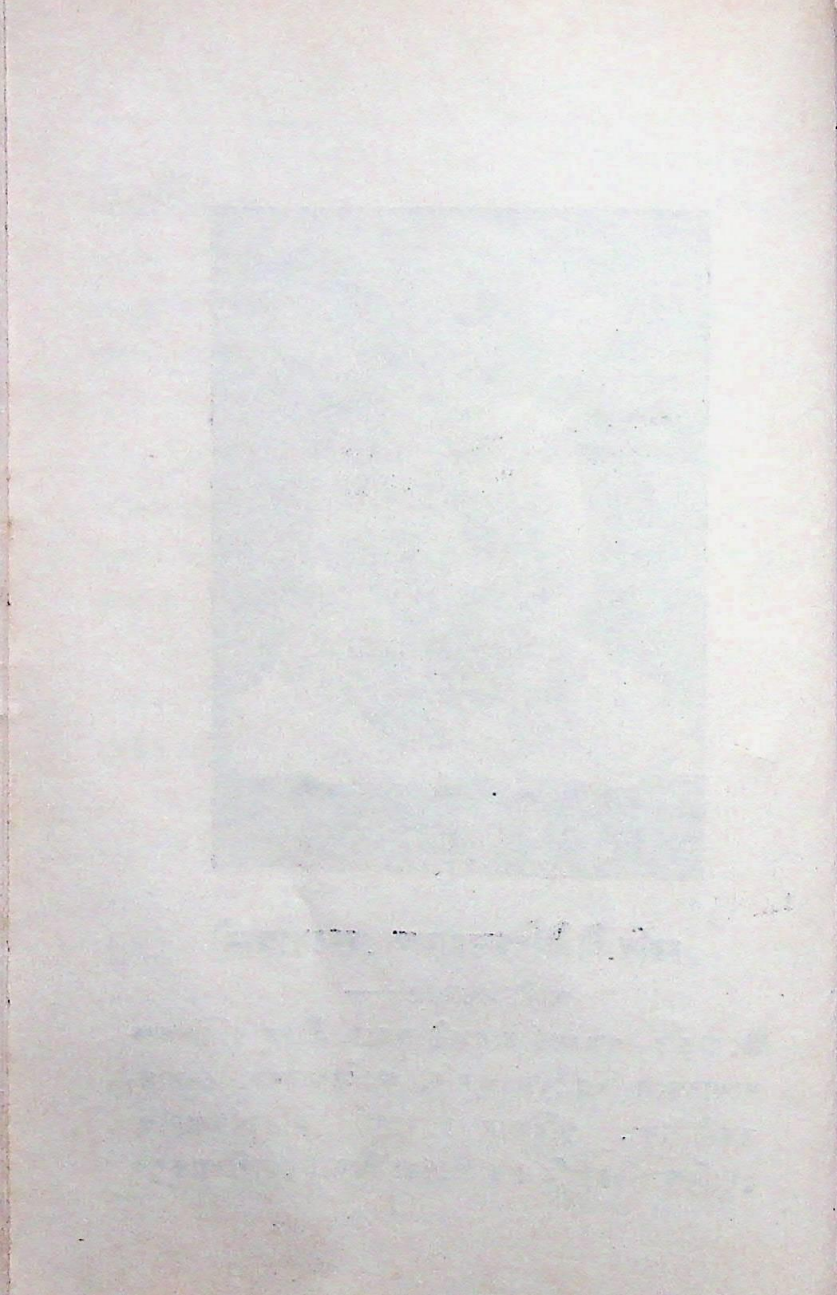
৪৮০ কাহন কড়ি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

(৩) শূদ্রাদি ব্রাহ্মণেতর জাতীয় গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীশালগ্রাম বা শ্রীবিগ্রহার্চ্চন করিতে পারিবেন না বা মালসা ভোগ দিতে বা শ্রীবিগ্রহে অন্নাদি নিবেদন করিতে পারিবেন না। শূদ্র-জাতীয় বৈষ্ণব অর্চ্চনা বা এই সমস্ত করিলে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করণজন্য পতিত হইবেন ও তজ্জন্য তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ ৪৮০ কাহন কড়ি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

(৪) (উপরি উক্ত দফাতে গৃহস্থ বৈষ্ণবের অর্চ্চনা বিষয়ে অনধিকার ও ত্যাগীগণের অধিকারী জ্ঞাপন করিবার পরমূহূর্ত্তে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রসঙ্গ উঠাইয়া প্রকারান্তরে জ্ঞাপন করিয়াছেন) ত্যাগীগণও শালগ্রামশিলা পূজার অধিকারী নহেন। তাঁহারা শ্রীগিরিধারী পূজা করিবেন।

(৫) গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের দেহান্ত হইলে স্ব স্ব বর্ণ বিহিত দাহ, অশৌচ ও ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধাদি সমস্ত কার্য্য অবশ্যই করিতে হইবে, না করিলে পাপভাগী হইবেন। আর সমাধি (সমাজ) সদেহে হইবে না। দেহ দহনান্তে সঞ্চিত অস্থি দ্বারা সমাধি এবং শ্রাদ্ধ শ্রীভগবৎ প্রসাদে করণীয়।

এই সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ উপলক্ষে তাঁহারা নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলিও প্রকাশ করিয়াছেন—

(১) শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শূদ্র ও স্ত্রী ভক্তের অর্চ্চনাধিকার লিখিত থাকিলেও সেরূপ স্ত্রী ও শূদ্রভক্ত কলিযুগে সুদুর্লভ, অতি বিরল।

(২) শূদ্রের পূজাধিকার থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কায়স্থ কুলোদ্ভব স্বপার্ষদ শ্রীমদ্রঘুনাথ দাসকে শ্রীশালগ্রাম না দিয় শ্রীগিরিধারী পূজা করিতে আজ্ঞা দিলেন কেন? এবং অন্যান্য গোস্বামীগণকে শালগ্রামার্চ্চন অধিকার দিলেন কেন? (সুতরাং জানা যাইতেছে যে, শ্রীরঘুনাথ দাস শূদ্র বলিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশিলার্চ্চনাধিকারী করেন নাই।)

(৩) "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" এই ঢালা হুকুমটী গুরুকরণ বিষয়ে চলিতে পারে না। তাহা হইলে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা মুচিও গুরু হইতে পারে। কলির প্রভাবে এই পয়ারটী ধর্মের মূলভিত্তিতে দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইয়াছে।

(৪) শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ব্রাহ্মণকেই গুরু করিবার কথা লিখিত আছে। সুতরাং শূদ্রাদি বৈষ্ণবের দীক্ষাদান বা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ অবৈধ।

(৫) শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর কেহ কেহ (শ্যামানন্দাদিকে উদ্দেশ করা হইয়াছে) দীক্ষাদান দ্বারা শিষ্য করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। যদি দৈবাৎ তাদৃশ অবৈধ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহা প্রামাণ্য নহে। যেহেতু তাঁহারা মুক্ত পুরুষ। মুক্তপুরুষের দৈবাদনুষ্ঠিত অবৈধ কার্য্য দোষাবহ নহে।

(৬) তবে অধুনা তাঁহাদের বংশপরম্পরায় যে গুরুর কার্য্য চলিতেছে, তাহা কলির প্রভাব, সমাজের নিয়ামক কেহ নাই।

(৭) শূদ্রাদি নীচ জাতীয় বৈষ্ণবগণ গৃহে থাকিয়া যতই ভক্ত হউন, তথাপি "আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্" প্রভৃতি শ্লোকানুসারে পঞ্চঋণমুক্ত ঐকান্তিক ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। সুতরাং গৃহস্থ নীচজাতীয় বৈষ্ণব বিধি নিষেধাতীত হয়েন না। অতএব তাঁহার পক্ষে শিলা পূজাদি কার্য্য করা নিষেধ।

(৮) শ্রীনারায়ণশিলার প্রতিষ্ঠাভাবহেতু গৃহত্যাগী শূদ্র-বৈষ্ণব তাঁহার পূজা করিতে পারেন। (প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ কদাচ পূজা করিতে পারেন না ইহাই উদ্দেশ্য)।

(৯) এই কথা বলার পরেই শ্রীমদ্ রঘুনাথের দৃষ্টান্তে গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষেও শ্রীশিলাপূজা অধিকার দোষাবহ বলিয়াছেন।

(১০) স্ত্রী ও শূদ্র-বৈষ্ণব অর্চ্চনা করিলে তৃণাদপি দীনতার অভাব ও দাম্ভিকতা প্রকাশ জন্য অপরাধ ঘটিবে।

(১১) শূদ্র বৈষ্ণবের প্রস্তুত ও নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন ব্রাহ্মণবৈষ্ণব কদাচ খাইবেন না। এমন কি, ব্রাহ্মণ-পক্ক মহাপ্রসাদ যদি শূদ্র স্পর্শ করে বা আনয়ন করে, তৎসমস্তকে মহাপ্রসাদ বুদ্ধিতে দ্বিজগণ কদাচ ভক্ষণ করিবেন না। যদি করেন, তবে পাতিত্য ঘটিবে ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

(১২) গৃহস্থব্যক্তি ঐকান্তিকীভক্তি অবলম্বন করিয়া উচ্চাধিকার লাভ করিলেও শ্রাদ্ধাদি অবশ্যই করিতে হইবে, অবশ্য ভগবন্নিবেদিত দ্রব্যে। শ্রাদ্ধ না করিয়া কেবল বৈষ্ণব-সেবা করিলে চলিবে না।

পূর্ব্বপক্ষ নিরসনের সারমর্ম এইরূপ। শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী মহোদয় "পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন" লিখিত বিষয়সমূহ কতকগুলি পাঠ করিবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস উঠিয়া বলেন, "বালিঘাই বৈষ্ণবধর্ম্ম সমালোচনী" সভার আচার্য্য ও বক্তৃগণের দ্বারা সুজানগর নামক গ্রামে যে একটী সভা হয়, সেই সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তথায় উক্ত সমালোচনী **সভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী** (৬১ বর্ষীয়) তাঁহাকে একখানি "পূর্বপক্ষ-নিরসন" পুস্তক প্রদান করেন। বৈষ্ণববিদ্বেষ-ভিত্তিমূলক ঐ পুস্তকের উত্তর না দিলে অনুমোদন জন্য পাপলিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হইতে হইবে ভাবিয়া তিনি (রামানন্দ দাস বাবাজী) ঐ সভার সহকারী অভিভাবক ও নির্দিষ্ট বক্তা শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র মহাশয়ের নিকট গুরু ও অর্চ্চনা বিষয়ক ব্যবস্থার প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠান। তদুত্তরে তিনি যে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখেন, সেই পত্রখানি শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস মহাশয় আদ্যন্ত পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণ করান। সেই পত্রে সমালোচনী সভার নির্দ্দিষ্ট বক্তা মহাশয় স্বপক্ষ সমর্থন জন্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হৃদয়-বিদারক অশ্রাব্য এবং অপরাধজনক বলিয়া ভক্তগণের ধারণা। ফলতঃ পত্রখানি বৈষ্ণব-বিদ্বেষভাবের পরিস্ফুট চিত্র। আবার উহা ব্যক্তিগত মত বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে না। যেহেতু পত্রলেখক মহাশয় সমালোচনী সভার নির্দ্দিষ্ট বক্তা ও সহকারী অভিভাবক। অতএব পত্রোল্লিখিত মতগুলি উক্ত সভারই।

আলোচিত সিদ্ধান্ত বলিয়া সকলের অবগতির নিমিত্ত তাহার সারমর্ম নিম্নে লিখিত হইল।

(১) হরিভক্তিবিলাস অতি সামান্য পুস্তক। প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্র ও প্রচলিত ব্যবহারের সহিত বিলাসের যে মতগুলির মিল হইবে তাহাই গ্রাহ্য আর যাহা বিরুদ্ধ হইবে অবশ্যই ত্যাজ্য ও অনাদৃত।

(২) হরিভক্তিবিলাসের স্বকপোলকল্পিত মত সমূহ সমাজে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(৩) বিলাসকার অনেক প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহাও গ্রাহ্য নহে।

(৪) বিলাসের টীকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নহেন। টীকাকার নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়।

(৫) বিলাসের টীকাকার মাৎসর্য্যপর ব্যক্তি ও তাঁহার যুক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

(৬। শ্যামানন্দাদি শূদ্র (নরোত্তম, নরহরি, রঘুনন্দন প্রভৃতিকেও উদ্দেশ্য করা হইয়াছে) গুরুগণ উৎপথগামী, যথেচ্ছাচারী, বিলাসের মত-লঙ্ঘনকারী। অল্পজ্ঞানলাভে শূদ্রাদির অহঙ্কারী ও উৎপথগামী হওয়াই স্বাভাবিক।

(৭) কৃষ্ণ-উপাসনাতে বা কৃষ্ণ-প্রেমলাভেও প্রাক্তনকর্ম্ম ও তজ্জন্য নীচজাতিত্ব ক্ষয় হইতে পারে না।

(৮) সেই জন্য শূদ্রাদি বৈষ্ণব যতই ভক্ত, এমন কি, প্রেমিক ভক্ত হইলেও, এই জন্মে নীচ জাতিত্ব হইতে উৎকর্ষ

প্রাপ্ত হইয়া শিলাপুজাধিকারী হইতে পারে না।

(৯) শ্রীগিরিধারীশিলা সামান্য প্রস্তরখণ্ডমাত্র, বৃন্দাবন যাত্রীগণ আসিবার সময় ভক্তিপূর্ব্বক একটুকু গোবর্দ্ধনশিল লইয়া আসেন এইমাত্র।

ইত্যাদি আর কত লিখিব।

পণ্ডিত বাবাজীকর্ত্তৃক পত্রখানি পঠিত হইলে তচ্ছ্রবণে উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলীর হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হয় অনন্তর নিম্নলিখিত বক্তৃগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েন। তাং ২২শে

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চূড়ামণি— **বৈষ্ণব মাহাত্ম্য,**

নবদ্বীপবাসী বাবাজী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস—**ভক্তি-মাহাত্ম্য।**

শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী—**ব্রাহ্মণ-সম্মানের নিত্যতা ও ব্রাহ্মণ নির্ণয়।**

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ ভাগবতভূষণ—**বৈষ্ণবাধিকার।**

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়—**ধর্ম্মের-স্বরূপ।**

শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইতিহাস হইতে স্ববক্তব্য প্রকাশ করেন। ইঁহার বক্তৃতার সময় কয়েক ব্যক্তি কিঞ্চিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে তাহা নিবারিত হয়।

তৎপরে অন্যান্য বক্তৃগণ কিছু কিছু বলিবার পর **পণ্ডিত কুলমণি শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়** দণ্ডায়মান হইয়া

নিজের বার্দ্ধক্য, বঙ্গভাষানভিজ্ঞতা প্রভৃতি কারণ দেখাইয়া লোকরঞ্জনকারিণী বক্তৃতা বিষয়ে নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া, এই মর্মে বলেন যে,—"৬৭ শত মাইল দূর হইতে বালিঘাই আসা ও অসামর্থ্য সত্ত্বেও বক্তৃতার উদ্যমের কারণ "পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন" পাঠে হৃদয়ে যে দুঃখ হইয়াছে, সেই দুঃখের প্রশমনার্থ এবম্প্রকারের দুঃখীগণের সহিত সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ মাত্র।"

তার পর প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের বিরোধাসম্ভবত্ব প্রতিপাদনার্থ নানা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণসহ বক্তৃতা করেন এবং তৎপরে ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগণের প্রতি সর্ব্বদাই যে দুইটী অভিযোগ করেন সেই দুইটীর বিচার করিয়া বক্তৃতা করেন।

অভিযোগ দুইটী এই—(১) বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা করেন, (২) বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন না। যাহা হউক, তাঁহার বক্তৃতা অতি সুদীর্ঘ, শাস্ত্র-যুক্তিপরিপূর্ণ। সম্পূর্ণ ধারণা করা বা এস্থলে প্রকাশ অসম্ভব।

তবে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ,—"মূলেই উভয়ের বিরোধ অসম্ভব। যেহেতু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব উভয়েরই উপাস্য ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীবিষ্ণু। উভয়েই শ্রীবিষ্ণুর পরমপ্রিয়তম। এ জগতে উভয়তত্ত্বই বিষ্ণুর প্রতিনিধি। উভয়েই মঙ্গলময়, জীবের আশ্রয়-নীয় ও পূজ্য। সুতরাং পরস্পরের বিরোধ একেবারেই অসম্ভব।

বৈষ্ণবগণ কদাচ ব্রাহ্মণের অসম্মান করিতে পারেন না। তৃণাদপি স্বভাব বশতঃ বৈষ্ণবগণের নিকট সমগ্র জগতই পূজ্য।

তবে একটা কথা আছে। সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর জনক শ্রীভগবান্ বিষ্ণু
সুতরাং সর্ববর্ণাশ্রমীর স্বভাবোচিত কার্য্যই কৃষ্ণে ভক্তি করা
যিনি তাহা না করিয়া শ্রীবিষ্ণু বা ভক্তি বা ভক্তের বিদ্বে
করেন, তিনি স্বভাবের বিপরীতাচারী—বলিয়া অবশ্যই নিন্দনীয়
ভূতসর্গ দুই প্রকার.—দৈব ও আসুর। যিনি শ্রীভগবানে ভক্তি
আচরণ না করেন, তিনি স্বভাবের বিপরীতাচারী আসুরভাবাপন্ন
তিনি আদৃত বা পূজ্য হইতে পারেন না। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তিনি
বিদ্বান হউন, বা মূর্খ হউন, ভক্তের সে বিচার অনাবশ্যক
তবে তিনি ভক্ত কি অভক্ত তাহাই বিচার্য্য।

বর্ণশ্রেষ্ঠ হইয়া যে ব্রাহ্মণ জনক কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি না
করিয়া কৃষ্ণ-বিদ্বেষ করেন, সেই আসুর সর্গস্থিত ব্রাহ্মণকে ভক্তগ
সমাদর বা সম্যক পূজা করিতে পারেন না। তবে তাঁহাকে
অসম্মাননাও করেন না। অসম্মান করা ভক্তস্বভাবের বিরুদ্ধ।

রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন
সকলেই তত্ত্বজ্ঞানী ও যাজ্ঞিক ছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ-পূজা না
করিয়া স্বভাবের বিপরীতাচরণ করায়, অসুরগণ্য হইয়া সকলের
নিকট অনাদৃত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের বিরোধ
অসম্ভব। ইহা দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। **এক ব্রহ্মণ্যদেবের
প্রিয়তম ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রীতি
সম্পন্ন হউন, বিদ্বেষভাব ত্যাগ করুন,** ইহাই প্রার্থনা।"

এইরূপ বক্তৃতার পর বক্তামহাশয় ব্রাহ্মণদের দ্বিতীয়
অভিযোগ অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আদর করেন না,

এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য বক্তামহাশয় নানা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরত্ব, তুচ্ছফলপ্রদত্ব এবং কলিতে তদনুষ্ঠান অসম্ভবত্ব এবং ভক্তির সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠত্ব, অনায়াসে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদত্ব ও কলিতে তদনুষ্ঠানের অনায়াস-সাধ্যত্ব এবং উত্তমা ভক্তিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির স্পর্শ-রাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সারমর্ম এই যে,—

"সনাতন বর্ণাশ্রমধর্মাচরণ সর্ববর্ণাশ্রমীর অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু কলির প্রভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী দেশ, কাল ও পাত্রের একবারে অভাব হইয়া পড়িয়াছে। কলিতে তাহা অবশ্যম্ভাবী। কোন বর্ণ ও আশ্রমীর ধর্ম থাকা অসম্ভব। ইতিমধ্যেই তাহা হইয়াছে। এখন সর্বধর্মের সার দাঁড়াইয়াছে "উদর-ভরণ-চেষ্টা।" বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্মের মধ্যে প্রতিগ্রহ-মাত্রই আছে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের ত কথাই নাই।

আদিমাশ্রম ব্রহ্মচর্য্য। তাহা অর্থাভাবাদির কারণে স্ত্রী সংগ্রহ করিতে না পারা পর্য্যন্ত। পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানে গৃহস্থের পরিচয়। এখন গৃহস্থ বলি কাহাকে? না—যে ভাল খায়, পরে, বাড়ী ঘর করিয়াছে, স্ত্রীকে গহনা দিয়াছে ইত্যাদি। বানপ্রস্থ আশ্রম ত পুঁথির মধ্যেই আছেন। তার পরে সন্ন্যাস। তার অভাব নাই বটে, গেরুয়া কাপড় পরিলেই হইল। অধিকাংশ স্থলে উদ্দেশ্য—ছলে বলে কৌশলে পরস্ত্রী অপহরণ ও উদরোপস্থচারণ প্রভৃতি। যাহা হউক, কলির আরম্ভেই বর্ণাশ্রমের এই প্রকার অধঃপতন ঘটিয়াছে। যদি বল এইরূপ দুর্দ্দশা আমরা হইতে

দিব কেন? তাত বটেই, কিন্তু রক্ষা করা সাধ্যাতীত। বর্ণা-শ্রমধর্ম্মের প্রধান উপাদান—সমূহ কলি প্রভাবে স্বতঃই কলুষিত ধর্ম্ম রক্ষার যতই চেষ্টা কর না কেন কাল যে কলি।

কলির কার্য্য—ধর্মের অবশ্যই লোপ করিবে, কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা ত্রিকালজ্ঞ মুনিভাষিত। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নিজেই ভাবুন দেখি, তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম কতটুকু রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। শাস্ত্রমতে দেখা যায়, বেদাধ্যয়ন না করিলে ব্রাহ্মণ শীঘ্রই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। এখন দেখুন, আমরা কয় জন বেদ জানি বা পাড়ি। এখন বেদের মধ্যে পঞ্চদেবতার পূজা, শাস্ত্র মন্ত্র ইত্যাদি কয়েকটি আছে, তাহাও অনেকে নিয়ম মত জানেন না। অনেকে গায়ত্রীটিও জানেন না। বর্ণাশ্রমের রক্ষক, ধাতা, কর্ত্তা ব্রাহ্মণেরই যদি এই দুর্দ্দশা হয়, তবে হীন শূদ্রাদি বর্ণের আর কথা কি? ইহা কি তোমার আমার দোষে হইয়াছে, তা নয়, কলিতে ইহা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম করেন না বলিয়া বৈষ্ণবগণের প্রতি দোষারোপ করা বৃথা।

অল্পায়ু, বহুপীড়াগ্রস্ত, বহু-উপদ্রবে-উপদ্রুত, মলিনতম, অধমাধম কলির জীবগণের পক্ষে বর্ণাশ্রম, জ্ঞান, যোগাদির অনুষ্ঠান ও তদ্দ্বারা উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত। এইজন্য ত্রিকালজ্ঞ মহাজনবৃন্দ ও শ্রীভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রোপযোগী, সর্বাবস্থায় অনায়াসে সাধনীয় ও অন্য সাধনের বিনা অপেক্ষায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ভক্তিমার্গ অনুষ্ঠানকেই কলিতে বিধান করিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ, মহাজন ও ভগবদ্বাক্যানুসারে কলিতে কেবল ভগবদ্ ভক্তি অনুষ্ঠান করাই শ্রেয় বিবেচনা করেন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর করেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম না করার জন্য তাঁহাদের কোন ক্ষতির কথাও শাস্ত্রে শুনা যায় না। কর্ম-মার্গাশ্রিত ব্যক্তির বিঘ্ন বাহুল্য ও অধঃপতনের কথা শুনা যায়। বেদ-পাঠ না করিলে ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা শুনা যায়।

কিন্তু দুরাচার ভক্তেরও নিন্দা কোথাও শুনা যায় না। পরন্তু প্রশংসাই শুনা যায়; তাদৃশ ভক্তের কদাচ অধঃপতনও ঘটে না। বহিঃশত্রুর সহিত লড়াই করিতে হইলে অস্ত্রশস্ত্র-অশ্ব-পদাতি প্রভৃতি বহু সরঞ্জামের আবশ্যক; কিন্তু নিজের প্রাণ বিনাশ করিতে হইলে সামান্য ছুরিকা হইলেই হইল। সেইরূপ কেবল লোকরক্ষার জন্য বর্ণাশ্রমাদির আড়ম্বর, যাঁহার সামর্থ্য আছে, তাঁহার অবশ্য করণীয়; কিন্তু যাঁহারা যেন তেন প্রকারে অনায়াসে নিজের মায়া বিনাশ করিতে চাহেন, তাঁহাদের একান্তভাবে ভক্তি আশ্রয় করিলেই হইল। অনায়াসে অল্পে কাজ হইবে।

এইরূপ বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতা সকলের আনন্দবিধান করিয়া বক্তা গোস্বামীমহারাজ আসন গ্রহণ করিলে পর **পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ বক্তৃতা করিতে উঠেন।** তিনি নানা শাস্ত্রযুক্তি সহযোগে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সমভগবৎপ্রিয়ত্ব, সমপূজ্যত্ব ও সমাধিকারীত্ব প্রদর্শন করিয়া উভয়কে সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইতে বলেন। তৎপর তিনি বেদ-পুরাণ-বেদান্ত-

উপনিষদ্-ইতিহাসাদি হইতে জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ উপায়ের নির্দ্দেশ, তাহাদে পৃথক্ অধিকার ও পৃথক্ পৃথক্ অধিকারী নির্ণয় করেন। সে প্রসঙ্গে তিনি দেখান যে, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সহযোগী ও সাপেক্ষত্ব বিদ্যমান। কিন্তু উত্তমাভক্তির সহিত ইহাদে কোন সংস্রব ও সাপেক্ষত্ব বিদ্যমান নাই। ভক্তিযোগটি অনন্যসিদ্ধ স্বতন্ত্র ও পরম নিরপেক্ষ। ভক্তির আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত অন্য কোন সাধনের সাহায্য বা সঙ্গের অপেক্ষা নাই। ভক্তি নিজেই নিজের জননী, নিজেই নিজের সঙ্গিনী—সাহায্যকারিণী ও নিজেই নিজের ও অন্য যাবতীয় সাধনের সর্ব্ব-সাধ্য প্রদায়িনী।”

ইহার পরে **পণ্ডিত বাবাজী** একটী সুন্দর যুক্তি দ্বারা কর্ম্ম-জ্ঞানের নিরাস করেন। সারমর্ম্ম এই—“বেদশাস্ত্র ব্রহ্মকে পুরুষ আখ্যা দিয়াছেন। পুরুষের প্রাপ্তিই জীবের সাধ্য; কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি উপায়ে পুরুষকে পাওয়া যায় বটে কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা অসম্পূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে ও পুরুষকে বশীভূত করা যায় না। ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় ও তিনি বশীভূত হয়েন। যেহেতু **কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুইটীর মধ্যে একটী ক্লীবলিঙ্গ, অপরটী পুংলিঙ্গ। আর ভক্তি স্ত্রীলিঙ্গ, পরমাসুন্দরী, সাধ্বী ও গুণবতী।** এখন সহজেই অনুমেয় যে, পুরুষের সহিত পুরুষ বা ক্লীবের সম্বন্ধ বা বন্ধুত্ব থাকিলেও পুরুষ তাহাদের প্রতি সর্ব্বতোভাবে

আকৃষ্ট হইতে পারেন না। আকৃষ্ট হইলেও বশীভূত হয়েন না। পরমাসুন্দরী গুণবতী সতী স্ত্রী, পুরুষকে যতদূর আকৃষ্ট ও বশীভূত করিতে পারেন, এমন কেহই পারেন না। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা পরম পুরুষের প্রাপ্তি অসম্পূর্ণ। পুরুষকে পাইতে হইলে, বশীভূত করিতে হইলে ভক্তি মহারাজ্ঞীকে হৃদয়-সিংহাসনে সর্ব্বদা আসীনা রাখিতে হইবে। সুতরাং "সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অনুসারে ঐকান্তিকী ভক্তিই সকলের পরমাশ্রয়নীয়া ও তাহাই পরমপুরুষের বশকারিণী।

এবম্ভূতা যে ভক্তি সে ভক্তি থাকেন কোথায় ? উত্তর, ভগবানের কাছে নয়—ভক্তের হৃদয়ে। যে হেতু, ভগবান ভক্তির বিষয়, আর ভক্ত ভক্তির আশ্রয়। এখন বিচার করুন, ভক্তত্ত্ব কত উচ্চে, ভগবান্ ভক্তের কত বশীভূত; এখন ভক্তত্ত্বকে সামান্য বর্ণ আশ্রমভেদে নীচ প্রতিপাদন করা উচিত নয়।"

তার পরে বক্তা নানাশাস্ত্র প্রমাণে "কলিতে ভক্ত দুর্লভ ও বিরল" এই যুক্তি নিরাস করেন। পরে বক্তা সাশ্রুনয়নে কাতর-কণ্ঠে সমুপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর শ্রীচরণে নিবেদন করেন যে, "ভো ভূদেবগণ! বৈষ্ণবের দেবতা বিষ্ণু, ভক্তের হৃদয়বল্লভ ভগবান্ সেই ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ-সেবাধিকার হইতে ভক্ত বৈষ্ণবকে চ্যুত করা আপনাদের ন্যায় স্বাভাবিক দয়ালুগণের উচিত নয়। আপনারা ধর্মরক্ষক। বৈষ্ণবের ধর্ম্ম রক্ষা করুন।" ঐ দিন নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস বাবাজী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বেদান্তরত্ন মহাশয় কিছু কিছু বক্তৃতা করিয়া-

ছিলেন। ইহার পর আনন্দ হরিধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়।

তার পরদিন ২৩শে ভাদ্র শনিবার প্রাতে নানাপ্রকার জনরব কর্ণসমীপে উপস্থিত হইতে লাগিল। জনশ্রুতির সার এই—সভা যাহাতে না হয়, সভার উদ্দেশ্য যাহাতে পণ্ড হয় অনেকে তৎপক্ষে চেষ্টা করিতেছেন। এই জনশ্রুতিতে ভক্তগণ একটু দুঃখিত হইলেন। কিন্তু সভার উদ্যোক্তৃগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত ফকিরদাস ধাওয়া মহাশয়ের উদ্যম ও উৎসাহ প্রশংসনীয়।

যথাসময়ে সভাধিবেশন হইল। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রথমেই সভার নিয়মাবলী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চূড়ামণি মহাশয় পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস অর্দ্ধঘণ্টা **"সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্য"** বর্ণন করেন।

তৎপরে রামানন্দ দাস বাবাজী এক ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় জীবের নিত্য কৃষ্ণদাস স্বরূপ, স্বরূপ জ্ঞানই মুক্তি, মুক্তির পরেই ভক্তির আরম্ভ, একান্ত শরণাগত ভক্তের মুক্তাবস্থা ও বর্ণাশ্রমোক্ত বিধিনিষেধাতীত অবস্থা এবং জীবের কেবল যাতায়াতে জড়ভাব, কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পশুভাব ও ভক্তিতে স্বভাব অর্থাৎ মনুষ্য ভাব ইত্যাদি বর্ণিত হয়।

ঐ দিন পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী** মহাশয় কেবল শাস্ত্রীয় প্রমাণপূর্ণ **"হরিজনকাণ্ড"** নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে সমস্ত বর্ণাশ্রমাভিমানের মায়া-

মূলকত্ব ও বিনশ্বরত্ব এবং মর্ত্ত্যবাসী ভক্তের মায়াতীতত্ত্ব ও অবিনশ্বরত্ব প্রদর্শিত হয়।

সার কথা এই যে, মায়াধীন চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থিত দেব-নর-পিশাচাদি দেহধারিগণের দেহ ও আচরণকে যে প্রাকৃত চক্ষে দেখা যায়, সেই চক্ষে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তী ভক্ত-গণের দেহ ও আচরণ দর্শন ও সমালোচনা করা উচিত নহে। ভক্ত যেখানে যে দেহে থাকেন, তাঁহার দেহ ও কার্য্যাবলী তৎস্থলের মায়াধীন তৎসমদেহীগণের আচরণের সাম্য দেখা গেলেও মনে করা উচিত নহে যে, তাঁহারা মায়াধীন।

ভক্ত মায়ামুক্ত। যেমন 'গঙ্গা' ও 'সামান্য নদী' উভয়েই ফেনপঙ্কাদি নীর-ধর্ম্ম-বিশিষ্টা এবং উভয়ই নিম্নগা বলিয়া প্রতীত হইলেও গঙ্গা মায়াতীতা চিন্ময়ী আর অন্যান্য নদী প্রাকৃতজলময়ী। নীরধর্ম্মে গঙ্গার সহিত অন্যান্য নদীর সমত্ব দর্শনে গঙ্গাকে সামান্য নদী বলিয়া মনে করিলেই অপরাধ। সেইরূপ ভক্তদের নর-শূদ্র-চণ্ডাল-পশু প্রভৃতি যে দেহেই থাকুক না কেন, তাঁহাকে তাঁহার সমশ্রেণী দেবনরাদির ন্যায় মায়াগ্রস্ত মনে করিয়া কর্ম্মাধীন মনে করা অপরাধজনক ইত্যাদি।

ইঁহার প্রবন্ধ পাঠের পর বৈষ্ণবসঙ্গিনী-সম্পাদক ভক্তপ্রবর **শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী** মহাশয় দণ্ডায়মান হয়েন। তিনি "পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন" ও বর্ত্তমান গুরু বিভ্রাট সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন।

পরিশেষে **পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ**

মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। দেখা গেল তাঁহার প্রবন্ধে "পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনের" প্রমাণ ও যুক্তিগুলি খণ্ডিত হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীমৎপ্রভুপাদ মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ বক্তৃতা করিতে উঠেন। এ দিনেও তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মনোমালিন্য দূরীকরণ জন্য বক্তৃতা করেন। তাহার সারমর্ম এই—

"বর্তমান আমার হৃদয়ে দুইটি দুঃখের বোঝা। একটি আমি ৭ শত মাইল দূরবর্তী বাড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিয়াছি। সেটী এই "পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন" (হস্তে পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন উত্তোলন করিয়া সকলকে প্রদর্শন)। ইহা দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মে যে আঘাত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমার হৃদয়ে প্রবল দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, তাহা যেমন আমার সঙ্গে আসিয়াছে, তেমনি বাড়ী লইয়া যাইব। সে দুঃখের প্রতিকার বাড়ীতে বসিয়াই করিব। আমার ধারণা, ইহার একটি উত্তর বাড়ীতে বসিয়াই লিখিতে সক্ষম হইব। আমার আর একটি দুঃখ এখানেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার উৎপত্তি. ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মনোমালিন্য দর্শনে। ইহার প্রতিকার আপনারা করুন।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব উভয়ই আমার নমস্য। উভয়ের চরণে আমার নিবেদন আছে। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের প্রতি বৈষ্ণবগণ কদাচ অসম্মাননা প্রদর্শন করিতে বা বিরূপ হইতে পারেন না। আপনারা তাঁহাদের উপাস্য, শ্রীভগবানের পূজ্য। সুতরাং প্রকৃত বৈষ্ণব আপনাদের অসম্মান কখনই করিতে পারেন না।

হে বৈষ্ণবগণ! আপনাদের ধর্ম্মের মূল—তৃণাদপি সুনীচত্ব, তরোরিব সহিষ্ণুত্ব, অমানিত্ব ও মানদত্ব। যদি কোন বৈষ্ণব জাতিবিদ্যা আশ্রমাদিতে সর্ব্বোত্তম হয়েন, তবুও তিনি নিজেকে সর্ব্বাধম ভাবিয়া সকলের নিকট কায়মনোবাক্যে অবনত থাকিবেন। ইহাই বৈষ্ণবের স্বভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বর্ণ, আশ্রম, ভক্তি প্রভৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াও কায়মনোবাক্যে নিজেকে "নীচজাতি নীচসঙ্গী" প্রভৃতি বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিতেন ও তদ্রূপ আচরণ করিতেন।

হে বৈষ্ণবগণ! এখন বিচার করুন, ব্রাহ্মণগণ যদি আপনাদিগকে নীচজাতি বলিয়া গালি দেন, তাহাতে আপনাদের দুঃখ করা উচিত কি, সন্তোষ প্রকাশ করা উচিত? দুঃখের পরিবর্ত্তে সন্তোষ লাভ করাই উচিত। আপনারা স্বভাবতঃই যেরূপ পরিচয় দিতে চাহেন, ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে তাহাই দিলেন, এতদপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? এই বিবেচনা করিয়া আপনারা অপমানকারীকে প্রেমালিঙ্গন করুন।

পরিশেষে উভয়ের নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে, আমি ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ আপনাদের অতিথি। সুতরাং ভিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ভিক্ষা এই যে, পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ, মনোমালিন্য তাহাই আমাকে দিউন। আমি অঞ্চলে বন্ধনপূর্বক শ্রীধামে লইয়া গিয়া শ্রীযমুনায় নিক্ষেপ করিব।"

তারপরে বক্তা বৈষ্ণবের জাতিভেদ ও গুরুকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারমর্ম এই—সর্ববর্ণাশ্রমীর মধ্যে

যাঁহারা কৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহাদের সকলেরই এক "ভক্ত" সংজ্ঞা হয়। ভক্তাখ্যগণের পরস্পরের মধ্যে পারমার্থিক আচার ব্যবহার ভক্তোচিতভাবেই নির্বাহিত হওয়া উচিত। পরমার্থ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বর্ণাশ্রমোচিত ব্যবহার অনুচিত। ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা বর্ণাশ্রমের দোহাই দিই না।

আমাদের যত গোল পরমার্থ সম্বন্ধে। তাহা একটী দৃষ্টান্তেই দেখ না কেন? যেমন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ। গবর্ণমেণ্ট যবন বা ব্রাহ্মণ যাঁহাকে এই পদ দিবেন তিনিই "ডেপুটী" আখ্যায় আখ্যাত হইবেন। যবন হউন, বা ব্রাহ্মণ হউন সেইপদ পাইলে উভয়কে ডেপুটী বলিতে, বা তৎপ্রতি ডেপুটীর সম্মান প্রদর্শন করিতে এবং তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে আমরা বাধ্য, তাহাতে আমরা কুণ্ঠিতও হই না। সে স্থলে আমরা বর্ণাশ্রম বিচার করি না,—করিবার আবশ্যকতাও নাই যথা প্রয়োজনীয় কার্য্যেই তাঁহার সম্বন্ধ, তাহা হইলেই হইল তাঁহার সহিত মেয়ে আদান প্রদান বা স্বজাতি সম্বন্ধীয় কোন ব্যবহার করিতে হইতেছে না।

সেইরূপ যিনি রাজ-রাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট "ভক্ত" পদ পাইয়াছেন, তিনি যে জাতি হউন না কেন, তাহার বিচার না করিয়া তাঁহাকে "ভক্ত" বলিয়া গ্রহণ করা, ভক্ত বা বৈষ্ণবের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার উপদেশ পাইয়াছি, তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা এবং তৎসহ পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য করা আমাদের উচিত। পরমার্থ সম্বন্ধীয় কার্যে

পারমার্থিকগণের মধ্যে জাতি ও আশ্রম বিচার অপ্রয়োজনীয় ও অনুচিত।

আরও দেখ, কোন রোগীর কবিরাজের উপদেশমত পুরাতন গুড়ের দরকার হইয়াছে। তিনি যেখানে যাঁহার দোকানে তাহা পাইবেন, সেইস্থান হইতে তাঁহার দোকানে যাইবেন ও শীঘ্রই তাহা সংগ্রহ করিয়া রোগমুক্ত হইবেন। ব্রাহ্মণের কাছে থাকে লইবেন; চামারের দোকানে থাকে লইবেন। ব্রাহ্মণ চিনি সন্দেশ ও রসগোল্লার দোকান করিয়াছেন, আর চামার কবিরাজী দ্রব্য পুরাতন গুড় প্রভৃতির দোকান করিয়াছেন। এখন বলুন দেখি, পুরাতন গুড়ানুসন্ধিৎসু রোগী সেই ব্রাহ্মণের কাছে যাইবেন, কি—সেই চামারের কাছে যাইবেন? সেই চামারের কাছে যাইয়া শীঘ্রই পুরাতন গুড় তাঁহার লওয়া উচিত। জাতি বিচার করার প্রয়োজন কি? জাতি-বিচার করিয়া গুড় ব্যবসায়ীকে "চামার" বোধে বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? তাঁহাকে সেই চামারের দোকান হইতেই গুড় লইতে হইবে, সেইরূপ ভব-রোগক্লিষ্ট যে ব্যক্তির ভক্তিলাভ করা প্রয়োজন হইবে, তিনি যাঁহার নিকট তাহা পাইবেন, তাঁহার নিকট শীঘ্র তাহা গ্রহণ করিবেন। সে স্থলে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নিষ্প্রয়োজন।" বক্তা গোস্বামীপ্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম এইরূপ। তাঁহার মধুর বক্তৃতার সময় পঞ্চসহস্রাধিক শ্রোতা ঘন ঘন আনন্দে "হরিধ্বনি" করিতেছিলেন। পরিশেষে আনন্দধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপরে ২৪শে ভাদ্র, রবিবার। অদ্য প্রাতে শুনা গেল

পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনের সিদ্ধান্তগুলি বজায় রাখিবার জন্য "গৌড়ী বৈষ্ণবধর্ম্মসমালোচনী" সভার আচার্য্য সাঁয়াগ্রামনিবাসী "অধিকারী কুলোৎপন্ন এবং ঐ "নিরসন" পুস্তকের যুগপৎ "অধিকারী গোস্বামী" পদবীধারী **শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভাগবতরত্ন নামক এ ব্রাহ্মণ যুবক** পণ্ডিতকুলভূষণ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদ গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত শাস্ত্র বিচার করি তদীয় বাসায় যাতায়াত করিতেছেন এবং ইহাও শুনা গে পরমারাধ্য গোস্বামী প্রভু তাঁহার উক্তি সমূহ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খ খণ্ড করিলেও তিনি বহু বাক্যব্যয় করিয়া তর্ক করিতে ছাড়িতে ছেন না। শুনিয়া আমাদের মনে বড়ই দুঃখ হইল। এ শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীসনাতনের প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি ম পড়িল। ঐ দিন আরও শুনা গেল, কেহ কেহ শ্রীগোপীবল্লভ পুরের গোস্বামীকে "শূদ্র" নির্দেশ করিয়া তাঁহা সভাপতির আসন হইতে সরাইবার জন্য এবং ব্রাহ্মণ সভাপ নির্দেশ করিবার জন্য উদ্যোক্তৃগণকে কুপরামর্শ দিতেছেন; কি পরক্ষণেই শুনিয়া সুখী হওয়া গেল, উদ্যোক্তৃগণ তদ্রূপ অপরা জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত নহেন। যাহা হউক অপরা যথাসময়ে সভাধিবেশন হইল।

এই সময় একটি বাদ্যকর বাদ্যযন্ত্র সাহায্যে ঘোষণা করি যে, অদ্যই এই সভার একটী প্রতিবাদ সভা "অমুক" স্থানে হইবে।

যাহা হউক এদিকে সভার কার্য্য যথারীতি চলিতে লাগিল সে দিন শ্রোতৃসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। কেহ বলে

৬ হাজার, কেহ বলেন ৭।৮ হাজার। একটী আনন্দ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছিল, সভাগৃহের বাহিরের চারিদিকের উপবেশন ও দণ্ডায়মান হইবার স্থান কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল। শিরে বারিপাত নিবারণের জন্য কোন আবরণও ছিল না। আর এদিকে একটী বিরুদ্ধ সভার আহ্বান ছিল, তথাপি শ্রদ্ধাবান শ্রোতৃগণ কেহই এই সভাস্থল ত্যাগ করেন নাই। সকলেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া, কর্দ্দমাক্ত হইয়াও বক্তৃতা শুনার জন্য রাত্রি ৯॥০ টা পর্য্যন্ত সমভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। যাহা হউক সভারম্ভ হইল।

সভার প্রথমে **শ্রীযুতসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়** জলদগম্ভীর স্বরে ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে **শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেন।** তারপরে তিনি "পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনে"র সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করতঃ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধ পাঠ করেন। **সর্ব্ববৈষ্ণবজগদ্বন্দ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রিয়তম শ্রীমদ্‌রঘুনাথ দাস গোস্বামী** কায়স্থকুলোদ্ভব বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনকার গোস্বামীগণের নিকট শূদ্রগণ্য হইয়া হেয় হইয়াছেন। সেই প্রসঙ্গের নিরাসকল্পে শ্রীযুত সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় হৃদয়ের আবেগভরে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যাহা লিখিয়াছিলেন, প্রবন্ধপাঠের সময় তাহা শুনিয়া ভক্তাভক্ত নির্ব্বিশেষে প্রায় সকলেরই চক্ষে অশ্রুকণা দেখা গিয়াছিল।

তাঁহার প্রবন্ধপাঠের পর **পণ্ডিত রামানন্দ ভাগবতভূষণ** মহাশয়; নানাশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা গুরুকরণ ও শ্রীশালগ্রামশিলাপূজা

সম্বন্ধীয় পূর্ব্বপক্ষনিরসনের ব্যবস্থাগুলি খণ্ডন করিয়া বৈষ্ণবগণ
লক্ষ্য করতঃ বলেন—"আপনারা কাহারও কুবুদ্ধি দ্বারা চালি
হইয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না, বৈষ্ণবগুরুকে শূদ্রবো
ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না এবং বৈষ্ণবে
নিত্যকৃত্য, চিরাচরিত শ্রীবিষ্ণুপূজন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না

তারপরে পণ্ডিত **শ্রীযুত প্রসন্নকুমার বেদান্তরত্ন মহাশ**
নানাশাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অকিঞ্চিৎকর
কলিতে ভক্তিমার্গের উপাদেয়ত্ব, উপযোগীত্ব এবং ভক্তিমা
বর্ণাশ্রম সংযোগ করণের অনাবশ্যকত্ব ও অনুপযোগীত্ব বর্ণন করি
পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পুস্তকের লিখিত ব্যবস্থাগুলিকে ভক্তিবির
বলিয়া ঘোষণা করেন।

এদিনকার সভাতে **শ্রীধামবৃন্দাবনের গোস্বামীপ্রভু** অ
সুমধুর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সূচনাতে প্রকাশ করেন
তিনি পূর্ব্বপক্ষনিরসন পাঠে মর্ম্মবেদনায় চক্ষের জল ফেলিয়াছে
এবং সেই পুস্তক পাঠে অন্য যাঁহারা মর্মাহত হইয়াছেন
অশ্রুজল ফেলিয়াছেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে হৃদয়ে
বেদনা লাঘব হইবে, এই আশায় সুদূর শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে
এখানে আসিয়াছেন। তারপরে প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় কলি
বর্ণাশ্রম ধর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অসাধ্যত্ব এ
ভক্তিমার্গে বর্ণাশ্রমাদির অনপেক্ষত্ব ও বিরোধিত্ব সুস্পষ্টভা
শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিয়া এই মর্মে বলেন—"আপনারা অ
সমস্ত ত্যাগ করিয়া, এই সমস্ত বাদ বিসম্বাদের মধ্যে না যাই

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীহরিনাম করুন। স্ব স্ব জীবিকা যেমনি আছে তেমনি থাকুক, একান্তভাবে হরিনাম করুন। নাম সর্ব্বশক্তিমান, নামেই সর্ব্বসিদ্ধ হইবে, অন্য কোন কর্ম্মাচরণের অপেক্ষা থাকিবে না। যদি শ্রদ্ধায় সর্ব্বদা নামগান করিতে পারেন তবে ভাল, নচেৎ হেলাতেও দিবারাত্রের কোন কোন সময়ে নাম গান করিবেন, তাহাতেও সর্বমঙ্গলোদয় হইবে, সর্বসিদ্ধ হইবে।”

ইহার বক্তৃতার পর পণ্ডিত **শ্রীযুত গঙ্গাধর চূড়ামণি** সর্বসম্মতিক্রমে পূর্বপক্ষনিরসনোক্ত ব্যবস্থাগুলির অসারত্ব, অশাস্ত্রীয়ত্ব ও ভক্তিবিরুদ্ধত্ব ঘোষণা করেন।

তারপরে **স্বয়ং সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করেন।**

তারপরে **ভক্ত শ্রীগৌরহরিদাস** দোনাগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত কবিবর শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ কবিরত্ন মহাশয় প্রণীত সভা ও বক্তৃগণের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবিধান করেন।

এদিন সভাতে **“বৈষ্ণব-সঙ্গিনী” সম্পাদক শ্রীযুত মধুসূদন অধিকারী** মহাশয় বৈষ্ণবের ত্যক্ত দেহ প্রোথিত করণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে বেদাদির প্রমাণে দেখান হয় যে, শব-প্রোথন কার্য্যটী অশাস্ত্রীয় নহে। তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত ও বৈষ্ণব সমাজে চিরপ্রচলিত, সুতরাং তাহা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে **পণ্ডিতবর ভাগবতোত্তম শ্রীযুত সীতানা-ভক্তিতীর্থ** মহাশয় সভাপতি মহোদয় ও বক্তৃমণ্ডলীর গুণ বর্ণ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে কলিতে অন্যমার্গে অসারত্ব প্রদর্শন করিয়া কেবল শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনকেই একমা আশ্রয়নীয় বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করেন। তারপরে সভা ভঙ্গ সভাভঙ্গের পর গোস্বামী প্রভুগণের পদরজ গ্রহণ ব্যাপার বর্ত্তমানকালে তাহা এক অপূর্ব্বাদ্ভূত ও অচিন্তনীয় ব্যাপার

নানাপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত, জনতায় নিষ্পেষিত হইয়াও এ এক বার শত শত লোক চাপ বাঁধিয়া গোস্বামীপ্রভুগণের পায়ে দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্ম্মু গগণবিদারী কলিমলমথনকারী তুমুল হর্ষধ্বনি। এইরূপে ৬৷ সহস্র লোকের দ্বারা পদধূলি গ্রহণ। তাহা শেষ হইতে প্রা ১ ঘণ্টার উপর লাগিল। ক্রমশঃ জনতা কমিল। ভক্তগণ বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত বাতাসে প্রাণ জুড়াইলেন। তারপরে ক্রমশ সকলে নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেলেন। পরিশেষে একটি কথ বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইতেছে।

শুনা গেল, বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুপূজা উঠাইয়া দিতে, বৈষ্ণ মধ্যে জাতি-বিচার প্রবল প্রচলন করিয়া শূদ্রাদি কুলোৎপ বৈষ্ণবগণকে ছোট করিতে এবং বৈষ্ণবগণকে শূদ্রগুরু ত্যাগ করাইতে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সমালোচনী" সভার এক বিরাট অধিবেশন হইবে। সেই সভাতে সমস্ত প্রভু সন্তান, আর্য্য সন্তান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে একমত করিয়া আনয়ন করা হইবে।

ই জনশ্রুতিটাতে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যেহেতু, বৈষ্ণব সমাজ যাঁহাদের সৃষ্ট, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে াজ চারিশত বৎসর বৈষ্ণবগণকে ঘৃণা না করিয়া আত্মজবৎ তিপালন করিয়া আসিতেছেন, যাঁহাদের অঙ্কে মাথা রাখিয়া ষ্ণবগণ কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ঃশঙ্কে নিদ্রা যাইতেছেন, যাঁহাদের কৃপাশ্রয়-প্রভাবে শূদ্রাদি ষ্ণবেরাও শ্রীবিষ্ণুপূজনাধিকার লাভ করিয়াছেন এবং এতাবৎ বিষ্ণুপূজা করিয়াও বর্ণাশ্রম-প্রবল হিন্দু সমাজে পতিত হয়েন াই বা যাঁহাদের কৃপাশ্রয়-প্রভাবে কেহই বৈষ্ণবগণের অর্চ্চনাধিকার াপ করিতে পারে নাই, যাঁহাদের কৃপায় বর্ণাশ্রমযুক্ত সমাজের ধ্যে থাকিয়াও বৈষ্ণবেরা জাতি-বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে উচ্চাধিকারী াধুগণের পদরজ পাদোদকাদি নিঃশঙ্কে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য ইতেছেন, আজ সেই প্রভুসন্তানগণ এবং আচার্য্য-সন্তানগণ ক তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের সৃষ্ট, চিরাশ্রিত, চিরপালিত িররক্ষিত ভক্তিরাজ্যে কর্ম্মীগণের পূর্ণাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া াহাদের গ্রাসের মধ্যে বৈষ্ণবগণকে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পেষিত রিয়া বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুপূজনাধিকার কাড়িয়া লইবেন বা পূজানিরত ষ্ণবগণকে সমাজে পতিত করিবেন বা নীচজাতিজাত উচ্চাধি- ারীগণের পদরজাদি গ্রহণ হইতে ভক্তিলাভেচ্ছুগণকে বঞ্চিত রিবেন? ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবেরা াহাদের, আর তাঁহারা বৈষ্ণবদের। তাঁহারা রক্ষক হইয়া ভক্ষক ইবেন, এ ধারণা করিতে পারেন কি?

পরিশেষে গললগ্নীকৃতবাসে সাশ্রুনয়নে যুক্তকরে নিবেদন— হে নিরপেক্ষ প্রভু সন্তানগণ! হে নিরপেক্ষ আচার্য্য সন্তানগণ আপনাদের বৈষ্ণব সমাজ গেল। কে কোথায় আছেন রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! বিরোধী সভাতে না যাইয়া কেবল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। আপনাদের সুশীতল চরণ ছায়ায় তাপিত, ত্রস্ত, ভীত, চকিত বৈষ্ণবগণকে রক্ষা করুন। বালিঘাইতে যে দাবানল উত্থিত হইয়াছে তাহা প্রশমিত না হইলে অচিরেই সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। দুই একজন আচার্য্য সন্তানের আশ্রয় পাইয়া ইতিমধ্যেই বৈষ্ণব বিদ্বেষিগণের বিকট হুঙ্কার ও তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে আপনারা রক্ষা না করিলে আর রক্ষা নাই; বৈষ্ণবগণ শক্তিহীন, আপনাদের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াই নিবৃত্ত, প্রতিকারের সামর্থ্য নাই।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

পূর্ব্বপক্ষ মীমাংসা।

—*★*—

"বালিঘাই উদ্ধবপুর-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম সমালোচনী" সভা হইতে "পূর্ব্বপক্ষ নিরসন" নামে যে ব্যবস্থা পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, সেই পুস্তক বর্ণিত অভিনব ব্যবস্থা পাঠ করিয়া হরি-ভক্তজনমাত্রেরই প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। জানি না, কোন্ স্বার্থ-সাধন উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাকার বৈষ্ণবধর্মের আবরণে এরূপ ঘোর স্মার্ত্তবাদ প্রচারে যত্নশীল হইয়াছেন। সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্য্যাদা হানিকর এই সকল ব্যবস্থা কেবল স্মার্ত্তপণ্ডিত-গণের দ্বারা প্রচারিত হইলে, তাহাতে আমাদের তত অধিক দুঃখের কারণ ছিল না। দেখিতেছি আমাদের চিরপূজ্য কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যও এই সভায় যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভুর অতি সাধের বৈষ্ণব ধর্মের মুলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সমাজের যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই এক্ষণে ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! হায়! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে। অতএব বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষণের নিমিত্ত এবং এই স্বকপোলকল্পিত অভিনব ব্যবস্থা দর্শন করিয়া যাহাতে কোমল শ্রদ্ধব্যক্তিগণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে না পারে

তজ্জন্য এই সকল অভিনব অসার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা,
ভক্তজনমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা নিতান্ত অযোগ্যাধম
আমাদের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞান না থাকি
প্রাণের আবেগে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি
আমাদের এ প্রবন্ধ প্রকৃত প্রতিবাদ নামের যোগ্য নহে—প্রভুপা
গণের শ্রীচরণে মনের অভিপ্রায় নিবেদন মাত্র। এই অভিপ্র
প্রকাশ করিতে গিয়া হয় তো নিজেদের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অ
সত্যের অনুরোধে প্রভুপাদগণের অপ্রীতিকর কোন কথা
অসম্ভব নহে। ভরসা করি, প্রভুপাদগণ স্বীয় উদারতাগুণে
অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সমাজগঠন করিতে হইলেই বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন। সা
জিক লোকদিগকে সেই সমস্ত বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হ
সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিকভেদে শাস্ত্র ত্রিবিধ। হিন্দুধ
মধ্যে যে কয়টী সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সা
শাস্ত্রের মতানুসরণ করেন। সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায় যে সক
মত অবলম্বন করিয়া থাকেন অথবা যে সকল স্মৃতি-নিবন্ধে
মতানুবর্ত্তী হন তাঁহাদের সেই সকল মতের অধিকাংশের সহি
বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যে পার্থক্য থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই
অতএব ভক্তিবাদীসাত্বতগণের সহিত জড়কর্ম্মবাদী স্মার্ত্তগণের
ভক্তিবিহীনপাষণ্ডগণের যে চিরবিরোধ, তাহা কেবল এই সাম্প্র
দায়িক অসামঞ্জস্যতার ফল বুঝিতে হইবে। এই জন্যই শাক্ত
বৈষ্ণবে চিরদ্বন্দ্ব। পূর্ব্বকালে বৈদিক সম্প্রদায়িদিগের মধ্যে

পরস্পর বিদ্বেষ ও বিরোধ সংঘটিত হইয়াছিল। অথর্ব্ব পরিশিষ্ট, শতপথ ব্রাহ্মণ, বাজসনেয় সংহিতা, এমন কি মনুসংহিতাতেও এক বৈদিক-সম্প্রদায়ী অন্য বৈদিক সম্প্রদায়ীকে বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং পরস্পর পরস্পরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এরূপ বহুতর প্রমাণ লক্ষিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান কলিকালে এই বৈষ্ণব প্রধান যুগে কর্ম্মবাদী স্মার্ত্তগণ অসূয়া বশতঃ বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া বৈষ্ণবগণকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সংসারাসক্তির প্রাচুর্য্যে স্বার্থপরতার চরমসীমায় উপনীত না হইলে তো লোকের এরূপ বিবেকনাশ ও দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয় না! জানিনা, প্রভুপাদগণ কোন্ ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থ প্রণোদনার ফলে আপনাদের দাসানুদাস বৈষ্ণবগণকে, তাহাদের অতি নিজ-জন হইয়া এরূপ নির্দ্দয়রূপে নির্জ্জিত ও লাঞ্ছিত করিতেছেন? ভক্তি ও ভক্তের মহিমা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং ইহার বিলোপ সাধন সহজ সাধ্য নহে। যতদিন হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিবে যতদিন হিন্দু, হিন্দুধর্ম্মের রীতিনীতি মানিয়া চলিবে ততদিন ভক্তি ও ভক্তের মহিমা ভুবন হইতে বিলুপ্ত হইবে না। ধর্ম্ম ও গুণের আদর চিরকাল আছে এবং থাকিবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস। এই গ্রন্থখানি "শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বিলিখিত" বলিয়া লিখিত হইলেও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীই এই গ্রন্থের নির্মাতা। ইহার টীকাও তাঁহারই লিখিত। লঘুতোষণী টীকার উপসংহারে

টীকাকারের গ্রন্থ পরিচয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীপাদ সনাতনে
প্রণীত গ্রন্থ সমূহের যে তালিকা লিখিয়াছেন তাহাতে দে
যায়—"হরিভক্তিবিলাসস্য তৎটীকা দিক্‌প্রদর্শিনী।"

শ্রীপাদ সনাতন পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাহাতে আব
তিনি শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপানুগৃহীত কৃপাদিষ্ট ও কৃপা
শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের নিকট শ্রীপাদ সনাতনের
বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন,—

"ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম॥
তোমার যৈছে বিষয় তৈছে তার রীতি!
দৈন্য, বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভ
শাস্ত্র প্রচারের নিমিত্ত আদেশ করেন, কিন্তু তথাপি শ্রীপাদ স
তনের হৃদয় নিজের অনুপযোগিতা জ্ঞানে এই ভার গ্রহ
অবসন্ন হয়েন। তাই তিনি পুনশ্চ প্রভুর কৃপাভিক্ষা করে
যথা, শ্রীচরিতামৃতে—

"পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলে বৈষ্ণব স্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানো আচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার॥

সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচ হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও সেই সিদ্ধ হয়ে ॥"

কৃপাময় প্রভু তখন সনাতনের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।—

"প্রভু কহে, যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমায় করাবেন স্ফুরণ ॥"

শ্রীপাদ সনাতন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রেরণায় এবং কৃপা-বেশেই যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন গ্রন্থের উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাসে তিনি অনেকবার সে কথার উল্লেখ করিয়া রাখিয়া-ছেন। যথা—

"তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥"

২য়, বিলাস।

"বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎ প্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচার-প্রবর্ত্তকঃ ॥"

৩য় বিলাস।

শ্রীপাদ সনাতনে শ্রীচৈতন্য প্রবিষ্ট হইয়াই যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ১৯শ বিলাসে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

"শ্রীচৈতন্যং প্রবিষ্টোঽস্মি শরণং সুষ্ঠু যেন হি।
আবিষ্টো যাতি দুষ্টোঽপি প্রতিষ্ঠাং সদভিষ্টুতাম্ ॥"

এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, এই স্মৃতিগ্রন্থখানি ব্যক্তি

বিশেষের স্বকপোল কল্পিত নহে। ইহা স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবানের প্রেরণায় লিখিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থের প্রত্যেক উক্তির প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। আমাদের সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির নিকট কোন কোন বিধান দুরধিগমা হইতে পারে; কিন্তু স্ব-মতাভিমানিত্বের দাম্ভিক প্রণোদনে এই স্মৃতির প্রতি কোনরূপ অবমাননা আরোপিত না হয়, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ শূদ্র, মহৎ ক্ষুদ্র সর্ব্বশ্রেণীর বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণেরই তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বালিঘাই উদ্ধবপুর-সভা, নামে "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সমালোচনী" হইলেও কার্য্যত "বিরোধিনী" বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, সভার ব্যবস্থা-পুস্তকে বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের সর্ব্বতোভাবে মতানুসরণ দৃষ্ট হইতেছে না; বরং সম্পূর্ণ অবমাননাই দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস—বৈষ্ণব স্মৃতি। সুতরাং ইহাতে বৈষ্ণব-ধর্মেরই বিধিব্যবস্থা এবং বৈষ্ণবেরই মহিমা বর্ণিত আছে। ভক্তি ধর্ম্মই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ভক্তি ধর্ম্মে বর্ণ বিশিষ্টতা নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজাদির উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা লইয়া ভক্তি ধর্ম্মে অধিকারী অনধিকারী নির্ণয় নাই। ভক্তিধর্ম্মে মানুষমাত্রেরই অধিকার আছে। শ্রীচরিতামৃতকার বলেন—

"যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার॥"

ভক্তি ধর্ম এরূপ অনুদার নহে যে তুচ্ছ স্থূলদেহের সহিত

ও সামান্য রক্তমাংসের সহিত যাহার সম্বন্ধ এমন জাতীয়তার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম সনাতন ধর্ম। ইহা জগতের সকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট। যাহা ভাগবত ধর্ম্ম তাহা কেবল ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। জগতের সকলেই ইহাতে অধিকারী হইতে পারে। সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ—

"ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুধর্মস্তৎ।
অবিরোধী তু যো ধর্মঃ স ধর্ম্মঃ মুনিপুঙ্গব॥"

যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে বাধা দেয়, তাহা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম নহে। যে ধর্ম্ম অবিরোধী তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন ধর্ম্মকে বাধা দেয় না। বরং সকল ধর্ম্মমতকে ক্রোড়ে লইয়া উদার সনাতন ধর্ম্মের গৌরব স্বরূপে শোভা পায়। সামঞ্জস্য ও উদারতার পরকাষ্ঠা এক বৈষ্ণবধর্ম্মেই লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন ধর্ম্মের প্রতি হিংসা বা দ্বেষ ভাব প্রকাশ করে না, এমন কি প্রতিকূল ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতিও "না নিন্দিবে, না বন্দিবে"—বলিয়া এক মহান্ উদারভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবত্বে কোন অভিমান নাই বলিয়াই এই মহান্ উদরতা দৃষ্ট হয়! যেখানে অভিমান সেইখানেই নিন্দা, অসূয়াদির সৃষ্টি। এইজন্যই আমাদের দয়াল শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার শ্রীচরণানুচর ভক্তগণকে আদেশ করিয়াছেন—

"জাতি বিদ্যা মহত্ত্বঞ্চ ধনযৌবন মেব চ।
যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ পঞ্চৈতে ভক্তিকন্টকাঃ॥"

"আমি শ্রেষ্ঠজাতি কুলীন, আমি বড় বিদ্বান, আমি অতি

মানী, আমি বড় সাধু, আমি বড় ধনী, আমি খুব রূপবান্, এইরূপ জাতি, বিদ্যা, মহত্ত্ব, ধন ও যৌবনের অভিমানকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। কেননা, এই পাঁচটি ভক্তিপথের কন্টক। বিশেষতঃ এই পাঁচটীর মধ্যে জাত্যভিমান, ইহার ন্যায় দুস্ত্যজ্য উচ্চাভিমান আর নাই। ইহা ত্যাগ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু দয়াময় শ্রীভগবান জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য, জাতি কুলাদির অসারত্ব জীবকে বুঝাইবার জন্য অতি নীচকুলে উচ্চাধিকারী ভক্তগণকে জন্মগ্রহণ করান এবং তাহাদের দ্বারা জগতে এক অতি সুমহৎকার্য্য সম্পাদন করান। শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরকে শ্রীল অদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণই ইহার একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত —যে ঠাকুর হরিদাস—

"জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥ (চৈঃ ভাঃ)

কলিযুগে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণাভাব প্রযুক্ত দর্ভময় ব্রাহ্মণ কল্পনা করিতে হয় ; কিন্তু শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু তৎপরিবর্ত্তে সেই শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরকেই উপযুক্ত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ জানিয়া শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিলেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় জাত্যভিমানিদের তাহা দেখিয়া শুনিয়াও চৈতন্যের উদয় হয় না। বৈষ্ণব শাস্ত্রে জাত্যভিমান ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি মহাঅপরাধ জনক কীর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু উদ্ধবপুর সভার অভিনব কোন ব্যবস্থাকার এই বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান অনায়াসে অতিক্রম করিয়া "শূদ্রজাতীয় বৈষ্ণব" বা "হীন জাতীয় বৈষ্ণব" ইত্যাদি বলিতে কুন্ঠিত হন না। যদি "বৈষ্ণব" বলিয়া

বৈষ্ণব সম্মান প্রদান করা হয়, তবে পুনরায় শূদ্রাদি বলিয়া তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি করা অতীব দোষাবহ। যথা—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

এই শ্লোকের টীকাতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"জাতি সামান্যাৎ নীচজাতিরয়মিতি। যদ্বা যথান্যঃ শূদ্রস্তথায়মপীত্যাদি প্রকারেণ সমানজাতিতয়া যো বীক্ষ্যতে।" অর্থাৎ শূদ্র, চণ্ডাল কি শ্বপচকুলোৎপন্ন হইলেও বৈষ্ণবকে ইনি নীচ জাতি, কি অন্য শূদ্রজাতির ন্যায় ইনিও শূদ্র ইত্যাদি জাতিবুদ্ধি করিলে নিশ্চয়ই নরক গমন করিতে হয়। আবার পদ্মপুরাণে আছে—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিঃ * * * বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥" অর্থাৎ যাহারা শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, গুরুদেবে নরবুদ্ধি এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে তাহারা নারকী; সুতরাং প্রায়শ্চিত্তার্হ। এস্থলে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি যে কেবল সংসারত্যাগী বৈষ্ণব সম্বন্ধেই নিষিদ্ধ তাহা নহে, যাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব তাঁহাদের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। কারণ, বৈষ্ণবের মধ্যে যেরূপ বর্ণ বা জাতির আগ্রহ নাই সেরূপ আশ্রম সম্বন্ধেও আগ্রহ নাই। যথা—"এতে যত্র তত্রাশ্রমে বসন্" ভাঃ ১১ স্কন্ধ, কিম্বা ৭ম স্কন্ধ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে গৃহী-ন্যাসী এরূপ যখন ভেদ নির্দেশ নাই তখন বৈষ্ণবমাত্রেই জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ, ইহাই শাস্ত্রযুক্তি। বৃহস্পতি

বলিয়াছেন,—শাস্ত্র বিচার অপেক্ষা যুক্তি বিচারই শ্রেষ্ঠ। যথা—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থ নির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥"

সে যাহা হউক বৈষ্ণব, শূদ্রাদি নীচ কুলোৎপন্ন হইলেও তাঁহার সেই দুর্জ্জাতিত্ব এক ভক্তি প্রভাবেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যথা-

"ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকান্নপি সম্ভবাৎ।" শ্রীভা ১১

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন "সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপি পুনাতি" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিষ্ঠা পূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে সে চণ্ডালাদি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকে।"

সুতরাং চণ্ডাল বৈষ্ণব হইলে, তিনি যদি চণ্ডাল জাতিই থাকেন, তবে তিনি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইবেন কিরূপে? অতএব শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রায় এই, চণ্ডালও বৈষ্ণব হইলে তিনি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া অবশ্যই নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতিত্ব লাভ করিবেন।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও ভক্তি সন্দর্ভে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। যথা—

বৈষ্ণবমাত্রাণাঞ্চ যথাযোগ্যমারাধনং যথা—ইতিহাস সমুচ্চয়ে—

"তস্মাৎ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণু স্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥"

ব্যতিরেকেণাপি পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥"

অর্থাৎ মনুষ্যগণের পক্ষে বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধনা কর্ত্তব্য। ইতিহাস সমুচ্চয়ে লেখা আছে—বিষ্ণু-প্রসাদনের নিমিত্ত বৈষ্ণবের তুষ্টিসাধন করিতে হইবে। বৈষ্ণব তুষ্ট হইলেই বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ইহাতে সংশয় নাই। আবার পাদ্মোত্তর খণ্ডে ব্যতিরেক প্রমাণদ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ বলেন, শ্রীগোবিন্দকে অর্চ্চনা করিয়াও যে তদীয়গণের অর্চ্চনা না করে তাহাকে ভাগবত বলা যায় না। সে দাম্ভিক মাত্র। পৃথুরাজ অতি নীচকুলোদ্ভব হইলেও তাঁহার আদেশ সর্বত্রই পরিচালিত হইত। তিনি সপ্তদ্বীপের একছত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যথা—

‘সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক-দণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকলাদন্যত্রাচ্যুত-গোত্রতঃ॥”

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—'ইতি শ্রীপৃথুচরিতানুসারেণ যৎকিঞ্চিৎ জাতাবপ্যুত্তমত্বমেব মন্তব্যম্।' অর্থাৎ শ্রীপৃথুচরিতানুসারে বিচার করিয়া দেখা যায়, যে-সে কুলে জন্ম হউক না কেন, বৈষ্ণব হইলে জাতিতেও উত্তমত্ব লাভ করিবে, ইহাই মন্তব্য। অতঃপরে তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন। তদ্‌যথা—

‘যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥”

শ্রীভাঃ ৭ম স্কন্ধ।

অর্থাৎ শাস্ত্রে বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে যদি অন্যত্রও সেই লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহাকেও তৎবর্ণ সদৃশ বলিয়া

নির্দ্দেশ করিবে। পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব হয় তবে তাহাকে শ্বপচের ন্যায় মনে করিবে. অপর পক্ষে চতুর্ব্বর্ণের বাহিরের লোকও যদি বৈষ্ণব হয়েন তিনিও ভুবন পাবনে সমর্থ।"

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, তবে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে "যন্নামধেয়" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" অর্থাৎ কুক্কুর মাংসভোজী চণ্ডালের সবন-যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া, তাহার স্বয়ং সোমযাগ করিবার অধিকার লাভের জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা নির্দ্দেশ করিলেন কেন? আরও আপত্তি হইতে পারে, বৈষ্ণবকে যখন কর্ম্মবন্ধন জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; যথা—

"ন কর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষ মাহুর্মনীষিণঃ ॥"

হঃ ভঃ বিঃ ধৃতঃ পদ্ম পুরাণ বচন

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধন নাই, সুতরাং কর্ম্মবন্ধন জন্য পুনর্জ্জন্মও নাই। তাঁহারা জীবনান্তে হরিদাস্যরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

তবে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভগবদ্ভক্তকে স্বয়ং সোমযাগ করিবার নিমিত্ত পুনর্জ্জন্মের অপেক্ষা নির্দ্দেশ করিলেন কেন? এই বিরুদ্ধ

ভাবের মীমাংসা এই যে, ভগবানের নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কোন একটী ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে সবন-যোগ্যতা প্রতিকূল প্রারব্ধ পাপাদি নাশ হওয়ায় চণ্ডালও সোমযাগ করিবার অধিকার লাভ করিয়া সোমযাজীর ন্যায় পূজনীয় হন। কিন্তু অধিকার লাভ করিলেও তিনি তাহা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ ভক্তি-বিষয়ে সোমযাগাদি বৈদিককর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা হয় না। সোমযাগাদি ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবজাতির কর্ত্তব্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তির অনুশীলন। সুতরাং বৈষ্ণব তাদৃশ কর্ম্ম-কাণ্ডের জঞ্জালে যাইবেন কেন? শ্রুতি বলেন—

"প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি॥ মুণ্ডকে।

অর্থাৎ অষ্টাদশ ঋত্বিকযুক্ত যে যজ্ঞরূপীকর্ম্ম তাহা সংসার নিস্তারের অদৃঢ় নৌকা। যে সকল মূঢ়জন তাহাকে দৃঢ়সাধনরূপ জ্ঞান করে, তাহারা জরা ও মৃত্যুকে পুনঃপুনঃ প্রাপ্ত হয়।

অতএব যাহার স্পর্শ দূরে থাকুক, কেবল দর্শন মাত্র যজ্ঞ পণ্ড হয়, সেই চণ্ডালও 'ক্বচিৎ' শ্রীনাম কীর্ত্তন শ্রবণ মাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোমযাগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদ্‌যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াও সেই শ্রবণকীর্ত্তনময়ী ভক্তির অনুশীলন না করিয়া যদি সেই বৈদিক-কর্ম্ম করণে আসক্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে ভক্তি-শৈথিল্য ও কর্ম্মাভিনিবেশ জন্য তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মজালে জড়িত

হইতে হইবে এবং সোমযাগে কেবল ব্রাহ্মণ জাতির অধিকার থাকা প্রযুক্ত সেই কর্ম্মাসক্ত ভক্তকে শৌক্র-সাবিত্র্যের অভাব হেতু অবশ্যই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের জন্মান্তর নাই। বিশেষতঃ সোমযাগ-বিষয়েই জন্মান্তর অপেক্ষা হইতে পারে, কিন্তু দীক্ষার্চ্চনাদি শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনে ভক্তকে জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহা ভক্তিশাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে, ইহা স্মার্ত্ত-বাগীশগণের দাম্ভিক উক্তি মাত্র। পরন্তু 'ক্বচিৎ' বা 'সকৃৎ' নাম উচ্চারণকারী শ্বপচও তৎক্ষণাৎ সবন-যোগ্যতা লাভ করিয়া পরজন্মে তাহা স্বয়ং করিবার অধিকারী হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি নাম-নিষ্ঠ—পুনঃপুনঃ ভগবানের নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তিনি সোম-যাগ কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। পরবর্ত্তী শ্লোকেই তাহা স্পষ্ট ঘোষিত হইয়াছে। যথা—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" ৩।৩৩।৭

দেবহূতি শ্রীকপিলদেবকে কহিলেন—হে প্রভো! অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বিরাজ করে, (অসম্পূর্ণ ও অব্যক্তরূপে উচ্চারিত হইলেও) সে ব্যক্তি যদি শ্বপচ হয় তাহা হইলে আমরা ব্রাহ্মণ,—আমাদের হইতেও অতি শ্রেষ্ঠ। তাহার কারণ, নামগ্রাহী ব্যক্তিরা ইহজন্মে কোন কারণে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে সদ্বিপ্র-

রূপে শাস্ত্রোক্ত সমূহ তপস্যা করিয়াছিলেন, বেদোক্ত সমূহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বতীর্থে স্নান করা হইয়াছে, সমস্ত সদাচার আচরণ করা হইয়াছে এবং সমগ্র সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করা হইয়াছে। "গৃণন্তি" এই ক্রিয়াপদে, যে সকল ব্যক্তি বর্ত্তমান নাম গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে এবং "তেপুঃ" ইত্যাদি ভূতকালে এই জন্মের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ থাকিয়া তপস্যাদি সমূহ কার্য্য করিয়াছেন, বর্ত্তমানে শ্রীহরিনাম করিতেছেন। তাই শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—

"জন্মান্তরে তৈ স্তপহোমাদি সর্ব্বং কৃতমস্তীতি।"

অতএব সকৃৎ বা কদাচিৎ নামগ্রাহী সাধকের পক্ষে সোমযাগাদি বৈদিক কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত জন্মান্তরের অপেক্ষা সূচিত হইতে পারে, কিন্তু নামনিষ্ঠ সাধক বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে উক্ত বৈদিক কর্ম্মাদি ভক্তির অনুকূলে করিবার প্রয়োজন হইলে অবশ্যই ইহজন্মে স্বয়ং করিতে পারেন। এই পরমার্থ বিচারে শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে যথার্থ ব্রাহ্মণ-লক্ষণে ভূষিত লক্ষ্য করিয়া শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করেন। ইহাতে শ্রীহরিদাস ঠাকুর সঙ্কুচিত হইলে শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"আচার্য্য কহেন তুমি না করিও ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইল ভোজন॥"

অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবকে ভক্ত্যঙ্গ যজন-যাজনের নিমিত্ত যে

জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হইবে, "পূর্ব্বপক্ষকারের এ
সিদ্ধান্ত, বাতুলের প্রলাপ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ভ
শাস্ত্রে তাঁহার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস থাকিলে, তিনি কদাচ এরূপ ভ
বিরোধিনী কথা বলিতে সাহসী হইতেন না।

যাহা হউক এক্ষণে এই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণত্ব ল
করিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞাদি করিবার অধিকার লাভ করিতে হই
তাহাকে "শৌক্র সাবিত্র্য" জন্মের অপেক্ষা করিতে হইবে। কি
বৈষ্ণবত্ব লাভ করিয়া বৈষ্ণব কার্য্য করিবার অধিকার লাভ করি
হইলে কেবল বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রয়োজন। কারণ, বৈষ্ণবী দী
প্রভাবেই বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীহরিভক্তি বিলা
ভগবদ্ভক্ত মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শ্রীগরুড় পুরাণের বচন। যথা—

"কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণাঞ্চ ধুরন্ধরঃ॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন-
"ভাগবতং" নাম "বৈষ্ণব" ইতি নাম। যথা শ্রীকৃষ্ণদাসেত্যা
সংজ্ঞাপি। তথাপি দীক্ষয়ৈব তাদৃশ নামোৎপত্ত্যা ভগবদ্ভক্তং সি
মেব। যদ্বা নামমাত্রেণ তাদৃশ মাহাত্ম্যং কিং পুনরাচারাদিনেত্যর্থঃ
অর্থাৎ এই কলিযুগে যে ব্যক্তি "বৈষ্ণব" সংজ্ঞা অথবা দীক্ষাদ্বা
শ্রীকৃষ্ণদাস ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন তাঁহার জননী প্রকৃত পুত্রব
এবং সে ব্যক্তি পিতৃগণের ধুরন্ধর হইয়া থাকে। দীক্ষা দ্বা
শ্রীকৃষ্ণদাসাদি নামের উৎপত্তি হয় বলিয়া ভগবদ্ভক্তত্ব (বৈষ্ণবত্ব
তদ্দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব কেবল "বৈষ্ণব" এই নামে

যখন এরূপ মাহাত্ম্য তখন বৈষ্ণবাচারাদি সম্পন্ন হইলে কি যে মাহাত্ম্য তাহা কে বলিতে পারে? আরও দীক্ষা প্রকরণে আছে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

হঃ ভঃ বিঃ, তত্ত্বসাগর বচন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা।" অর্থাৎ রসের বিধান অনুসারে যেমন কাংস্যও খনিজাত স্বর্ণের ন্যায় বর্ণে গুণে ও মূল্যে তুল্যতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্যমাত্রেই যথাবিধানে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিলে দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা প্রাপ্ত হয়।"

এ স্থলে এই "বিপ্রতা" প্রাপ্ত হয় বলায়, বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণব মাত্রেই তখন বেদপাঠে অধিকারী হন। কারণ, "বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রঃ এই বচনই উক্ত বিপ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি। অতএব বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে নরমাত্রেই যে বেদ পাঠে অধিকারী হইতে পারেন তাহা এক্ষণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। পুনশ্চ কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংভুবঃ॥"

অর্থাৎ ময়ুরধ্বজ প্রদেশে অন্ত্যজ জাতিও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বৈষ্ণবত্ব লাভে জাতি বর্ণের অপেক্ষা নাই। একজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবাচারী হইলে যেরূপ

সম্মানার্হ হইবেন, একজন চণ্ডালও বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিয়া অকপট বৈষ্ণবাচারী হইলে অবশ্যই সেইরূপ সম্মানিত হইবেন। ভক্তির তারতম্যানুসারে বৈষ্ণবত্বের যে তারতম্য আছে তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। পরন্তু ভক্তি বিষয়ে তাঁহারা উভয়েই তুল্যাধিকার লাভ করিবেন. ইহাই উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহত্ত্ব। শাস্ত্রে আছে—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥"

হঃ ভঃ বি ধৃত স্কান্দ বচন।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কি অন্ত্যজ যে কোন জাতিই হউক না কেন হরিভক্তি-পরায়ণ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। এমন কি প্রলয়াপদেও তাঁহাদের সে শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হয় না।

কই, জাতিবর্ণের তারতম্যানুসারে এমন কোন কথা বলেন নাই তো যে, ব্রাহ্মণ জাতীয় বৈষ্ণব উত্তম, ক্ষত্রিয় জাতীয় বৈষ্ণব মধ্যম আর শূদ্র জাতীয় বৈষ্ণব নিকৃষ্ট বা অধম। সনাতন ভাগবত ধর্ম্মে এরূপ অনুদারতা বা সঙ্কীর্ণতা থাকতে পারে না। তাই বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, আদর্শধর্ম্ম।

শাস্ত্রে আরও দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ যেমন ভাগবতী তনু, বৈষ্ণবও সেইরূপ ভাগবতী তনু। যথা হরিভক্তি সুধোদয়ে—

'তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রা স্তথা দ্বয়ম্।
মদ্ভক্তা শ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥

তীর্থ, অশ্বত্থতরু, গো, বিপ্র ও বৈষ্ণব এই পাঁচটি (ভগবান বলিতেছেন) আমার তনু।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপৃথুরাজ চরিত্র প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"

শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থকার এই শ্লোকের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই—

"পৃথুমহারাজ শক্ত্যাবেশ অবতার।
শ্রীমুখে কহিলা শুন রহস্য তাহার॥
সর্ব্বত্র শাসনে মুক্রি হই দণ্ডধৃক্।
বিনা যে অচ্যুত গোত্র বৈষ্ণব সর্ব্বাধিক॥
অতএব হরিভক্ত বর্ণবাহ্য হয়।
নীচ উচ্চ জাতি সব কৃষ্ণ ২ সুনয়॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব স্থানে সাবধান হৈতে।
পূর্ব্বাপর কহে শাস্ত্রে দুইমত তন্ত্রে॥
বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে।
ইহা বুঝহ অন্য বর্ণ যে বৈষ্ণবে॥
পণ্ডিত যে হইবে উহা বুঝিবে বিচারি।
মূর্খ কুতার্কিক জন নহে অধিকারী॥"

অতএব ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈষ্ণবও যে ধর্ম্মোৎপন্ন একটী পবিত্র বর্ণ তাহা এই সকল বচনদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অতএব ব্রাহ্মণ হইলেই যে তিনি বৈষ্ণব পদবাচ্য হইবেন তাহা কদাচ হইতে পারেনা। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব-সদাচার পালন করিলেও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে তবে তিনি বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইবেন

শাস্ত্রে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নীচকুলোদ্ভব বৈষ্ণবের ম
অধিক বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—শ্রীনারদীয় পুরাণে—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ।"

অতএব ভক্তিধর্ম্মে জাতি পূজ্য নহে, বৈষ্ণবত্বই পূজ্য
এ শাস্ত্রযুক্তি যে কেবল বৈষ্ণবপক্ষে আছে, তাহা নহে, ব্রাহ্ম
পক্ষেও ভুরি ভুরি দৃষ্ট হয়। যথা গৌতমসংহিতায়—

"ন জাতি পূজ্যতে রাজন্! গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

অর্থাৎ হে রাজন! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকার
চণ্ডালও যদি বৃত্তস্থ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাচার পরায়ণ হ
দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাত হয়েন। এইজন্য
স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।"

অতঃপর মহাভারতে বনপর্ব্বে অজগর যুধিষ্ঠির সংবাদে উ
হইয়াছে—

"শূদ্রে তু যদ্‌ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ শূদ্রের যাহা চিহ্ন তাহা কখনই ব্রাহ্মণে থাকি
পারেনা। শূদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই শূদ্র হয় তাহা
নহে, এইরূপ ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হ

তাহা নহে, হে সর্প! আমি যে কয়টী গুণের কথা বলিলাম সেই সকল গুণ যদি শূদ্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও কেহ ঐ কয়টি গুণ-ভাজন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।”

এতদ্বিষয়ক প্রমাণ মহাভারতের অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—“চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।” অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন— “গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।” এই শ্লোকের অনেকে ব্যাখ্যান্তর করিয়া বলেন যে, সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ চারিবর্ণের আত্মা চারি প্রকার করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আত্মা সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের রজঃ প্রধান, বৈশ্যের রজস্তমঃ প্রধান এবং শূদ্রের আত্মা তমঃপ্রধান। ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। আত্মা গুণাতীত পদার্থ তাহা গীতাতেই উক্ত হইয়াছে। (১৪অঃ১৯) গুণাদি জীবের জন্মগত নহে, সাধনাদি উৎকৃষ্ট উপায় দ্বারা তাহাদের এই সকল গুণ লব্ধ হইয়া থাকে। এই সকল গুণাদি মনুষ্যের জন্মগত হইলে আর জ্ঞানপ্রাপ্তির আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। অতএব জাতি-নির্ব্বিশেষে যিনিই সত্ত্বগুণ প্রধান হইবেন, তিনিই প্রধান হইবেন—তিনিই ব্রাহ্মণ হইবেন। ইহা “সর্ব্বভূতে সমদর্শী” ভগবৎ কথিত ভাগবতধর্ম্ম।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসমাজে গুণের আদর ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর বর্ণ হইতে সদ্বৃত্ত ব্যক্তিগণকে স্বীয়সমাজে অনায়াসে গ্রহণ করিতেন।

এ বিষয়ে বিশ্বামিত্র, আর্ষ্টিসেন, জাবাল, দেবাপি প্রভৃতি উত্তম উদাহরণ স্থল। তাঁহারা অন্যবর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা আছে "অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজা অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। "গর্গাচ্ছিনি স্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্‌ব্রহ্ম হ্যবর্ত্তত"—গর্গ হইতে শিনি ও গার্গ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই গার্গ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে আছে "উরু-ক্ষয়সুতাঃ হেতে সর্ব্বে ব্রাহ্মণতাং গতাঃ।" উরুক্ষয়ের ত্রয্যারুণ, পুষ্করী ও কপী নামক পুত্রত্রয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। **বিষ্ণুপুরাণে** আছে—"গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।" অর্থাৎ গৃৎসমদের পুত্র শৌনক হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির জন্ম হয়। আরও **হরিবংশে** দেখুন—"নাভাগারিষ্ট-পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ"—নাভাগারিষ্টের বৈশ্য পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শূদ্রও যে বৃত্তস্থ হইলে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে পারে, তাহার বিধি মহাভারতের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। বনপর্ব্বে আছে—

"যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥"

অতএব যখন বিধি আছে, তখন অবশ্যই দৃষ্টান্তও আছে।

এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিতে গেলে একটি বৃহৎ পুস্তক হইয়া যায়! আবার সে সকল বিষয় এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

এইজন্যই শ্রীমহাপ্রভু এই মতের পোষণ করিয়া শ্রীভগবদ্‌
জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং ভগবৎ জ্ঞানীকেই
উপাসনাদি কার্য্যের অধিকার দিয়াছেন।* যাঁহার ব্রাহ্মণত্ব
আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ, যজ্ঞোপবীতধারী ভগবদ্‌জ্ঞান বর্জ্জিত
ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নহে এবং হইতেও পারেনা। এই ব্রাহ্মণ
পদলাভ কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্র ধারণ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।
যজ্ঞসূত্র ধারণের উদ্দেশ্য কি? ব্রহ্মোপনিষদে বর্ণিত আছে—

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরংপদম্।
তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ

অর্থাৎ পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র।
যিনি এই সূত্রের যথার্থ মর্ম্ম জানেন তিনিই বিপ্র, তিনিই বেদজ্ঞ।
অতএব যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন না, কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণেরই
গর্ব করেন, অত্রি সংহিতায় তাঁহার বিশেষ নিন্দা আছে। অত্রি ধর্ম
ও প্রকৃতি অনুসারে দশ প্রকার ব্রাহ্মণ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"দেবো মুনি র্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু র্ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রাঃ দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

ইহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকারই ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য। অবশিষ্ট
নিন্দিত। উল্লিখিত প্রমাণে এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত
হইতে পারি যে, কেবল ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হইবে এমন নহে;

*পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী প্রণীত 'বৈষ্ণব-বিবৃতি'
নামক গ্রন্থে বৈষ্ণবের এই বিপ্রতুল্যতা সম্বন্ধে বৈদিক সিদ্ধান্ত
বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণত হইবেনই কারণ তাঁহাতে পূর্ব্ব আর্য ঋষি শোণিত সম্পর্ক আছে। পরন্তু সত্ত্বগুণপ্রধান স্বভাব হইলে শূদ্রের পুত্রও ব্রাহ্মণ হইবেন এবং তাঁহার সেই সিদ্ধ-শোণিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-শোণিত সম্পর্ক হেতু তাঁহার বংশধরগণও ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মানিত হইবেন। এইরূপ সিদ্ধ বৈষ্ণবের বংশধরগণও পূর্বশক্তির জন্য মান্য।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণের এই ব্রাহ্মণত্বলাভ তপস্যাদি অপেক্ষাও ভক্তিধর্মের আশ্রয়ে যে অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, কলি-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাহা বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর আমরা মূল বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি—শ্রীহরিভক্তি-বিলাস যখন বৈষ্ণবস্মৃতি, তখন তাহার দীক্ষা প্রকরণে দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই বৈষ্ণবপর বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব ভাগবত ধর্ম্মে গুরুলক্ষণ যুক্ত উপযুক্ত ভগবৎভক্তই গুরুপদ বাচ্য। তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন বৈষ্ণব হন উত্তম, না হয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন কুলোৎপন্ন গুরুযোগ্য বৈষ্ণবও দীক্ষাদানে অধিকারী হইবেন। ইহাই বৈষ্ণবস্মৃতির মুখ্য তাৎপর্য্য। কিন্তু পূর্বপক্ষ নিরসনকার বলেন, "একমাত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই দীক্ষাদানে মুখ্যাধিকারী।" এরূপ ব্যবস্থা কদাচ সমীচীন হইতে পারে না।

ব্রাহ্মণই সমাজের পরিচালক ও আদর্শ, এজন্য ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রের সমস্ত বিধান প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার ভাগবত-ধর্ম্মের অনুকূলে সেই সকল শাস্ত্র হইতে

বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাই আলোচনা পূর্ব্বক কদাচিৎ স্বকৃত কারিকাদ্বারা মীমাংসা করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের জন্য বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সেইসকল উদ্ধৃতবচনে ব্রাহ্মণ শব্দ দৃষ্ট হইলেই যে বুঝিতে হইবে ব্রাহ্মণই এই কার্য্যের অধিকারী আর ব্রাহ্মণভিন্ন বর্ণোৎপন্ন বৈষ্ণব অধিকারী নহে, এরূপ একদেশ দর্শিতা মূলক সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবস্মৃতির হইতে পারে না এবং স্মৃতিকারের উদ্দেশ্য তাহা নহে। দীক্ষা বিধানে গুরূপসত্তিতে সদ্‌গুরু আশ্রয় করিবে এরূপ উক্তি আছে। "পূর্ব্বপক্ষকার" "সৎ" শব্দে কেবল সদ্ব্রাহ্মণই বুঝিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে সদ্‌বৈষ্ণব বুঝিতে বাধা কি? তারপর গুরূপসত্তিতে অর্থাৎ কিরূপে গুরু আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের এই যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন— "পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে, শমো মোক্ষস্তদুপরি বর্তত ইত্যুপশমো ভক্তি-যোগস্তদাশ্রয়ং সদা শ্রবণ কীর্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণববরমিত্যর্থঃ।"

অতএব সদ্‌বৈষ্ণবই যে দীক্ষাদানে অধিকারী এবং ইহাই যে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মত, তাহা টীকাকার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষকার "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং" এই বাক্যে শূদ্রাদির বেদাধিকার না থাকার কথা তুলিয়া উক্ত বাক্যে ব্রাহ্মণকেই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে

যে, বৈষ্ণবী দীক্ষালাভ করিলে শূদ্রাদিও বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইতে পারে। স্বয়ং বেদই কি বলিয়াছেন দেখুন—

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায়চ॥"

যজুর্বেদ ২৬।২

আবার উপনিষদেও শূদ্রের নিকট ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার এবং মহাভারতে ব্যাধের নিকট ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশিক্ষার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তুলাধার হইতে জাবালমুনি এবং ধর্ম্মদাস ব্যাধ হইতে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু যাহাতে সম্যক্ মানবধর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে, সেই স্মৃতিপ্রধান মনুসংহিতা বলিয়াছেন—

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন—"শ্রদ্দধান ইতি। শ্রদ্ধাযুক্তঃ শুভাং দৃষ্টিশক্তিং গারুড়াদি বিদ্যাং অবরাৎ শূদ্রাদপি গৃহ্লীয়াৎ অন্তশ্চণ্ডালঃ তস্মাদপি জাতিস্মরাদের্বিহিত যোগপ্রকর্ষাৎ দুষ্কৃত-শেষোপভোগার্থমবাপ্তচাণ্ডালজন্মনঃ পরং ধর্ম মোক্ষোপায়মাত্মজ্ঞানমাদদীত, তথা মোক্ষমেবোপক্রম্য মোক্ষধর্মে প্রাপ্য জ্ঞানং ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যাৎ শূদ্রাদপি নীচাদভীক্ষ্ণ শ্রদ্ধাতব্যমিতি।"

অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শুভ গারুড়াদি বিদ্যা শূদ্রাদি হইতেও গ্রহণ করিবে, এমন কি অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরধর্ম অর্থাৎ

মোক্ষ পর্যন্ত আত্মজ্ঞান গ্রহণ করিবে। তবে এখন কথা এই চণ্ডাল হইতে মোক্ষোপায় আত্মজ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তন্নিমিত্ত কহিতেছেন—সেই চণ্ডাল জাতিস্মর বিহিত যোগ প্রকর্ষ লাভ করিয়া দুষ্কৃত শেষ উপভোগের নিমিত্ত চণ্ডাল জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই প্রকার মোক্ষ উপক্রম করিয়া মোক্ষধর্ম্মে প্রাপ্য জ্ঞানকে ব্রাহ্মণ হইতে, ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য হইতে এবং শূদ্র হইতেও নীচ হইতে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

অতএব এক্ষণে বুঝা যাইতেছে—শিষ্যের সংশয় নিবারণ করিবার উপযোগী যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আছে তাদৃশ সদ্বৈষ্ণবই গুরুপদ বাচ্য। টীকাকারের ইহাই অভিমত। যথা—তত্ত্বজ্ঞানং—অন্যথা সংশয় নিরাসত্বা-যোগ্যত্বাৎ।

অনন্তর শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেরই যে দীক্ষাদানে অধিকার আছে, তাহা "ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্বেবিষ্বনু-গ্রহম্। এবং ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ॥" ইত্যাদি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের বচনদ্বারা সামান্যভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গুরু-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু, ইহা বর্ণী সমাজে কে অস্বীকার করিবে! অতএব বর্ণসমাজ স্বদেশে বিদেশে অন্বেষণ করিয়া গুরুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষিত হইবেন। এ বিধান ভাগবত ধর্ম্মের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে বলিয়া বৈষ্ণবস্মৃতি নিবন্ধকার পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া পরবর্তী শ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু, যাঁহাকে স্বদেশ বিদেশ খুঁজিয়া গুরু করিতে

হইবে তিনি অবৈষ্ণব হইলে ভাগবতধর্ম্মে তাঁহার দীক্ষাদানে অধিকার নাই! কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যদি মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হন, তবেই তিনি ভাগবতধর্ম্ম মতে সকল বর্ণের গুরু হইবার যোগ্য হইবেন। নতুবা ব্রাহ্মণ হইলেই ভাগবতধর্ম্মে গুরু হইতে পারেন না। বৈষ্ণবস্মৃতিকারের ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার, এই স্থলে বৈষ্ণবের যে লক্ষণ সামান্যভাবে নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এই—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজা পরায়ণ হইয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। অতএব শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত সকল বৈষ্ণবই ভাগবতধর্ম্মমতে গুরুর যোগ্য। তা তিনি যে কোন বর্ণোৎপন্ন হউন না কেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

আরও দেখিতে হইবে শ্রীহরিভক্তি বিলাসে শাস্ত্রবাক্য, পরবাক্য ও নিজবাক্য এই ত্রিবিধ বাক্যভেদ রহিয়াছে। এই ভেদ বিচার না করিয়া যাঁহারা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দোহাই দিয়া মত প্রচার করেন, তাহারা যে ঘোর ভ্রান্ত তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সকল প্রকরণে প্রথম স্মার্তমত বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে, পরিশেষে নিজমত স্থাপন করা হইয়াছে। স্মার্তধর্মনিষ্ঠ বৈষ্ণবদ্বেষী পণ্ডিতগণ ঐ সকল স্মার্তমতকে বৈষ্ণবমত বলিয়া পরমার্থ নাশে যত্নপর হইয়া থাকেন। পূর্বপক্ষ নিরসনকার এই ভ্রান্ত মতের অনুবর্ত্তী হইয়াই বৈষ্ণব সমাজের অঙ্গে

কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে সে কলঙ্কের কালি যে নিজের মুখেও লাগিবে তাহা গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শুদ্ধ বৈষ্ণবমত আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন যুক্তি তর্ক নাই। কিন্তু ভক্তিসন্দর্ভে যুক্তিতর্ক-বিজ্ঞান-বিচারসহ পরমার্থ ভক্তিমার্গ নিরূপিত হইয়াছে। এই দুই ভক্তিগ্রন্থেই শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত "তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত" ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমদীপিকার বচনটী উদ্ধৃত হয় নাই। কেন হয় নাই ?—তাহা বিচার করিলে দেখা যায় ঐ বচনটী সকামপর, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের বাক্য সর্বসম্মত এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুকূল।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে, শ্রীগুরুলক্ষণে "অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধ" ইত্যাদি ৩২ সংখ্যা শ্লোক হইতে "মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ" ইত্যাদি ৩৯ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত স্মার্তমত উদ্ধৃত করিয়া ৪০ সংখ্যক শ্লোকে নিজমত স্থাপন করিয়াছেন যথা—

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ ইতি॥ ৪০॥

টীকাকার লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণোঽপি সৎকুল ধর্মাধ্যয়নাদিনা প্রখ্যাতোঽপি অবৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি গুরুর্ন ভবতীতি সর্বত্রাপবাদং লিখতি—মহাকুলেতি। কুলে মহতি জাতোঽপীতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অতত্রবোক্তং—পঞ্চরাত্রে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥ ইতি॥

ইতি শব্দপ্রয়োগোঽত্রোদাহৃতানামন্যত্রস্থিত বচনানাং প্রায়ো নিজ-গ্রন্থবচনতো ব্যবচ্ছেদার্থম্ । এবমগ্রেঽপ্যন্যত্র, যদ্যপি প্রতি-প্রকরণান্তে উদাহৃত তত্তচ্ছাস্ত্রবচনান্তে চ সর্বত্রেতি-শব্দো যুজ্যেত।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সংকুলপ্রসূত, ধর্ম্মাধ্যয়নাদিগুণযুক্ত ও প্রখ্যাত হইলেও যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে শ্রীগুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। এইরূপ সর্ব্বত্রই বিশেষ বিধি লিখিত হইয়াছে। অতএব নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—অবৈষ্ণব উপদিষ্ট মন্ত্রগ্রহণে নরকে পতিত হইতে হয়, সুতরাং সম্যক্ বিধিদ্বারা বৈষ্ণবগুরুর নিকট পুনর্বার বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবে। "ইতি" শব্দপ্রয়োগ. এস্থলে উদাহৃত অন্যত্র বচনসমূহের প্রায়, নিজগ্রন্থ-বচন হইতে ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত জানিতে হইবে। যদিও প্রতিপ্রকরণান্তে উদাহৃত সেই সেই শাস্ত্রের বচনান্তে সর্ব্বত্র "ইতি" শব্দযুক্ত আছে, তথাপি সেই সেই প্রকরণের বিচ্ছেদ পরবাক্য ও নিজবাক্য, প্রকরণে অবিচ্ছেদভাবে থাকায় 'ইতি' শব্দদ্বারা নিজবাক্যের বিচ্ছেদ নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ পরিভাষা অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে 'ইতি' শব্দে পরমত-বচন বিচ্ছেদ করিয়া নিজমতানুকূল বচন লিখিতেছেন—

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৪১ ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ (নরমাত্রেই) জীবমাত্রেই বৈষ্ণব নামে অভিহিত ; তদ্ভিন্ন জীব অবৈষ্ণব পরিগণিত শবরী প্রভৃতি স্ত্রীজাতি, হনুমান জাম্বুবান প্রভৃতি পশুজাতি, গরুড়

সম্পাতি প্রভৃতি পক্ষীজাতিকেও শাস্ত্রে বৈষ্ণব বলায় এস্থলে নর শব্দে জীবমাত্রকেই বুঝাইতেছে। অতএব উক্ত ৪০ সংখ্যক শ্লোকে ইতিশব্দে স্মার্ত্তমতের বিচ্ছেদ করিয়া স্বমতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতে বৈষ্ণব নরমাত্রেই মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু, ইহাই এই গুরুপসত্তি প্রকরণের উপসংহার। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে উপশমাশ্রয় শাস্ত্রানুভবী কৃষ্ণানুভবী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দীক্ষাগুরু বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কই তাহাতে বর্ণাশ্রমের বিচার উল্লিখিত হয় নাই তো? আরও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীগুরু প্রকরণে শ্রবণ-গুরু, ভজন শিক্ষাগুরু, অন্তর্যামী গুরু ও মন্ত্রগুরু এই চতুর্ধা গুরু বিচারে মন্ত্রগুরু নির্দেশ করিতেছেন—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥

টীকা—অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ। আগমো মন্ত্রবিধিশাস্ত্রম্। অস্যৈকত্বম্ একবচনেন বোধ্যতে। "বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটিকৃতম্। গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥" ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদৌ তত্ত্যাগনিষেধ্যাৎ। তদপরিতোষেণৈবান্যো গুরুঃ ক্রিয়তে। ততোঽনেক গুরুকরণে পূর্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণেত্যাদি বচনদ্বারাপি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বোধিতম্। অবৈষ্ণবো-পদিষ্টেন মন্ত্রেণেত্যাদি।

অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রদাতাগুরু এক। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে— "শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া এবং গুরুদেব কর্তৃক মন্ত্রবিধিশাস্ত্র দৃষ্ট করিয়া নিজাভীষ্ট-

শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ মহাপুরুষ শ্রীহরিকে অর্চনা করিবে। এস্থলে আচার্য্য শব্দে একবচনের বিভক্তি প্রয়োগ থাকায় দীক্ষাগুরুর একত্ব বোধিত হইয়াছে। যাহারা কলুষিত জ্ঞানের দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়া গুরুত্যাগ করে, তাহাদের গুরুত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীহরি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্ম বৈবর্ত্তাদি বচনে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু অনের গুরুকরণে পূর্ব্বগুরু ত্যাগও শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে বিশেষ বিধি-বচনদ্বারা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বোধিত হইয়াছে। যথা—অবৈষ্ণব গুরুত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব গুরু করিবে।

অতএব ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীগুরু প্রকরণে বর্ণাশ্রম জাত্যাদির কোন বিশেষ উল্লেখ হয় নাই তো? কেবল অবৈষ্ণব গুরুত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে এই কথাই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীহরিভক্তিবিলাসের নিজবাক্যে কেবল বৈষ্ণব নরমাত্র উল্লেখ থাকায় এবং শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও ভক্তিসন্দর্ভে দীক্ষাগুরু প্রকরণে "ব্রাহ্মণ" শব্দ উল্লেখ না থাকায় বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে বৈষ্ণবগুরুই সর্বথা গ্রাহ্য। পূর্ব্বাপরয়োর্মধ্যে পরবিধি বলবান্। শাস্ত্র আরও কি বলিতেছেন তাহাও শুনুন। ভগবান্ বলিতেছেন—

"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।" অর্থাৎ আমার বাৎসল্যাদি মাহাত্ম্য যিনি সম্যকরূপে জানেন, এবং আমাতেই যাঁহার চিত্ত অর্পিত হইয়াছে এবং যিনি শান্ত এমত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। মদাত্মকম্-পদের বিগ্রহবাক্য

এইরূপ—ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তং বহুব্রীহৌ কঃ” সুতরাং ধনে জনে পুত্রে কলত্রে বিষয়ে বাণিজ্যে মামলা মোকদ্দমায় হিংসাদ্বেষে যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা অর্পিত, তাঁহারা বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তানই হউন বা প্রভুবরের সন্তান হউন কখনই তাঁহারা সদ্গুরু হইতে পারেন না, ইহাই শ্রীভাগবত শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ইহাই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ব্যবস্থা।

অতএব যাঁহারা শাস্ত্রের নাম করিয়া শাস্ত্রবিহিত সদ্গুরু গ্রহণ বিধানের দোহাই দিয়া অপরের শিষ্যহরণে নানাপ্রকার কৌশল জাল বিস্তার করেন, শাস্ত্রোক্ত গুরুলক্ষণ ও শিষ্যলক্ষণের প্রতি তাঁহাদের একবার দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। গুরু মিলিলেও শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত শিষ্য পাওয়া যাইবে কোথায়? তাদৃশ লক্ষণযুক্ত শিষ্য না পাইলে যাহাকে তাহাকে মন্ত্র দিতে গেলেই সে গুরুগিরি ব্যবসা বা চাকুরীর নামান্তর হইয়া পড়ে না কি? আবার শাস্ত্রে আদর্শ লক্ষণ প্রকটিত করা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ আদর্শ জগতে অতি দুর্লভ। সুতরাং যাঁহারা সদ্গুরু গ্রহণ বিধানের দোহাই দিয়া শিষ্যকে গুরু ত্যাগের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাঁহারা যেন সর্বাগ্রে কয়েকটি শাস্ত্রবিহিত সদ্গুরুর আদর্শ আবিষ্কার করিয়া জনসমাজে গুরুত্যাগ বিপ্লবরূপ মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হন। ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন। জানি না, কালধর্ম্মে, ইহা অপেক্ষাও কি ঘোর অপরাধজনক বিষয় পরে শুনিতে হইবে। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাতো খাঁটি সত্য কথা। ইহার জন্য এত পীড়াপীড়ি কেন! শ্রীপাদ ভজনসিন্ধু

গোস্বামী সদ্‌গুরু নহেন, শ্রীপাদ বচনসিন্ধু গোস্বামীই যে শাস্ত্রবিহিত সদ্‌গুরু,—এরূপ স্বার্থমূলক অসার ব্যবস্থা প্রচার সমাজের পক্ষে অতীব অহিতকর। যেহেতু ইহাতে শিষ্য ও দীক্ষা গ্রহণেচ্ছুগণের হৃদয়ে অশ্রদ্ধার ভাব উদিত হইয়া পারত্রিক মঙ্গলের পথ প্রতিরুদ্ধ করে।

সে যাহা হউক শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার শ্রীগোপালমন্ত্র সম্বন্ধে যে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য যথা—

শ্রীমদ্‌গোপালদেবস্য সর্বৈশ্বর্য-প্রদর্শিনঃ।
তাদৃক্ শক্তিষু মন্ত্রেষু ন হি কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে ॥১০০॥

টীকা—অস্য এবমুক্তস্য সিদ্ধাদি শোধনস্য ব্যর্থত্বে হেতুং লিখতি শ্রীমদিতি।"

অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য প্রদর্শক শ্রীমদনগোপালদেবের নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ, অভেদ, শ্রীবিগ্রহে যেরূপ শক্তি, শ্রীনামমন্ত্রেও সেইরূপ শক্তি অতএব এইসকল মন্ত্র সম্বন্ধে গুরু শিষ্যাদি বিচার, মাস বার তিথিনক্ষত্রাদি শুদ্ধি, স্বকুল অকুল রাশিচক্র উদ্ধার, অকডম চক্র, কূর্ম্মচক্র, হোম, পুরশ্চরণাদি কোন বিচারই করিবে না।

অতএব যে সদাচার অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বাধা ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া আত্মসৌভাগ্যের মস্তক চর্বন করিবেন না। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণবাপরাধের পঙ্কিল কূলে জীবনকে বিড়ম্বিত করিবেন না। বৈষ্ণব অপরাধের মোচন সেই বৈষ্ণব ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা বিজ্ঞজনমাত্রেই অবগত আছেন, এইজন্যই শাস্ত্রে স্পষ্ট

ঘোষিত হইয়াছে,—

"বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।

শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়ানাং ভগবৎপরাঃ॥" পদ্মপুরাণ॥

অর্থাৎ শূদ্র শূদ্রের গুরুতো হবেনই, পরন্তু তিনি যদি বৈষ্ণব হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই গুরু হইবেন। আরও লিখিত হইয়াছে—

"ষট্ কর্ম্মনিপুণো বিপ্রঃ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।

অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাৎ স্বপচো বৈষ্ণবো গুরুঃ॥"

পুনশ্চ—"সহস্রশাখাধ্যায়ী চ সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।

কুলে মহতি জাতোঽপি ন গুরুঃ স্যাদ্ অবৈষ্ণবঃ॥"

অর্থাৎ সহস্রশাখাধ্যায়ী সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং ব্রাহ্মণাদি মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি অবৈষ্ণব হইলে গুরুযোগ্য হইবেন না।

এমন কি যাঁহার গুরুতে ও বিষ্ণুতে পরাভক্তি দৃষ্ট হয়, তাঁহার গুরুযোগ্য লক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরুপদবাচ্য। যথা—দেবী পুরাণে—

সর্বলক্ষণ হীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।

যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ॥

স এব সদ্‌গুরুজ্ঞেয়ঃ সত্যং তৎপ্রবদামি তে॥

পুনশ্চ আদি পুরাণে—

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্মঃ বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।

বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যঃ বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ॥

লঘুনারদপঞ্চরাত্রে—

গৃহ্লাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণ মন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাদ্ গৃহীত্বা চ হরিভক্তি র্ন বিদ্যতে ॥”

পুনশ্চ—জন্তুনাং মানবাঃ শ্রেষ্টা মানবানাং দ্বিজা স্তথা।
দ্বিজানাঞ্চ যতীশ্রেষ্ঠঃ যতিনাং বৈষ্ণবো গুরুঃ ॥
সর্বেষাং বৈষ্ণবো গুরুরগ্নিসূর্য্য-দিবৌকসাম্ ॥”

শাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। পূর্বপক্ষ নিরসনকা বলিয়াছেন—এই সকল গুরু দীক্ষা বিষয়ক নহে—শিক্ষা বিষয়ক বলিহারি, শাস্ত্রযুক্তি ইহাই কি নিরপেক্ষ বিচার? পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে কোথাও যখন দীক্ষা বা শিক্ষা গুরুভেদ উল্লেখ নাই; তখ কেবল শিক্ষাগুরু বুঝিতে হইবে এমনকি কথা আছে নিরপেক্ষ শাস্ত্রবিচারে ও যুক্তিতে উহা দীক্ষা ও শিক্ষা উভ গুরুপরই বুঝিতে হইবে এবং ঐ সকল বৈষ্ণবশব্দে কেবল ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবই বুঝিতে হইবে আর ব্রাহ্মণেত কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব বুঝাইবে না, ইহাই বা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? আবার বৈষ্ণবত্ব লাভেই যে, ব্রাহ্মণত্ব লাভও সিদ্ধ হই থাকে; তাহা ইতঃপূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব বৈষ্ণবমাত্রে যে গুরুলক্ষণযুক্ত হইলে দীক্ষাদানে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?—

শূদ্রাচার ও বৈষ্ণবাচার এক নহে, শূদ্রাচার পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিলে তাহাতে তার শূদ্রত্ব থাকে না।

শূদ্র ভগবৎভক্ত হইলে আর তাহাকে শূদ্র বলা যায় না

ভাগবতোত্তম বলিতে হবে। যথা—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।

কিন্তু পূর্বপক্ষকার অম্লান বদনে তাহাদিগকে হীন বা শূদ্র জাতি বলিয়া তাহাদিগকে অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার বহুল চেষ্টা পাইয়াছেন। হায়! প্রভুপাদগণ! আপনারা যে, প্রভুবংশ আদর্শ বৈষ্ণব। আপনাদের দ্বারা কোথায় বৈষ্ণব মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে; তাহার পরিবর্তে কিনা বৈষ্ণব মর্য্যাদার বিলোপ সাধন চেষ্টা। ইহা যে ঘোর কলঙ্কের কথা? আপনারাই তো স্বীয় দাসগণকে আপনাদের শক্তি সঞ্চার করিয়া মোহন্ত, ঠাকুর, অধিকারী, গোস্বামী ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্মান সূচক উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রভুর শ্রীমুখোক্ত "অমানীনা মানদেন" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন এবং জগতের বক্ষে একমহান্ উদারতা ও মহত্ত্বের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন। তবে আজ আবার সে দত্ত সম্মান প্রতিহরণের এমন অস্বাভাবিকী চেষ্টা কেন? প্রভুপাদগণ! দত্তাপহারী হইবেন না।

সত্য বটে, বর্তমান বৈষ্ণব সমাজে বহুল যথেচ্ছারিতা প্রবেশ করিয়াছে। সে যথেচ্ছাচার দমনের প্রয়াস কৈ? বরং যে সদাচার আজ চারিশতাধিক বৎসর চলিয়া আসিতেছে, অথচ যাহা শাস্ত্র-সঙ্গত, তাহার এখন একটা সংস্কার বা পরিবর্তন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর কেন? বৈষ্ণব সমাজে যাহারা ভণ্ডাচারী, বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে যাহারা তন্ত্রের বামাচার বা ব্যভিচার চালাইতেছে, যাঁহারা অনধিকারী ভেকধারী তাহাদের সেই যথেচ্ছাচারিতা দমনের জন্য

ব্যবস্থা করুন, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের প্রাণে ব্যথা দেওয়া কি আপনাদের শোভা পায়? সে যাহা হউক, শাস্ত্রে আছে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবো গুরুঃ॥

অর্থাৎ অবৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকে গমন করিতে হয়? অজ্ঞাতসারে কি ভ্রমবশতঃ অবৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইলে তাহাকে বৈষ্ণবের নিকট যথাবিধি পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাদেবেতি জ্ঞেয়ম্।

পূর্বপক্ষকার এই "প্রায়ব্রাহ্মণ" পদের বিচিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"এখানে বৈষ্ণবশব্দে ব্রাহ্মণগুরু বুঝিতে হইবে এবং প্রায় শব্দ দিবার তাৎপর্য্য এই যে অন্য বর্ণ বৈষ্ণব হইলেও তাহার বৈষ্ণবব্যাখ্যা হইয়া থাকে" ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইলে তিনি গুরুযোগ্য তো হইবেনই; পরন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণ বৈষ্ণবও গুরু লক্ষণান্বিত হইলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যাইবে। কারণ, অন্য বর্ণোৎপন্ন বৈষ্ণবও প্রায় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণতুল্য। টীকাকারের ইহাই মন্তব্য নহে কি? টীকাকার শ্রীশালগ্রাম শিলার্চন প্রসঙ্গে ইহার বিষয় সবিস্তার বিবৃত করিয়াছেন যথা—

যতঃ শূদ্রেষ্বন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিল উচ্যন্তে। কিঞ্চ, ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্য সিদ্ধমেব। পুনশ্চ, তথাচ তন্ত্র—যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি

এতচ্চ প্রাগ্ দীক্ষা মাহাত্ম্যে লিখিতমেব। অতএব তৃতীয় স্কন্ধে দেবহূতীবাক্যম্—"যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদিত্যাদি শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" ইতি সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো-ভবতীত্যর্থঃ॥ অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানাম্ একত্র গণনা। ঈদৃশানিব বচনানি শ্রীভাগবতাদৌ বহূন্যেব সন্তি। ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিদ্ধতি। কিঞ্চ, বিপ্রাদ্-দ্বিষড়্গুণযুতাদীত্যাদি বচনৈঃ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতি জাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিশ্যতেতরাং বৈষ্ণবাৎ॥"

এক্ষণে "বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাৎ" বলিবার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয় পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকার এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। অধিকার প্রকরণে যেখানে বৈষ্ণব আছে সেখানেই যে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে, এমন অভিনব অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত মূর্খ সমাজে অথবা অবৈষ্ণব সমাজে আদৃত হইতে পারে। সুধী সমাজে ইহাকে ঘোর স্বার্থপরতাই বুঝিবেন।

যাহা হউক ব্রাহ্মণেতর বর্ণোৎপন্ন বৈষ্ণবও যখন বিপ্র সাম্য লাভ করিলেন এবং ইহাই যখন বৈষ্ণবস্মৃতিকার শ্রীপাদ—সনাতন গোস্বামীর অভিমত তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সকল-কেই এই মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। সুতরাং এই বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রায় ব্রাহ্মণ দীক্ষা দানে অধিকারী অবশ্যই হইবেন, ইহাই শাস্ত্রযুক্তি এবং ইহাই সদাচার।

আবার "যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদিতাদি" শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে শৌক্র, সাবিত্র্য জন্মের অপেক্ষা দেখাইয়া-

ছেন, তাহা বৈদিক যাগ বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কারণ, বৈদিক যাগযজ্ঞে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কিন্তু বিষ্ণু মন্ত্রে আচণ্ডাল সকলের অধিকার। যথা—

সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু,
নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং
দ্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ॥

সকল বর্ণ, সকল আশ্রম, নারীজাতি, এবং যেসকল ব্যক্তির নাম ও জন্মনক্ষত্রের আদ্য বর্ণের সহিত মন্ত্রের আদ্য অক্ষরের মিল নাই, তাহাদের সম্বন্ধেও এই গোপালমন্ত্র আশু ফলদাতা।

অতএব শ্রীবিষ্ণু কি শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষায় শৌক্র সাবিত্র্য জন্মের বিধি অপেক্ষা করে না। যিনি গুরুযোগ্য সদ্ বৈষ্ণব তিনিই বৈষ্ণবদীক্ষাদানে অধিকারী হইবেন। তাহাতে, তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হন উত্তম, না হয়, ব্রাহ্মণভিন্ন গুরুতে সে গুণ দৃষ্ট হইলে অবশ্যই গুরু হইবেন। জগতে যাবতীয় বিধানই কি ব্রাহ্মণগণের একচেটিয়া? ভাগবত ধর্ম এমন অনুদার নহে।

আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেরই গুরুত্বে অধিকার আছে। সে স্থলে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইলে তিনি যে শ্রেষ্ঠ গুরু হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা" হওয়া পূর্ব্বপক্ষকার যেন অতি সহজ মনে করিয়াছেন। তাই তিনি উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা" এই 'ঢালা হুকুম' কি পরিতাপের কথা।" জিজ্ঞাসা করি, "কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা" হওয়াটা কি সোজা কথা! যিনি প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনি তো পরম সিদ্ধার্থ মহাপুরুষ। আবার উক্ত পয়ার যে কেবল শিক্ষাগুরু বিষয়ে উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। দীক্ষাগুরুর শিক্ষা দানে অধিকার থাকা প্রযুক্ত (দীক্ষা শিক্ষাগুরু শ্চৈব চেকাত্মা চেকদেহিনঃ) উহা দীক্ষা শিক্ষা উভয় গুরু বিষয়ই বুঝিতে হইবে।

এ বিষয়ে আমরা বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখপত্র প্রসিদ্ধ "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকার স্বনামধন্য সুযোগ্য সম্পাদক **পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ** মহাশয়, তাহার "শ্রীরায় রামানন্দ" নামক গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত উল্লিখিত বাক্যের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, "পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকারে"র চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত এবং পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। —শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল রামরায়কে বলিতেছেন—

"আমি সন্ন্যাসী সর্ব্ব বর্ণের গুরু ; তাই বলিয়া তুমি আমাকে শিক্ষা দিবে না, আজ আমি তোমার কৃপাশিক্ষায় বঞ্চিত হইব ইহা হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ হউন, সন্ন্যাসী হউন, অথবা শূদ্র হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু। সুতরাং সন্ন্যাসী বলিয়া তুমি আমায় বঞ্চনা করিও না।

মহাপ্রভু এস্থলে অনেকপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্যই বহু অর্থ পূর্ণ। আমাদের বোধ হয়, তিনি এস্থলে এই কথায় অনেক তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

১। সন্ন্যাসীরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী, কিন্তু মায়াবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যে ভগবদ্ভক্তি উচ্চতর, তিনি বিনীতভাবে সেই কথা বলিয়া দিলেন।

২। "গুরুকে" এ প্রশ্নেরও এস্থলে মীমাংসা করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হউন, সন্ন্যাসী হউন, আর শূদ্রই হউন যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু।

৩। কৃষ্ণতত্ত্বাভিজ্ঞত্ব যে কত উচ্চাধিকার, ইহাতে তাহাও অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রভু লোকাপেক্ষা ত্যাগ করেন নাই। তথাপি শূদ্র যদি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হয়েন, তাঁহাকেও গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে বিধি দিয়া গিয়াছেন। শূদ্র শিক্ষাগুরু হইতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না, এই কথা বলিয়া বর্ণাশ্রম প্রাধান্য পরিকীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। কেন না প্রভু কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রের কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তাঁহার জন্মনিবন্ধন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম খণ্ডিত হইয়া যায়। মহাসাগরে মিশিয়া গেলে নদীর যেমন নামরূপ থাকে না। কৃষ্ণপ্রেমসাগরে প্রবেশ করিলে মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র বর্ণ বিচার মাত্রও থাকিতে পারে না। নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে স্ত্রীপুরুষ, মহৎ ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণশূদ্র প্রভৃতি অনন্ত ভেদবুদ্ধি একবারেই নিরস্ত হইয়া যায়। মহাপ্রভু এস্থলে ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের নিকট মন্ত্র লইতে বলেন

নাই, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকেই (বৈষ্ণবকেই) গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাদৃশ নিরুপাধি প্রেমসাগরে যদি কেহ মজ্জিত হইয়া থাকেন, নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া যদি কেহ সাংসারিক সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন তবে, তাদৃশ তথাগতকে উপাধিযুক্ত করিয়া অভিহিত করাও অপরাধজনক। এখানে প্রভু কৃষ্ণতত্ত্বাভিজ্ঞতারই উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়া মায়াবাদময় সন্ন্যাস-ধর্ম্মের খর্ব্বতা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীচরিতামৃতে অপর স্থলেও লিখিত আছে—

"মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের করিতে গর্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারায় কৈল ধর্ম্মের প্রকাশ॥"

আবার শাস্ত্রবিধি অপেক্ষা সদাচার অধিক প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। সদাচার কাহাকে বলে?—

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥

ক্ষীণদোষ ব্যক্তিগণই সাধু। সৎশব্দ সাধুবাচক। সেই সাধুগণের আচরণ সদাচার নামে অভিহিত। অতএব চারিশত বৎসরের পূর্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময় হইতে শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল রামচন্দ্র, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভৃতি মহাভাগবতগণ যাঁহাদিগকে ভক্তগণ আবেশাবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর।
চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশাবতার॥" প্রেমবিলাস।

তাঁহারা যে আচরণ প্রবর্তন করিয়াছেন চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া যে আচার অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণভিন্ন বৈষ্ণব গুরুর প্রাধান্য অব্যাহতরূপে সকল সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা কি সদাচার নহে? পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনকার, কি তাঁহাদিগকে অসাধু বলিতে চান? না উন্মার্গগামী বৈষ্ণবাভিমানী মূর্খ বলিতে চান? একমাত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই যদি সকল বর্ণের গুরু হইবেন, এরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা বৈষ্ণব-স্মৃতির মত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কদাচ বৈষ্ণব স্মৃতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেন না। যদি বলেন, "তাঁহারা মুক্ত—সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা প্রমাদবশতঃ কোন অবৈধাচরণ করিলেও পাপভাগী হন না।" সিদ্ধপুরুষের প্রমাদ কদাচিৎ একবার হইতে পারে, কিন্তু পুনঃপুনঃ হইতে পারে না তো? হইলেই পাপভাগী হইতে হইবে। কিন্তু শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল রামচন্দ্র কি শ্রীল শ্যামানন্দ-রসিকানন্দাদি স্ববর্ণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবর্ণ বহুব্যক্তিকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। "পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন"কার তবে কি বলিতে চান তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ? ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, রসিক মঙ্গলাদি প্রামাণিক বৈষ্ণব ইতিহাসগ্রন্থে তাঁহাদের বহুতর ব্রাহ্মণ শিষ্য গ্রহণের কথাও বর্ণিত আছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের আচরণ যদি একান্ত অবৈধই হইত, তবে শত শত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শিষ্যানুগত্য স্বীকার করিতেন কেন? তাঁহারা সকলেই কি মূর্খ ছিলেন? পূর্ব্বপক্ষকার কি বৈষ্ণব ইতিহাস পড়েন নাই, না তিনি ইহা মানেন না? যিনি বৈষ্ণব ইতিহাস না মানেন, তাঁহাকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী বলা যায় কি না, সুধীজনই তাহা

বিচারক। অতএব গুরু যোগ্য সদ্বৈষ্ণবমাত্রেই যে সকল বর্ণের গুরু হইতে পারেন, ইহাই যে ভাগবত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং ইহাই যে সদাচার, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য ঐ সকল সিদ্ধ গুরু-বংশ্য ব্যতীত অপর যাঁহারা গুরু-যোগ্য সদ্বৈষ্ণব হইয়াছিলেন তাঁহাদের বংশাবলীও ঐরূপ গুরুরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতে-ছেন। সিদ্ধ বংশোৎপন্ন বলিয়া অর্থাৎ সিদ্ধ ঋষির শোণিত সম্পর্ক আছে বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ বংশধরগণ তাদৃশ গুণসম্পন্ন না হইলেও যেমন মাননীয় ও পূজ্য সেইরূপ সিদ্ধ বৈষ্ণব-গুরুর বংশধরগণও সিদ্ধ বৈষ্ণবের শোণিত সম্পর্কহেতু অবশ্যই মাননীয় ও পূজ্য হইবেন, ইহাই নিরপেক্ষ বিচার ও যুক্তি। আর ইহা যদি নিতান্ত অবৈধই হইত কি বৈষ্ণব ধর্ম্মের বা বৈষ্ণব সমাজের একান্ত গ্লানিকর হইত তাহা হইলে তাহাদের পরবর্ত্তী যে দুইজন বিশ্ববিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণকে কটাক্ষ করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। তাহা না করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীল নরোত্তমের মন্ত্র-শিষ্য শ্রীগঙ্গা-নারায়ণের পালিত পুত্র শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর মন্ত্র শিষ্য হইলেন, আবার শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও শ্যামানন্দী বৈষ্ণব পরি-বার ভুক্ত হইলেন। তাঁহারা শূদ্রাদি দোষযুক্ত গুরু বলিয়া দীক্ষা-পেক্ষা করেন নাই তো। এরূপ ভূরিভূরি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও জানি না কোন অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণের গুরুবংশীয় বৈষ্ণবগণকে শূদ্রাপবাদে তাঁহাদের গুরুত্বাপহরণ করিবার জন্য এই এক অভিনব পুস্তিকার প্রচার করিয়াছেন? কতকগুলি স্বার্থপর যাজক ব্রাহ্মণ ও কর্ম্ম-

বাদী স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের চক্রান্তের ফলেই যে এই ব্যবস্থা পুস্তিকার সৃষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৌরহিত্য করিয়া যে লাভ হয়, বোধ হয় এখন আর পুরোহিতগণের তাহাতে কুলায় না। তাই, নিরীহ বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে যদি গুরুগিরিটা লইতে পারেন, তাহা হইলে পৌরহিত্য ও গুরুগিরি, এ দু'টী ব্যবসা চালাইলে একরূপ ভাবিতে হইবে না। এই স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যেই যে "পূর্ব্বপক্ষনিরসনের" সৃষ্টি তাহা সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

শাস্ত্রে অবৈষ্ণব গুরুত্যাগের কথাই আছে, বৈষ্ণব গুরু ত্যাগের তো কথা নাই। তবে যাঁহাদের বৈষ্ণবগুরু আছে তাঁহাদিগকে গুরুত্যাগরূপ অতি ঘোর অপরাধকূপে নিমগ্ন করিবার ব্যবস্থা দানের প্রয়োজন কি?

"পূর্ব্বপক্ষ"কার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জ্বর-ব্যপদেশে বিপ্রপাদোদক পান করিয়াছিলেন, এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া, বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণ সম্মান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষেও যে বৈষ্ণব সম্মান কর্ত্তব্য তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন? ভক্তাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কিরূপ ভাবে বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখেই শুনুন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ॥"

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই, এবং আমি কোন বর্ণেরই অন্তর্গত নই, আমি ব্রহ্মচারী নই গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, এবং যতিও নই ; কিন্তু নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃত-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের দাস-গণের দাসানুদাস।

আবার শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠেও জানা যায়,—শ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন—

"প্রণমেৎ দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্ব-চাণ্ডালা-গোখরান্।
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম, সবারে প্রণতি॥"

দুঃখের বিষয় এই সকল সদুপদেশ বলবতী-প্রভুত্ব-প্রিয়তা সমাজ হইতে এক্ষণে তিরোহিত হইতেছে। সে যাহা হউক বৈষ্ণবের পক্ষে যেমন ব্রাহ্মণ সম্মান কর্ত্তব্য, সেইরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষেও বৈষ্ণব সম্মান কর্ত্তব্য। কারণ উভয়ই ভাগবতী-তনু। যাঁহারা মূর্খ বৈষ্ণবাভিমানী, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নিন্দা করে ; প্রকৃত বৈষ্ণব কখনই ব্রাহ্মণ নিন্দা করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মুখে বৈষ্ণব নিন্দা আজকাল যেন স্বাভাবিক ; তাঁহাদের সর্বভূতে সমদর্শী হওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা শাস্ত্র, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। যথা—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীতা।

এই সকল বৈষ্ণব-নিন্দক ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলিয়াছেন—

"এই সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব জন যম যাতনার পাত্র॥

কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥
এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্বথা নিষেধ করিবার ॥”

জেলা ফরিদপুর—কাশীপুর নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত বরদাকা[ন্ত] চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিশারদ মহাশয়, তাঁহার স্বপ্রণীত “সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে” উক্ত পয়ারের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উদ্ধৃতি করিতে বাধ্য হইতেছি—

“রাক্ষস-প্রকৃতি যে সব কলির ব্রাহ্মণ।*
শুন হরি বলি তার কর্ত্তব্য এখন ॥
মদ্য মাংস তথা মৎস্য করিবে ভক্ষণ।
সংক্ষেপে করিয়া কহি অপর লক্ষণ ॥
পিতৃ মাতৃ ভ্রূণহত্যা পরস্ত্রীগমন।
অযাজ্য যাজন আর পরস্ব হরণ ॥
পতিত জনের প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া।
সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া বর্জ্জিত হইয়া ॥
দাসবৃত্তি মিথ্যা কথায় পতিত হইয়া।
ছদ্মবেশী বিপ্ররূপে বেড়ায় ঘুরিয়া ॥
সাক্ষাৎ পাতক এরা শুন শচীসুত।
অথবা ব্রাহ্মণবেশে যেন কলির ভূত ॥”

* “রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্ ॥ (বরাহ পুরাণ)

কলিপ্রভাবে ব্রাহ্মণ সমাজেরও যে ঘোর অধঃপতন হইয়াছে তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ-সমাজের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া বহু দুঃখে **কবিবর নবীন সেন** লিখিয়াছেন—

"লুপ্ত স্মৃতি—নাই সেই বিশাল সমাজ ধ্যান।
আছে মূর্খ ব্রাহ্মণের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ জ্ঞান॥"

এই বাক্য সকল উদ্ধৃত করিতেছি বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন আমরা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতেছি। বৈষ্ণব যেমন ভাগবতী তনু, ব্রাহ্মণও সেইরূপ ভাগবতী তনু; সুতরাং ব্রাহ্মণ উন্মার্গগামী অসদাচারী হইলেও (যদিও শাস্ত্রে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সদৃশ বলিয়া তাহার দর্শন, স্পর্শন, আলাপাদি নিষিদ্ধ আছে) ভাগবতী তনু বলিয়া হেয়বুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে। তবে আসক্তি পূর্ব্বক দর্শনাদি করিতে নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব 'বৈষ্ণব' নামধারী অসদাচারীগণও সমদর্শী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চক্ষে একেবারে বর্জ্জিত হইতে পারেন না, বরং অনুগ্রহের পাত্রই হইবেন।

অনন্তর গুরুবংশ্য ও গুরু সম্বন্ধিগণকেও সম্মান করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলেন—

"গুরুবৎ গুরু পুত্রেষু তৎ সুতেষু কুলেষু চ।
আচরেন্নিয়তং ধীমান্ মর্য্যাদাং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥"

অর্থাৎ গুরুপুত্র, কি তৎ পুত্র, কি গুরুবংশীয় ইহাদিগের প্রতি গুরু তুল্য ব্যবহার করিবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কদাচ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবেন না।

"শ্রেয়স্তু গুরুবদ্ বৃত্তির্নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরু পুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥

অর্থাৎ গুরুপুত্র, গুরুপত্নী এবং গুরুদেবের জ্ঞাতি ও তৎ সম্বন্ধিবর্গের প্রতিও নিত্য গুরুবৎ হিতাচরণ করিবে। অতএব গুরুবংশ্য গুরু লক্ষণান্বিত না হইলেও তাঁহাকে কদাচ অসম্মান বা ত্যাগ করিতে পারা যায় না। তবে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইলে তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন কর্ত্তব্য বটে; এরূপ শাস্ত্রবিধিও সদাচার আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। একথা পূর্ব্বপক্ষকার নিজ মুখেই স্বীকার করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসের এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে॥
বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতং।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তঃ তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ।
প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে॥
স কল্প কোটীং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ॥

যাঁহারা কুলক্রমাগত গুরুকে পরিত্যাগ করে তাহারা কৃতঘ্ন, এজন্য মৃত্যু হইলে, মাংস-ভক্ষণকারী শকুন্যাদিও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না। যে গুরুকে ত্যাগ করিল সে অগ্রে হরিকে ত্যাগ করিয়াছে। ইহাতে তাহার জ্ঞান কলুষিত ও দৌরাত্ম্য প্রকটিত হইল। যে একবার কোন সদ্বৈষ্ণবকে গুরু অঙ্গীকার করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করে সে নরাধম, সে কোটীকল্প নরকে পচিতে থাকে।

পূর্ব্বপক্ষকার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "প্রতিপদ্য গুরুং" এই চরণে গুরু শব্দে 'বিপ্রগুরু' এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষকার "মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে" এই বাক্যে যে "বিপ্রতিপদ্যতে" ক্রিয়া পদ আছে তাহা হইতে "বিপ্র" এই বর্ণদ্বয় কাটিয়া লইয়াই ব্যাখ্যায় গুরু শব্দের পূর্ব্বে যোজনা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। হায়! এরূপ কুব্যাখ্যা হয় ঘোর স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে, নয় অজ্ঞতার ফল!

যাহা হউক অভিনব ব্যবস্থাকারের মত এই যে অতঃপর কেহ আর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু ভিন্ন ব্রাহ্মণভিন্ন বর্ণোৎপন্ন বৈষ্ণব, গুরু-যোগ্য হইলেও তাহাকে গুরু করিতে পারিবে না। করিলেই অমনি তাহাকে ৫৪০ কাহন কড়ী অসমর্থপক্ষে উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এমন কি, যাঁহাদের বংশ-পরম্পরা ব্রাহ্মণভিন্ন বৈষ্ণব গুরু আছেন তাঁহাদিগকেও সেই গুরু ছাড়িয়া (গুরুত্যাগ নিতান্ত অশাস্ত্রীয় মহাপরাধজনক হইলেও) ৫৪০ কাহন কড়ী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বলিহারী ব্যবস্থা—না ব্যবসা!! আমাদের বিবেচনায় অভিনব ব্যবস্থাপককেই গুরু করিতে পারিলে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়, কারণ তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া, অনেক মাথা ঘামাইয়া এই অভিনব ব্যবস্থাটী সমাজের উপকারার্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ গুরুত্যাগ পাতকের জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না তো?

সুতরাং এই কপোল-কল্পিত স্বার্থমূলক ব্যবস্থা যে নিতান্ত

অপ্রামাণিক তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আবার প্রত্যেকের জন্য ৫৪০ কাহন কড়ী, বড় সোজা কথা নয় ! এখনকার প্রায়শ্চিত্তে আবার কড়ীর প্রচলন নাই—রজত খণ্ড। সুতরাং প্রতিকাহনে ০ হিসাবে ধরিলে ১৩৫৲ টাকা। এক পরিবারে ১০ জন লোক থাকিলে, দশ জনকেই তো ১৩৫৲ টাকা দিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে ? না, গোবধাদি-প্রায়শ্চিত্তবৎ কেবল গৃহস্বামী করিলেই চলিবে ? তা' না হইয়া যদি প্রত্যেকেরই করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ১৩৫০ টাকা। আবার এ ব্যবস্থা যখন অসমর্থ পক্ষে। তখন ধনী নির্ধন সকলেই করিতে বাধ্য। তবে আমাদের ভাবনা এই, ষোল আনার মধ্যে পনের আনা তিনপাই লোক এই ব্যবস্থার অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং অভিনব মতের গুরু ব্যবসায়ীগণকে অধিকাংশস্থলেই হয় বাদরফা দিয়া, নয় কিস্তীবন্দীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধন্য স্বার্থ !

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বৈষ্ণব-স্মৃতির কোথায় এমন কড়ী উৎসর্গের ব্যবস্থা আছে ? শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কিম্বা তদীয় পার্ষদ ভক্তগণ বা ব্যবস্থাপকগণ কোথায় কোথায় কোন্ ভক্তের জন্য এরূপ আর্থিক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন ? ভাগবত শাস্ত্রমতে এই সকল প্রায়শ্চিত্ত কুঞ্জর-শৌচবৎ বলিয়া নিন্দিত এবং শ্রীহরি-গুণানুকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বিহিত হইয়াছে। যথা শ্রীভাগবতে— "নাতঃ পরং কর্ম্ম নিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থ পদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু মজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥"

এই শ্লোকের ভাব লইয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"পাপাদি পুণ্যাদি উভয়ই কর্ম্ম হয়।
অতএব কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম নহে ক্ষয়॥"

পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা পুণ্যের জন্য যজ্ঞাদি উভয়ই কর্ম্ম, এই কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মনাশ না হইয়া বরং একটী নূতন কর্ম্মের সূত্রপাত হয়। প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপের বিনাশ সাধিত হইলেও কুঞ্জর শৌচবৎ মন পুনরায় অসৎ বিষয়ে ধাবিত হয়। অতএব ভগবৎ-গুণানুকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। উহার দ্বারা পাপ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং মন আর রজস্তমোগুণে বিমলিন হয় না। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাহা পদ্মপুরাণে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। যথা—

"বৈষ্ণবস্য ন সঙ্কল্পো নো দানং ন চ কামনা।
প্রায়শ্চিত্তং চ নো যাগঃ সদ্ভূদেবাদি পূজনং॥
শুদ্ধপূতঃ সদা কাষ্ঠৈঃ কুশধারণ-বর্জ্জিতঃ॥"

বৈষ্ণব-স্মৃতিকার শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী, তৎকৃত "সৎক্রিয়া-সারদীপিকা" নামক বৈষ্ণব-পদ্ধতিতে উক্ত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল—"দৈববশান্মহাপাত-কাতিপাতকোপপাতকানুপাতকাদি কর্ম-প্রত্যবায় পরিহারার্থং যৎ প্রায়শ্চিত্তং তদপি বৈষ্ণবস্য নাস্তি। কিন্তু চকারাৎ এব তৎ প্রাপ্যতে? কিং তৎ, কেবল শ্রীগুরু-গোবিন্দতঃ তদভাবে তৎপত্ন্যাঃ তদভাবে তৎপুত্রাৎ তদভাবে সতীর্থগুরু ভ্রাতুঃ তদভাবে সজাতীয়ো-ইনন্যশরণ সাধুতঃ পুনঃ পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বক শ্রীভগবন্নাম মন্ত্রগ্রহণম্।

পুনঃ সংস্কারাতিশয়শুদ্ধস্য তস্য শ্রীবিষ্ণুপূজনং তন্নামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দনাদি-পূর্ব্বক মহোৎসবাদিকং করণীয়ম্ ॥” অর্থাৎ দৈববশে বৈষ্ণবজন মহাপাতকাদি পাপদুষ্ট হইলে সেই শোচ্যকর্ম্মের জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক তাহা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। এরূপ স্থলে বৈষ্ণবজন, গুরুর নিকট তদভাবে গুরুপত্নী, তদভাবে গুরুপুত্র তদভাবে গুরুর সতীর্থ, তদভাবে স্বজাতীয় অনন্য-শরণ সাধুর নিকট হইতে পুনরায় পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বক নাম মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। এইরূপ পুনরায় সংস্কার দ্বারা অতিশয় শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণু পূজা তন্নামাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দনাদি পূর্বক মহোৎসবাদি করিবেন।”

বৈষ্ণবজনের এমন সুন্দর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকিতে কোথায় কড়ীর উৎসর্গ! ছি! বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবরণে এমন স্মার্ত্তমত চালাইবার চেষ্টা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পক্ষে সমীচীন হইয়াছে কি? অবৈষ্ণবপর জন-সমাজের জন্যই কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

তবে এস্থলে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহাদের জন্যই উল্লিখিত ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বীয় বর্ণবিহিত সামাজিক আচার-ব্যবহারের অপেক্ষা মানিয়া চলেন অথচ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদিগকেই প্রায়শঃ শ্রীরঘুনন্দনাদির কর্ম্মস্মৃতি ও বৈষ্ণবস্মৃতি এই উভয়স্মৃতির বিধান মানিয়া চলিতে দেখা যায়। অবশ্য তাহা দীক্ষাদি পারমার্থিক বিষয় নহে। কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা বিশুদ্ধাচারী তাঁহাদিগকে কেবল বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানই মানিয়া চলিতে দেখা যায়। আর যাঁহারা বৈষ্ণবতা রক্ষার প্রতি-

কূল ভাবিয়া স্বীয় বর্ণ বিহিত সামাজিক আচার ব্যবহারের-অপেক্ষা না করিয়া বিশুদ্ধভাবে বৈষ্ণব সদাচারী, তাঁহারা কেবল বৈষ্ণব স্মৃতিই মানিয়া চলেন। তাঁহারা অন্য স্মৃতির অনুসরণ করেন না। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই এক্ষণে স্ববর্ণ সমাজ হইতে পৃথকভূত হইয়া বৈষ্ণব জাতিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের আচার ব্যবহার সাধারণ বর্ণ সমাজ হইতে বিশুদ্ধ ও ভগবদ্ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া সাধারণ বর্ণ সমাজে ইহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মানিত ও পুজিত। প্রধানতঃ এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই অর্থাৎ এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগৃহীগণই সমাজে গুরুরূপে সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন, আর যাঁহাদের বংশে কোন ব্যক্তি যোগ্য হইয়াছিলেন এবং শত শত ব্যক্তি তাঁহার সেই বৈষ্ণবত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্বংশীয়গণই বৈষ্ণব সমাজে দীক্ষা দান করিয়া আসিতেছেন এবং বর্ত্তমান কালেও যাঁহারা সদাচারী বৈষ্ণব, দীক্ষাদানের উপযুক্ত তাঁহারাও সংসার-তরণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দানে তাঁহাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি করিবেন। কিন্তু যে সকল বৈষ্ণবনামধারী ভণ্ড-ব্যভিচারী বা ধর্ম্মধ্বজী আপনাদিগকে বৈষ্ণবোত্তম পরিচয় দিয়া গুরুগিরি করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সরল-প্রকৃতি কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগকে ভুলায়; অবশ্য তাহাদের সে আচরণ দমন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধ গুরুবংশ্য বা গুরুযোগ্য বৈষ্ণব তাহাদের অধিকার লোপ করিয়া স্বার্থ-সাধনের প্রয়াস কেন?

এক্ষণে আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদগণের শ্রীচরণে নিবেদন,—প্রভুপাদগণ! আপনারাই বৈষ্ণব-সমাজের নেতা ও রক্ষক। আপনাদের শ্রীচরণাশ্রিত গুরুবংশীয় বৈষ্ণবগণে এক্ষণে যদি গুরু লক্ষণের অভাবই লক্ষিত হয়, তবে তাঁহাদিগকে পুনরায় গুরু লক্ষণান্বিত করিবার উপায় বিধান করুন। স্থানে স্থানে বৈষ্ণব চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া, বৈষ্ণব বালকগণের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করুন, তবে তো আপনাদের মহত্ত্ব! তবে তো আপনারা পতিত পাবন প্রভুর বংশধর—আমাদের মাথার ঠাকুর বলিয়া পূজার্হ হইবেন। নতুবা কেবল নীচ-শূদ্র-অন্ত্যজাদি কি বেশ্যাদিগকে মন্ত্র দিয়া কি তাহাদিগকে 'ভেক' দিয়া তাহাদের বিত্তাপহরণের চেষ্টা করিলে কি "পতিতপাবন" নামের সার্থকতা হয়?"

সে যাহা হউক পূর্ব্বপক্ষকার লিখিয়াছেন—"বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী গায়ত্রীমন্ত্র জাপকাদি হেতু ব্রাহ্মণেই আদি বৈষ্ণব।" সুতরাং ব্রাহ্মণ মাত্রেই বৈষ্ণব। আমরা এ বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কারণ, শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
যতঃ উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥

—মনুস্মৃতি।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রেই শাক্তিক, তাঁহারা শৈবও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন। যেহেতু, তাঁহারা বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসনা করিয়া থাকেন।

বিশেষতঃ গায়ত্রী-গ্রহণমাত্রেই যদি ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শুধু ব্রাহ্মণ কেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেই বৈষ্ণব ; কারণ, সকলেই গায়ত্রীমন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপিচ রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি বিষ্ণু বিদ্বেষীগণও তো বৈষ্ণব ? তবে কি, বিষ্ণু বিরোধীকেও বৈষ্ণব বলিতে পারা যায় ? ইহাই কি পূর্ব্বপক্ষকারের মত না কি ? তাহা হইলে কপিল, চার্ব্বাক, বৃহস্পতি, ঔলূক্য প্রভৃতি নাস্তিকগণকেও বৈষ্ণব বলিয়া গুরুত্বে স্বীকার করিতে পারা যায়। যেহেতু, ইহারা সকলেই গায়ত্রীমন্ত্র-জাপক। গায়ত্রী মন্ত্রগ্রহণেই যদি বৈষ্ণবতা সিদ্ধ হয়, তবে "পূর্ব্বপক্ষনিরসন"কারের মতানুসারে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের নিকটেও শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা নাই।

অতএব ব্রাহ্মণ 'আদি বৈষ্ণব' নহেন 'আদি শাক্তেয়'। তবে যখন যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করেন তখন তিনি শৈব বা বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। সুতরাং ব্রাহ্মণই যে আদি বৈষ্ণব পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকারের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসার।

সাধনতত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, **শান্তরতির ফলেই ব্রাহ্মণত্ব এবং শান্তরতির উপরে দাস্যরতির ফলেই বৈষ্ণবত্ব বা দাস্য।** অতএব ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব এক পদার্থ নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব যদি পৃথক্ ধর্ম্মশীল না হইতেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব হইতেন তাহা হইলে শাস্ত্রে "বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ" ও "অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ" এরূপ উল্লিখিত হইত না এবং ব্রাহ্মণ-মহিমা ও বৈষ্ণবমহিমা পৃথকভাবে বর্ণিত থাকিত না। এক ব্রাহ্মণ মহিমা বর্ণনেই বৈষ্ণব মহিমা বর্ণন

সিদ্ধ হইয়া যাইত। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পৃথকত্ব প্রতিপাদক দুই একটী প্রমাণ ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। পুনরায় এস্থলে দেখাইতেছি—

"অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী গো ভূমিসুর বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতা নমিতা ধ্যাতা ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘম্॥
সূর্য্যোঽগ্নি ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবাঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজা পদানি মে॥

আবার শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব মহিমা কেমন সামঞ্জস্যরূপে বর্ণিত আছে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

ব্রাহ্মণের অঙ্গে সমস্ত তীর্থাদি অবস্থান করেন। যথা—

"ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্গো বাচো বেদা করে হরিঃ।
গাত্রে তীর্থানি যাগাশ্চ নাড়ীষু প্রকৃতি স্ত্রিবৃৎ॥"

কল্কীপুরাণ।

বৈষ্ণবের সম্বন্ধেও বর্ণিত আছে—

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যপি চ জাহ্নবী।
মদ্ভক্তানাং শরীরেষু সন্তি পূতেষু সন্ততম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

আবার ব্রাহ্মণকেই দান করিতে হইবে, এইরূপ বর্ণিত আছে—

"সর্বেষামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ।
তস্মৈ দানানি দেয়ানি ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্বিতৈঃ॥"

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ।

বৈষ্ণব সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

ইতিহাস সমুচ্চয়।

বরং দান বিষয়ে ব্রাহ্মণাপেক্ষা বৈষ্ণবকে অধিক সম্মান দেওয়া আছে। যথা, হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে—

"মূর্ত্তিপানান্তু দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা।
তদর্দ্ধং বৈষ্ণবানান্তু তদর্দ্ধং তদ্দ্বিজন্মনাম্॥"

তারপর অনাচারী ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয় শূদ্র অপেক্ষাও পূজ্য, এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"অনাচারা দ্বিজা পূজ্যাঃ ন চ শূদ্রাঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ।
অভক্ষ্য-ভক্ষকা গাবঃ কোলাঃ সমুতয়ঃ নচ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

এস্থলে অনাচারী দ্বিজ, জিতেন্দ্রিয় শূদ্র অপেক্ষা পূজ্য ; কিন্তু শূদ্রোৎপন্ন বৈষ্ণব হইতে পূজ্য নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। কারণ, বৈষ্ণব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণঃ।
কুবৃত্তো বা সুবৃত্তো বা তেষাং নিত্যং নমোনমঃ॥"

অর্থাৎ বৈষ্ণব সুবৃত্ত হউন কি দুর্ব্বৃত্তই হউন, বৈষ্ণব নিত্য পূজনীয়। এইরূপ ভাবে সমস্ত পুরাণ ইতিহাসাদি হইতে ব্রাহ্মণ মহিমার সহিত বৈষ্ণৰ মহিমার তুলনা প্রদর্শন করিতে গেলে রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় একটী পুস্তক হইয়া যাইবে। এজন্য বিরতি হওয়া গেল।

অনন্তর পূর্বপক্ষ নিরসনকার তাঁহার গুরুকরণ ব্যবস্থার শেষে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত ব্রহ্মযামলের—

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সকল বিধিই মানিয়া চলিতে হইবে, না মানিলে আন্ত্যন্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতের কারণ হইবে। বোধ হয় অভিনব ব্যবস্থাকার এই প্রমাণবলেই কর্ম্মস্মৃতির মতে, যাঁহাদের ব্রাহ্মণ ভিন্ন গুরু তাঁহাদিগকে ৫৪০ কাহন কড়ির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন। ধন্য! যুক্তি!

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যদি কর্ম্মস্মৃতির ব্যবস্থাই বৈষ্ণব সমাজের সম্পূর্ণ অনুকুল হইত, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে স্বতন্ত্র বৈষ্ণবস্মৃতি (শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস) সংগ্রহের জন্য আদেশ করিতেন না।

পরন্তু প্রত্যবায় পরিহারার্থ পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু, কোন দিনই কর্ম্মস্মৃতি অনুসারে কড়ি উৎসর্গের ব্যবস্থা করেন নাই। গৌড়ের নবাব হুসেন খাঁ পত্নীর অনুরোধে সুবুদ্ধি রায়কে 'করোয়ার পাণি' খাওয়াইয়া যখন তাঁহার জাতিধর্ম্ম নাশ করেন, তখন সুবুদ্ধি রায় কাশীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের নিকট তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে, তাঁহারা তপ্তঘৃত পান করিয়া জীবনত্যাগের ব্যবস্থা দান করেন, কেহ বা অল্পদোষ বলিয়া ব্যবস্থান্তর প্রদান করেন। এইরূপ ব্যবস্থা বিভ্রাটে মহামতি সুবুদ্ধি রায় অতীব সন্দিগ্ধ

হইয়া অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি যে সুন্দর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছিলেন, তাহা এই—

"প্রভু কহে ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে ২৫
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥" চৈঃ চঃ মধ্য ॥

অতএব বৈষ্ণবের পক্ষে কৃষ্ণভক্তি—কৃষ্ণনামই যে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার পর শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদিতে, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি সকল সম্প্রদায়ের জন্যই বিধি নিবন্ধ বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি-বর্ণিত বিধি সমূহের মধ্যে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনুকূল বিধিই মানিয়া চলিতে হইবে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিস্মৃত্যাদি শ্লোকের টীকায় কি লিখিয়াছেন দেখুন—

"শ্রুত্যাদয়োঽপ্যত্র বৈষ্ণবানাং স্বাধিকার-।
প্রাপ্তাস্তগা এব জ্ঞেয়াঃ। স্বে স্বেঽধিকার ইত্যুক্তেঃ।
ইত্যাদি।

অতএব বৈষ্ণবজনকে শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতির মধ্যে বৈষ্ণবাধিকারের বিধিই মানিয়া চলিতে হইবে। শাক্ত সৌর প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট বিধি বৈষ্ণবের আচরণীয় নহে। তবে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি কথিত বৈষ্ণব বিধির অনাদরে যদি আত্যন্তিকী হরিভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা উৎপাতের কারণ হইয়া উঠে। ইহাই তাৎপর্য্য।

———

বৈষ্ণবের শ্রীশালগ্রামার্চ্চন নিত্য কর্ত্তব্য।

অভিনব ব্যবস্থাকার বৈষ্ণব-সমাজের প্রতিকূলে আর একটী ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণভিন্ন বর্ণোৎপন্ন বৈষ্ণব সদাচারী হইলেও তিনি শ্রীশালগ্রামশিলা কি শ্রীবিগ্রহ পূজা করিতে পারিবেন না। কিন্তু ভগবৎপর স্ত্রী-শূদ্রাদিরও যে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকার আছে—ইহাই বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত। যথা—

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম-শিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ? শ্রীভগবৎপরৈঃ॥"

টীকাকার এই শ্লোকোক্ত "ভগবৎপরৈঃ" পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ পূজা পরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ।" অতএব যে ব্যক্তি যথাবিধি বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজাপরায়ণ হইয়াছেন, তিনি অবশ্যই বিষ্ণু পূজাধিকারী হইবেন। কারণ, দীক্ষা দ্বারাই তাঁহার দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয় এবং সকল পারমার্থিক বিষয়ে তাঁহার অধিকার জন্মে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দীক্ষিত ব্যক্তির পূজার নিত্যতা সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—

লব্ধ্বা মন্ত্রন্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্র-দেবতাম্।
সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা॥"

আগমে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্ত্রলাভ পূর্ব্বক প্রত্যহ মন্ত্র-দেবতাকে অর্চ্চনা না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং মন্ত্র দেবতা তদীয়

অনিষ্ট সাধন করেন। আবার "পুংসো গৃহীত-দীক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ"। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন "পুংসঃ পুংমাত্রস্যেত্যর্থঃ শ্রীবিষ্ণু-দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ।" অতএব অনন্যশরণ সদাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই যে শ্রীশালগ্রামার্চ্চনে অধিকারী তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল। ফলতঃ বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিলেই তাঁহার বিষ্ণুপূজায় অধিকার জন্মে।

কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনকার বলেন "শূদ্রাদি কুলোৎপন্ন সংসার ত্যাগী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মহাত্মারাই শ্রীশিলার্চ্চনে অধিকারী।* * যাহারা পুত্রাদির সহিত সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন সেইরূপ শূদ্রাদি শ্রীবিষ্ণু পরায়ণ বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের শিলার্চ্চনাদি গ্রহণ দম্ভতা মাত্র"

পূর্বপক্ষকারের এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, টীকাকার—"শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষাগ্রহণ মাত্রেণ সর্ব্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূজায় গৃহী ও ত্যাগী নির্ব্বিশেষে ভগবৎ-পর ব্যক্তি মাত্রেই শ্রীশালগ্রাম পূজায় অধিকার দিয়াছেন।" যদি বলেন—অধিকার লাভ করিলেও স্বয়ং পূজা করিতে পারেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণই করিবে। এরূপ আশঙ্কাও থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে "ব্রাহ্মণৈস্তৈব পূজ্যোঽহমিত্যাদি" স্মৃতির বচনকে অবৈষ্ণবপর বলিয়া খণ্ডন করিবেন কেন? বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ ব্যক্তিরও সর্বদেশে স্বয়ং পূজা করিবার সদাচার পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের বঙ্গদেশেও বিরল নহে। গৃহীবৈষ্ণবগণের দারা-পুত্র থাকিলেও বহির্ম্মুখ সংসারের সহিত তাঁহাদের একত্র গণনা

হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারা তাঁহাদের গার্হস্থ্যও শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া থাকেন। যথা—

"দাসীর্দাসাংশ্চ যৎকিঞ্চিৎ স্বকীয়ং বস্তুমাত্মনঃ।
কৃষ্ণভক্তস্য গার্হস্থ্যং সর্ব্বং কৃষ্ণে নিবেদনম্ ॥"

পুনশ্চ শ্রীহরিভক্তি-কল্পলতিকায়—

"সুতো দারাভৃত্যঃ স্বজন সুহৃদো যে পরিজনাঃ
ভবৎকর্ম্মণ্যেবানিশমিহ নিযুক্তা ধনমপি।
যদি স্যাৎ ত্বৎ পাদার্পিতমপি গৃহং চেন্মধুরিপো
তদাস্মাভির্দাস্যৈর্জিতমিহ গৃহস্থৈরপি সদা ॥"

অতএব গৃহাদি দাস্যেরই অনুকূল। সুতরাং গার্হস্থ্য ভগবদ্ধর্ম্মের বাধক নহে। অনন্য শরণ গৃহীবৈষ্ণবগণ বহির্ম্মুখ জনগণের ন্যায় সংসার ধর্ম্ম করেন বটে, অর্থাৎ বিবাহ, সন্তানোৎপাদন অর্থোপার্জ্জন গৃহনির্ম্মাণাদি কর্ম সম্পন্ন করেন, কিন্তু তাঁহারা সে কর্ম্মফল আত্মসাৎ করেন না ভগবদ্দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। সন্তানোৎপাদন দ্বারা ভগবদ্দাস বৃদ্ধি করিয়া একটী পারমার্থিক সংসার পত্তন করেন মাত্র। ইহাতে পরস্পর শ্রীভগবৎ কথার আলোচনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ক্রমশঃ ভক্তিরই স্ফুরণ হয়। এই জন্যই শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশল কর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তা যাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতা ॥"

অতএব অনন্যশরণ গৃহী বৈষ্ণবমাত্রেই যে শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চনে অধিকারী তাহাতে সন্দেহ কি?

অনন্তর পূর্ব্বপক্ষকার শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার্চ্চনের আজ্ঞা করেন, এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈষ্ণবের শ্রীশালগ্রামার্চ্চনের অধিকার নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথকে কেন যে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা পূজা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার যখন কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই তখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কুলোদ্ভব বৈষ্ণব শালগ্রামার্চ্চন করিতে পারিবে না—এইরূপ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে শ্রীপাদ সনাতনের দ্বারা বৈষ্ণব স্মৃতিতে ভগবৎপর স্ত্রীশূদ্রাদিও শ্রীশিলার্চ্চনে অধিকারী এরূপ ব্যবস্থা লেখাইতেন না। অথবা "ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিত্যাদি" স্মৃতির বাক্যকে অবৈষ্ণব পর বলিয়া খণ্ডন করাইতেন না। পূর্ব্বপক্ষকার টীকায় লিখিত—"যতো বিধি নিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তীতি দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণামিত্যাদিবচনৈঃ। ইত্যাদি" উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উহা ত্যাগী বৈষ্ণব সম্বন্ধে; কিন্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত। যেহেতু, অবৈষ্ণব ত্যাগীও দৈব ও পৈত্র কর্ম্মাদিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে বৈষ্ণবের বিশেষত্ব কি প্রকারে হইল? ত্যাগী কাহাকে বলে? "সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ গীতা। বৈষ্ণব সর্ব্বদা কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিত বলিয়া সকল অবস্থাতেই ত্যাগী সুতরাং তাঁহার অধিকার থাকিবে না কেন? আরও স্মৃতিকার বলেন—

"অতো নিষেধকং যদ্ যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

এই যে স্বয়ং কারিকা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নহে; ইহা সমর্থনের জন্যই টীকাকার "দেবর্ষিভূতাপ্তাদি" শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে বিশেষ-বিধি দ্বারা সামান্য বিধি প্রমাণিত করিয়াছেন।

অথবা এমন হইতে পারে, শ্রীগণ্ডকী শিলার ন্যায় শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাও যে বৈষ্ণবগণের পরমার্চনীয় বস্তু, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্তই স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল রঘুনাথকে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা পূজা করিতে আজ্ঞা করেন। শ্রীশালগ্রামশিলা বৈষ্ণবমাত্রেই তো পূজা করিবেন; বিশেষ শ্রীশালগ্রাম পূজা যখন বৈধী ভক্তির অন্তর্গত। সুতরাং রাগানুগ ভক্তের উজ্জ্বল আদর্শ শ্রীল রঘুনাথের দ্বারা যদি শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার্চন প্রকাশ হয়, তাহা হইলে বৈধ ও রাগানুগ উভয় শ্রেণীর ভক্তগণ দ্বারাই শ্রীশালগ্রামের ন্যায় শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার্চ্চনও অনুষ্ঠিত হইবে। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার্চ্চন করিতে দিয়াছিলেন।

অথবা যে গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীমন্মহাপ্রভু তিন বৎসর ধারণ করিলেন। শুধু ধারণা করা নয়, যাঁহাকে কৃষ্ণ কলেবর বলিয়া—

"——কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু শিরে করে॥
নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর॥"

তখন সেই শিলা যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ, তাহাতে সন্দেহ কি ? বিশেষ শ্রীমন্মহাপ্রভু ৩ বৎসর কাল শ্রীঅঙ্গে ধারণ করায় তাহাতে বহু শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। এমন অপূর্ব বস্তু শ্রীরঘুনাথের ন্যায় অন্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন অন্য কেহই পাইবার যোগ্যপাত্র নহেন। সুতরাং রঘুনাথকে এই প্রসাদী শিলামালা অর্পণ, ইহা পূর্ণ অনুগ্রহের পরিচায়ক। অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে শ্রীশালগ্রাম শিলার্চ্চনে অনধিকারী বলিয়া যে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করিয়াছেন তাহা কখনই সঙ্গত নহে। তাহা হইলে শ্রীরঘুনাথ অবশ্যই এ কথা উল্লেখ করিতেন। শ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায় কি, তিনি কি উদ্দেশ্যে রঘুনাথকে শিলামালা দিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ সেই শিলামালা প্রাপ্ত হইয়া কি ভাবিয়াছিলেন ; তাহা তো স্পষ্টই উল্লিখিত আছে—

"রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায় তাই ভাবনা করিল॥
শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা চরণে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য

চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব স্মৃতিমতেই শ্রীশালগ্রামশিলায় নিজাভীষ্ট শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা বৈষ্ণবগণের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে—"মনুষ্যেতেষু সর্বোষামধিকারোঽস্তি দেহিনাং।" ইত্যাদি অর্থাৎ প্রণবযুক্ত রামমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শ্রীশালগ্রাম শিলায় নর-

নারী সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিতে অধিকারী হইবেন। আবার নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-স্মৃতি "বৈষ্ণবধর্ম-সুরদ্রুম-মঞ্জরী"তে শ্রীশালগ্রাম বর্ণন প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। "সর্ব্বার্চ্চাসু শালগ্রামশিলায়া আবশ্যকত্বং। তথোক্তং পাদ্মে— শালগ্রাম শিলা পূজা বিনা যোহশ্নাতি কিঞ্চনেত্যাদি" অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামশিলাতেই সর্ব্বপূজাবিধান কর্ত্তব্য। এমন কি শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহাকে কল্প-কোটীকাল শ্বপচবিষ্ঠার কৃমি হইতে হয়।

অতএব বৈষ্ণব-স্মৃতির মতে গৃহী বা ত্যাগী বৈষ্ণব-ভেদে শিলার্চ্চনায় অধিকারী অনধিকারী ভেদ কথিত হয় নাই। যখন শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন ব্যতিরেকে সাধারণ বৈষ্ণব পদবাচ্য হয় না, তখন গৃহী-ত্যাগী ভেদ থাকিবে কিরূপে? বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণ "গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষা চ বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ ॥" এস্থলে নর শব্দ, সাধারণ মনুষ্যমাত্রকেই বুঝাইতেছে। বিষ্ণুপূজা শব্দে শ্রীশালগ্রাম পূজা যোগ রূঢ়ি মুখার্থ পঙ্কজ শব্দবৎ। পঙ্কজ বলিলে যেমন পঙ্কেজাত অন্য কিছু না বুঝাইয়া কেবল পদ্মকেই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ বিষ্ণুপূজা বলিলে শ্রীশালগ্রামপূজাকেই বুঝাইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রৌত প্রমাণও লক্ষিত হয়। যথা "দেবভূত্বা দেবং যজেৎ। অবিষ্ণুর্নার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিত্যাদি" অর্থাৎ দেবতাতে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বৈষ্ণব না হইলে বিষ্ণু পূজা করিবে না। ইহাতে জাতি ভেদ বা আশ্রম ভেদের কোন কথা উল্লিখিত হইল না তো? জানি না, পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকার কি স্বার্থ সাধনের

উদ্দেশ্যে এমন অশাস্ত্রীয় অবৈষ্ণবপর কাল্পনিক ব্যবস্থা প্রচারে সাহসী হইলেন। ইহা কি ধর্ম্ম প্রচার—না ব্যাসা-জাল বিস্তার ?

বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবরণে এরূপ ঘোর স্মার্ত্তবাদ প্রচারে যত্নশীল কেন ? স্বয়ং রঘুনন্দন যে পার্থক্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকার সে পার্থক্য উঠাইয়া দিতে চাহেন কি ? শ্রীমৎ **রঘুনন্দন** বার-ব্রত-আচার সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে বৈষ্ণবাবৈষ্ণব মত ভেদে পৃথক্ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন।—**একাদশী তত্ত্বে**—"অরুণোদয়-বেলায়াং দশমী দৃশ্যতে যদা। তদ্দিনে তৎপরিত্যজ্য বৈষ্ণবৈকাদশী অর্থাৎ অরুণোদয়কালে দশমী দৃষ্ট হইলে বৈষ্ণবগণ সেই দিনে একাদশী ত্যাগ করিয়া পরদিন শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন।

আবার বৈষ্ণবের প্রতি অন্য দেব-নির্ম্মাল্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষ্ণু-নৈবেদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন ; যথা—

"পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতঃ।
অন্য দেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥"
যো যো দেবার্চ্চনরতঃ স তন্নৈবেদ্যভক্ষকঃ।
কেবলং সৌর শৈবো তু বৈষ্ণবো নৈব ভক্ষয়েৎ॥"

যদিও স্মার্ত্ত-পণ্ডিত স্ত্রী-শূদ্রের প্রতি শিব-বিষ্ণু-স্পর্শনে অনধিকার লিখিয়াছেন—

"স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রানাঞ্চ জনেশ্বর।
স্পর্শনে নাধিকারোঽস্তি বিষ্ণৌ বা শঙ্করেঽপি বা॥"

তথাপি স্বয়ম্ভূ অনাদি লিঙ্গে স্ত্রীশূদ্রাদি সাধারণের স্পর্শাধিকার লিখিয়াছেন। কাশীধামে শ্রীবিশ্বেশ্বরে ও একাম্রকাননে শ্রীভুবনে-

শ্বরের সর্ব্বসাধারণের স্পর্শাধিকার সম্বন্ধে শিষ্টাচার আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন সম্বন্ধেও অনাদিলিঙ্গ স্বয়ম্ভুবৎ বৈষ্ণবের পক্ষে অধিকার শাস্ত্র ও সদাচার সম্মত। স্মৃতি স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন—

"কামাসক্তোঽপি লুব্ধোঽপি শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
ভক্ত্যা বা যদি বাভক্ত্যা কৃত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥"

সর্ব্বদেব-পূজনং শালগ্রামে কর্ত্তব্যং। দেবপূজায়াং সর্ব্বেষা মধিকারঃ।" পুনশ্চ শ্রীমৎ রঘুনন্দন স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয় আহ্নিকতত্ত্বে 'নার্চয়েৎ শববাহিনীং' শ্রীশালগ্রামে কালীপূজা করিবে না। ভগবদ্ভক্তের প্রতি যে ৩২ প্রকার সেবাপরাধ আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তের প্রতিই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"তে চাপরাধা র্ব্বরাহপুরাণান্নিষ্কৃষ্য লিখ্যতে। ভগবদ্ভক্তানাং অনিষিদ্ধদিনে দন্তধাবনমকৃত্বা বিষ্ণোরুপসর্পণং, মৃতং নরং স্পৃষ্ট্বাস্নাত্বা বিষ্ণুধর্ম্ম করণ মিত্যাদি।"

এস্থলে "ভগবদ্ভক্তগণের" বলায় কোন হরিভক্তের প্রতি নিষেধ সূচিত হইল না। যদি কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত আপত্তি করেন যে, এস্থলে যদিও জাতিভেদ উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু স্থানান্তরে আছে"—তাহা হইলে আমরাও বলিতে পারি, স্থানান্তরে ভগবদ্ভক্তের মহিমাও তো বর্ণিত আছে। "আহ্নিকে" শ্রীবিষ্ণু-পূজাপ্রকরণ ধৃত বরাহপুরাণ বচন। যথা—

সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতো বাপি দৃষ্টঃ সংস্পৃষ্টোঽপি প্রিয়ে।
পুনাতি ভগবদ্ভক্ত শ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥

এতজ্ জ্ঞাত্বা তু বিদ্বদ্ভিঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ।
বেদোক্ত-বিধিনা ভদ্রে আগমোক্তেন বা সুধীঃ॥

তথাহি নারসিংহে—

"অষ্টাক্ষরেণ দেবেশং নরসিংহমনাময়ম্।
গন্ধ পুষ্পাদিভির্নিত্যমর্চ্চয়েদর্চ্চিতং নরঃ॥
তথা গন্ধপুষ্পাদি সকামেব নৈব নিবেদয়েৎ।
অনেক ওঁ নমঃ নারায়ণায়েত্যনেন। ইত্যাদি।"

উল্লিখিত প্রমাণে 'ভগবদ্ভক্ত, চণ্ডাল ও নর' শব্দ সাধারণ-ভাবে উক্ত হওয়ায় ভগবদ্ভক্ত আচণ্ডাল পর্য্যন্ত "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" মন্ত্রে শ্রীশালগ্রাম বিষ্ণুর পূজা করিবেন॥ হায়! যে স্মৃতিনিবন্ধ-কারের শাসনের দোহাই দিয়া পূর্ব্বপক্ষকার বৈষ্ণবগণকে নির্য্যাতিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই উদার ঋষিকল্প স্মৃতিকর্ত্তা বৈষ্ণ-বের সম্বন্ধে কি সমীচীন ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা দেখিলেন কি? এই সকল সুপ্রসিদ্ধ সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও যাহারা তাহা স্বীকার না করে তাহারা নিতান্ত অসুর-স্বভাব চিরকাল ভগবদ্ভক্তদ্বেষী বুঝিতে হইবে।

অতএব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীগোবর্ধনশিলা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই যে, বুঝিতে হইবে ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব শ্রীশালগ্রাম পূজা করিতে পারিবেন না, এমন অপসিদ্ধান্ত কদাচ সুধীসমাজে গ্রাহ্য হইতে পারে না। যেহেতু, শাস্ত্রে ব্যাধেরও শিলার্চ্চন প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। ফলতঃ অধিকার বিষয়ে ভাগবত-ধর্ম্মে শুদ্ধ সদাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই যে অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধবিধি

অনন্য-শরণ গৃহীবৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধ বিষয়ে কেবল মালসাভোগ দিয়াই সারেন না। তাঁহারা সেই ভগবৎপ্রসাদ পিতৃগণকে নিবেদন করিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের এই বিধির অনুবর্ত্তী হন। যথা—

"বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

শ্রী শ্রীমহাপ্রভুর শাখা শ্রীল হরিদাসাচার্য্যের তিরোভাব-মহোৎসব এই ভোগ-প্রসাদ দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মৃতির অনুসরণ করা হয় নাই। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"তোমার মনের কথা কহিয়ে বিরলে।
অন্য ক্রিয়া নাই বৈষ্ণব মণ্ডলে॥
দ্বাদশী দিবসে করি পরম যতন।
বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণে করিব অর্পণ॥
কৃষ্ণের প্রসাদি দ্রব্য দিব্য পাত্রে ভরি।
হরিদাসাচার্য্যে সমর্পিব যত্ন করি॥
ঐছে বৈষ্ণবের বহু ক্রিয়া মু শুনিলু॥
তুমি না জানহ তেঞি কিছু জানাইলু॥
এ কথা শুনিয়া কহে এই হয় হয়।
ভক্তিহীন ব্যক্তি কি বুঝিবে আশায়॥"

অনন্তর মহোৎসব দিনে কিরূপ ভাবে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, তাহা শুনুন—

"জানিয়া শ্রীপ্রভুর ভোজন অবসর।
ভোগ সরাইতে প্রেমে পূর্ণ কলেবর॥
তাম্বূল অর্পণ কৈলা আচমন দিয়া।
দেখি নৈবেদ্যের শোভা জুড়াইল হিয়া॥
অন্য পাত্রে প্রসাদান্ন অনেক যতনে।
হরিদাসাচার্য্যে সমর্পিলেন নির্জ্জনে॥

*　　*　　*

ভক্ষণাবসর জানি আচমন দিলা।
প্রসাদি তাম্বূল আদি যত্নে সমর্পিলা॥"

কই, এ স্থলে কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মৃতির বিধান মতে শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুসরণ করা হইল না তো। অনন্য-শরণ গৃহীবৈষ্ণব এই সদাচারেরই অনুসরণ করেন। শাস্ত্রেও দেখিতে পাই, যথা বশিষ্ঠ-সংহিতায়—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

বশিষ্ঠ সংহিতা।

এস্থলে পৈত্র শব্দে বহির্ম্মুখভাব বশতঃ পিতৃতর্পণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরত্বই বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ "সৎক্রিয়া সারদীপিকা" নাম্নী পদ্ধতিকার বৈষ্ণবগণের প্রতি কেমন সুন্দর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন, দেখুন—

"তথা জীবতি মহাগুরৌ পিতরি সতি ভক্ত্যা তৎ সেবনাদিকং বিনা তস্মিন্ যথাকালে যথা তথা পঞ্চত্ব মাপন্নে সতি তন্নৃতাহঃ প্রাপ্য বর্ণাশ্রমাদিষু সর্ব্বজীবেষু ভূরি ভোজন মাচরণ ব্যতিরেকেন

যদি মদ্ভক্তাস্তু তদা ব্রাহ্মণাদিজীবমাত্রেষু বিশেষতঃ বৈষ্ণবেষু চ সংজান্নজলাদি নিবেদনং বিনা তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমন্মহাপ্রসাদচরণোদকাদি নিবেদন বাক্যং বিনা চ চেন্মদ্বহির্ম্মুখভাবতঃ তর্পণশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরত্বেন রচনা সংঘাতব্রতং যেষাং তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি বাক্য রচনা সংঘাত ক্রিয়াপরাণাং কর্ম্মিণাং তথা তে পিতৃলোকান্ যান্তি তৎ কর্ম্ম বশাৎ।" যথা শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং—

"যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভুতেজ্যাঃ যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্॥"

অতএব পূর্ব্বোক্ত সদাচারের সহিত এই শাস্ত্র-বিধির সামঞ্জস্য থাকা প্রযুক্তই জাতি-বৈষ্ণব বা অনন্যশরণ গৃহী বৈষ্ণবগণ ঐ ব্যবস্থাই মানিয়া আসিতেছেন। কেবল মালসাভোগে শ্রাদ্ধ হয় এমন কথা পূর্ব্বপক্ষকার কোথায় শুনিলেন? তবে যে সকল বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বর্ণাশ্রমী উভয় স্মৃতি (কর্ম্মকাণ্ডীয় ও বৈষ্ণবস্মৃতি) মানিয়া চলেন, তাঁহারাই শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মৃত্যানুসারে পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবেন, ইহাই সুধীগণের পরামর্শ. আবার মালসার নামে চটিলে চলিবে কেন? শ্রীশ্রীপ্রভুগণই তো প্রথমে মালসাদ্বারা ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন? পানিহাটি প্রভৃতির মহোৎসবের ব্যাপার কি আদৌ পাঠ করেন নাই? সে যাহা হউক,

শ্রাদ্ধ কাহাকে বলে?

"সংস্কৃত ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥"

ইতি **পুলস্ত্যবচনাৎ** "শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দনং শ্রাদ্ধম্" ইতি বৈদিক প্রয়োগাধীন যৌগিকম্। শ্রাদ্ধতত্ত্বে।

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য দানের নামই শ্রাদ্ধ। **আত্রেয় মুনির পুত্র নিমি কর্ত্তৃকই পুত্রের উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধবিধি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।** বরাহ পুরাণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণবগণ এই মূলবিধি অনুসরণ করিয়াই মৃতব্যক্তি বা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদ নিবেদন করিয়া থাকেন। **অতএব বৈষ্ণবের প্রেতত্ব না থাকায়,** বৈষ্ণবগণ সাধারণ জনগণের ন্যায় প্রেতত্ব-খণ্ডন উদ্দেশ্যে কোন আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম করেন নাই বলিয়াই যে, বলিতে হইবে বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধ করে না, কেবল মালসাভোগ দিয়াই সারে? ইহা কি অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া বৈষ্ণবদিগের আচার ব্যবহারের অযথা কুৎসা করা, যে নিতান্ত অসঙ্গত. তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অধিকন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুগণের মালসাভোগ প্রণালী যখন পূর্ব্বাপর সদাচার-রূপে সর্বত্র পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে তখন সেই মালসাভোগ সম্বন্ধে 'ছড়ায়' লহর তুলিয়া 'ছেবলামী' প্রকাশ ভাল হইয়াছে কি?

[বৈষ্ণবের মৃতদেহ সমাধি করা বা সমাজ দেওয়া সম্বন্ধে পূর্ব-পক্ষকার যে অশাস্ত্রীয় অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তৎ-সম্বন্ধে আমরা কিছু না বলিয়া "বৈষ্ণব-সমাজ" নামক পত্রে যে একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

বৈষ্ণবের মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করা সমাধি দেওয়া বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা

বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদ-প্রণিহিত ধর্ম্ম। সুতরাং বৈষ্ণবের আচার-ব্যবহার সমস্তই বেদাদিশাস্ত্র-সম্মত এবং ভক্তি ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুকূল। হিন্দু-সাধারণের মধ্যে মৃতদেহ অধিকাংশস্থলে অগ্নিতে দগ্ধ করিবার প্রথাই পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবজাতির মধ্যেও এই দাহ-প্রথা যে একেবারে প্রচলিত নাই, তাহা নহে। অনেক স্থলে বৈষ্ণবগণ মৃতদেহ দগ্ধ করিবার পর অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অস্থি লইয়া শ্রীতুলসী ক্ষেত্রাদি পবিত্রস্থানে সমাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশস্থলে বৈষ্ণবের সর্ব্বাবয়ব মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের এইরূপ মৃতসংকার পদ্ধতিকে সাধারণ অজ্ঞব্যক্তি যাহাই বলুক না কেন, অনেক বিদ্যাশূন্য বিদ্যাভূষণ এমন কি গোস্বামী উপাধিভূষিত অনেক বৈষ্ণববিদ্বেষ্টাও বৈষ্ণব সমাজে চিরপ্রচলিত এই বিশুদ্ধ বৈদিক-প্রথাকে অনাচার ম্লেচ্ছাচার বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। তাঁহাদের ধারণা "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি বা সমাজ দিয়াছিলেন, তাহারই দৃষ্টান্তে বৈষ্ণবগণ মৃতপিত্রাদির সমাজ দিয়া থাকেন।" এইরূপ অসঙ্গত অশ্রাব্য মন্তব্য প্রকাশ বাল সুলভ চপলতা বা বৈষ্ণব-নিন্দার চূড়ান্ত নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

সে যাহা হউক বৈষ্ণবের মৃতদেহের মৃৎ সংস্কার বা সমাজ দেওয়ার পদ্ধতি যে দাহ-প্রথার ন্যায় শ্রুতিসম্মত এবং সম্পূর্ণ বৈধ, তাহা

নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বোধ-গম্য হইবে। যথা—

“উপসর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্।
উর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতে রুপস্থাৎ॥ ১০
উচ্ছ্বাংচস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম উর্ণু হি॥ ১১
উচ্ছ্বংচমানা পৃথিবী সুতিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চ্যুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র॥ ১২

ঋগ্বেদ—১০ম, মণ্ডল ১৮ সূক্ত ১০—১২ ঋক্।
অথর্ব বেদ ১৮।৩।৪৯,
তৈ° আ° ৬।৭।১

হে মৃত! জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকট গমন কর। ইহা সর্ব্বব্যাপিনী; ইহার আকৃতি সুন্দর, ইনি যুবতীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশিকৃত মেষলোমের মত কোমলস্পর্শ হয়েন। তুমি দক্ষিণাদান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি যেন নির্ঋতি (অকল্যাণ) হইতে তোমাকে রক্ষা করেন।

হে পৃথিবি! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাকে পীড়া দিওনা। ইহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী ও উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।

পৃথিবী উপরে স্তুপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্রধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে

ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক। প্রতিদিন এইস্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্বরূপ হউক ”

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে বৈষ্ণবমৃতের মৃৎ-সমাধি বা সমাজ পদ্ধতি যে শ্রীমৎহরিদাসঠাকুরের সমাধির অনুকরণ নহে, পরন্তু বিশুদ্ধ বৈদিকপ্রথা, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। আবার ঐ সময়ে দাহ প্রথাও প্রবর্ত্তিত ছিল। যথা—

“মৈনমগ্নে বি দহো মাভিশোচো, মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরং।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদো,হথেমেনং প্রহিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ॥”

ঋগ্বেদ—১০ম মণ্ডল, ১৬ সূক্ত ১ম ঋক্।

অথর্ব বেদ—১৮।২।৪, তৈ আ ৬।১।৪।

হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না, ইহাকে ক্লেশ দিও না। ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয়, তখনই ইহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দিও।

ফলতঃ সেই স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে খনন ও দাহ এই উভয় প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। এই উভয় প্রথার মধ্যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ খনন প্রথার (ভূগর্ভে প্রোথিত করার) অধিক পক্ষপাতী হইলেন কেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত ঋক্‌গুলি আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। মৃতের জন্য পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, “হে পৃথিবী! জননী যেমন স্নেহপূর্ব্বক অঞ্চল আবৃত করিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে লয়, তুমিও সেইরূপ এই মৃতকে গ্রহণ কর এবং দেখো, যেন ইহার অকল্যাণ না হয়।” আর অগ্নির

নিকট প্রার্থনা করা যাইতেছে—"হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে ভস্ম করিয়া ক্লেশ দিও না। তোমার তাপে ইহার শরীর দগ্ধ হইতে থাকিলে তখনই ইহাকে পিতৃলোকে পাঠাইয়া দিও।" জীবনান্তে **শ্রীভগবদ্ধামে** ভগবদ্দাস্যলাভই বৈষ্ণবের লক্ষ্য; সুতরাং ইহাই বাঞ্ছনীয়,—প্রার্থনীয়। অতএব বৈষ্ণব-মৃতদেহকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া তাঁহাকে স্বধাম হইতে পিতৃলোকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে যাইবেন কেন? গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্॥"

অর্থাৎ যাঁহারা দেবব্রত তাঁহারা দেবলোকে এবং পিতৃব্রত-গণ পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকেন আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন।

এইজন্যই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ দাহপ্রথা গ্রহণ না করিয়া ভক্তি-ধর্ম্মের অনুকূলবোধে খনন-প্রথাই গ্রহণ করিয়াছেন। দাহ না করিলে মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া লোপ হয় বলিয়া প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্রে দাহপ্রথার প্রতি যে অধিক দার্ঢ্যপ্রকাশ দেখা যায়, স্মৃতির ঐ ব্যবস্থা অবৈষ্ণবপর বলিয়াই জানিবেন। কারণ, **বৈষ্ণবের প্রেতত্ব নাই।** সুতরাং প্রেতকার্য্য করিতে গেলে বৈষ্ণবকে নামাপরাধী হইতে হয়। বৈষ্ণব মৃত পিত্রাদিকে শ্রীভগবদ্ধাম হইতে টানিয়া আনিয়া ভূত-প্রেত সাজাইয়া পুনরায়

তাঁহার ঊর্দ্ধগতির চেষ্টা করিতে যাইবেন কেন? গৃহস্থ-বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব ভেদে গতির তারতম্য না থাকায়, বিশুদ্ধাচারী বৈষ্ণব মাত্রেই মৃত-সৎকার খনন-প্রথা অনুসারে করিতে পারেন। এই বৈষ্ণব-সমাজে এবং গৌড়ীয়-গোস্বামী ও মহন্তগণের মধ্যে এই সদাচার বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব বৈষ্ণবের সমাধি দেওয়া যে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আবার যাঁহারা বৈষ্ণবের এই সমাজ-প্রথাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এমন কি ম্লেচ্ছাচার বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না, তাঁহাদের মধ্যেও আবার অবস্থা বিশেষে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন একটী দেড়বৎসরের শিশুকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয়, তখন ইহা ঘৃণিত দূষণীয় গণ্য হয় না তো? ইহাও তো বৈদিক প্রথা অনুসারেই করা হইয়া থাকে। আবার সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

"সন্ন্যাসীনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈ র্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের মৃতদেহ কখন দাহ করিবে না। পরন্তু পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে কিম্বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

"দণ্ড গ্রহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ" অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ মাত্রে মনুষ্য নারায়ণ তুল্যতা লাভ করেন। সুতরাং তাঁহার স্বভাব, জন্ম ও দেহ সকলই পবিত্র। সেই পবিত্র দেহকে যথাবৎ

পূজা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করাই বিধি। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম শরণ গ্রহণ মাত্র বৈষ্ণব মায়াতীত ও চিদানন্দ-স্বরূপ হন। যথা শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"প্রভু কহে বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

অতএব বৈষ্ণবের স্বভাব, জন্ম ও দেহের দোষ দর্শনে তাঁহাকে প্রাকৃত মনে করা মহা অপরাধজনক। যথা—

দৃষ্টৈঃ স্বভাব জনিতৈ র্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূষায় চ কল্পতে বৈ॥ ১১।১৯।২৩

অর্থাৎ যে সময়ে মনুষ্য ভক্তি-প্রতিকূল সমস্ত কর্ম্ম বা কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্ম সমর্পণ করে আমি তখনই তাহাকে অপেনার সদৃশ মনে করি।

এইজন্য বৈষ্ণবের দেহকেও অতি পবিত্রভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত

করা হইয়া থাকে। আবার বৈষ্ণব যখন শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন তখন সে দেহ শ্রীভগবানের হয়। প্রভুর দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করা দাসের কার্য্য। তাই, শ্রীভগবানের নিত্যদাস বৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণবের দেহ পবিত্র ভগবদ্দ্রব্যজ্ঞানে জননী স্বরূপা ধরণীর সুকোমল অঙ্কে রক্ষা করেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কৃষ্ণ-বিরহে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীগৌরভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম সমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে!"

শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পঃ।

আবার প্রেতাত্মার সহিতই দেহের সম্বন্ধ ; বৈষ্ণবের শুদ্ধাত্মার সহিত এই অনিত্য পাঞ্চভৌতিক দেহের সম্বন্ধ ঘটাইতে গেলে অর্থাৎ দেহ না পোড়াইলে সেই আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ হইবে না, এরূপ কথা বলিলে ঘোর দেহাত্মবাদ আসিয়া পড়ে, দেহাত্মবাদ ভ্রান্তিমাত্র। এইজন্যই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই অবৈষ্ণবপর ভ্রান্তি-জালে পতিত হইতে ইচ্ছা করেন না।

অতএব স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে যে, শবের দাহ প্রথা, ভূগর্ভে প্রোথিত করা প্রথা ও নিক্ষেপ-প্রথা যুগপৎ প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটীতেও এ বিষয়ে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে।
তেভিঃ স্বরাল স্থনীতি মেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব॥

ঋগ্বেদ ১০ম। ১৫। ১৪ ঋক্।

হে স্বপ্রকাশ অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েন নাই, যাঁহারা স্বর্গমধ্যে স্বধায় দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর।

"যে অগ্নিদগ্ধাঃ যে অনগ্নিদগ্ধাঃ" এই ঋক্ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, উভয় প্রকার প্রথাই তখন প্রচলিত ছিল। পরন্তু "অনগ্নিদগ্ধা" বাক্যে ভূগর্ভে প্রোথিত করা ব্যতীত নিক্ষেপ প্রথাও সূচিত হইতে পারে। সুতরাং ঋগ্বেদের সময়েও যে নিক্ষেপ প্রথা ছিল, এরূপ অনুমান অমূলক নহে। অথর্ববেদে ত্রিবিধ শব-সংকার প্রথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অথর্ববেদের আহ্বান মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

"যে নিখাতা যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতা।
সর্বাং স্তাং নগ্ন আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে॥"

১৮। ২। ৩৪

হে অগ্নি! যাঁহারা ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছেন, যাঁহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, যাঁহাদিগকে দগ্ধ করা হইয়াছে, সেই সকল পিতৃগণকে তুমি ভোজনার্থ আনয়ন কর।

বিভিন্ন বর্ণের জন্য ঐরূপ বিভিন্ন প্রথা বিহিত হইতে পারে না। **কারণ, বৈদিককালে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না।** সুতরাং, এই তিনটি প্রথার মধ্যে কোনটীই দূষণীয় বা ঘৃণিত হইতে পারে না। এই তিনটী প্রথাই যখন শ্রুতিমূলক, তখন এই তিনটী প্রথাই নিত্য। অতএব বৈষ্ণবের সমাধি বা সমাজ পদ্ধতি যে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

এস্থলে আর একটী বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে যে, কোন কোন স্থানে বৈষ্ণবগণ আসন্নমৃত্যু আতুরের দ্বারা লবণ সংযুক্ত দান করাইয়া থাকেন এবং মৃতদেহ সমাহিত করিবার কালেও লবণ দান করিয়া থাকেন; ইহা দেখিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মনে করেন, শব শীঘ্র গলিত ও জীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ লবণ প্রদান করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা একটি শাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ আচার। গরুড়পুরাণ, উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

> "পিতৃণাঞ্চ প্রিয়ং ভব্যং তস্মাৎ স্বর্গপ্রদং ভবেৎ।
> বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতো যতোঽয়ং লবণো রসঃ॥
> বিশেষাল্লবণং দানং তেন সংসন্তি যোগিনঃ।
> ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং স্ত্রীণাং শূদ্রজনস্য চ।
> আতুরাণাং যদা প্রাণাঃ প্রয়ান্তি বসুধাতলে।
> লবণন্তু তদা দেয়ং দ্বারস্যোদ্‌ঘাটনং দিবঃ॥"

অর্থাৎ লবণ পিতৃদেবগণেরও প্রিয়, অতএব তাহা সর্ব্বকামপ্রদ হয়। ইহা বিষ্ণুদেহোৎপন্ন, সুতরাং সর্ব্বরসোত্তম। অতএব গুণবাহুল্য বশতঃ লবণযুক্ত দানই যোগিগণ প্রশংসা করিয়া

থাকেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রী যখন ইহাদের প্রাণ পৃথিবীতলে নীয়মান হয়, তখন লবণদান কর্ত্তব্য। তাহাতে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।

অতএব বৈষ্ণবগণ মৃতদেহ সমাহিত কালে বিষ্ণুদেহোৎপন্ন লবণ কেন যে দান করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় আর কাহাকে অধিক বুঝাইতে হইবে না। ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, বৈষ্ণবের আচার ব্যবহারের মধ্যে কোনটিই কপোলকল্পিত বা অশাস্ত্রীয় নহে। সুতরাং না জানিয়া শুনিয়া বৈষ্ণবের কোন আচার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সহসা একটা মন্তব্য প্রকাশ করা, ঘোর অপরাধের বিষয় নহে কি?

"অশৌচ বিচার"

আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবজাতি-সমাজে মৃতের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া যথাশাস্ত্র বৈদিকবিধান অনুসারে মহাপ্রসাদান্নে নির্ব্বাহিত হয়। ইহা ইতঃপূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বৈদিক-বৈষ্ণব জাতি পূর্বাপর ব্রাহ্মণবৎ ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব লোক প্রবাদ মাত্র নহেন - শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত। এইজন্যই আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণব-জাতি ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার-নিষ্ঠ এবং জ্ঞান ও ভক্তি পরায়ণ বলিয়া বিপ্রবৎ ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে অশৌচ কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

মৃতের প্রতি শোক-প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শনকে অশৌচ বলা যায় না। যেহেতু জননাশৌচে ত আর শোক-প্রকাশ কি সম্মান প্রদর্শন চলে না! হিন্দুর অশৌচ ওরূপ ধরণের নহে। হিন্দুর জাতীয় জীবনের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ। আধ্যাত্মিক চিন্তাই হিন্দু-জীবনের প্রধান ব্রত। যেরূপ চিত্ত-বৃত্তিতে পরমার্থ চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে, হিন্দুর পক্ষে সেইরূপ চিত্ত-বৃত্তির কালই অশৌচ কাল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আছে—

"কৃতোদকং তে ভরতেন সার্দ্ধং
নৃপাঙ্গনা-মন্ত্রি-পুরোহিতাশ্চ।
পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপুরিত নেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্॥ ৭ সঃ ২৩ শ্লোক

রামানুজ তাঁহার ভাষ্যে এই দুঃখ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অশৌচ "দুঃখমশৌচম্।" ইহা দ্বারাও দেখা যায় মৃত ব্যক্তির জন্য শোক-দুঃখাদিতে অভিভূত থাকার কালই অশৌচ কাল। অশৌচ-তত্ত্ব সম্বন্ধে স্মৃতি সংহিতাদির অনেক ব্যবস্থানুসারেও মনে হয়, শোক-দুঃখাদি দ্বারা যাঁহার হৃদয় যে পরিমাণে মোহগ্রস্ত হয় তাঁহার অশৌচ কালও সেই পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথা— "একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদ-সমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলং বেদজ্ঞো নির্গুণো দশভির্দ্দিনৈঃ॥"

পরাশর ৫৩ অঃ॥ অত্রি ৮৩।

"যথার্থতো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাং শ্চেন্ন সূতকী॥ ৪॥

ঋজর্ত্বিগ, দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিণাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৫ ॥
একাহস্তু সমাখ্যাতো যোহগ্নিবেদ-সমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরে চৈব দ্বি ত্রি চতুরহস্তথা ॥ ৬ ॥ দক্ষঃ ॥

পরাশর ও অত্রি উভয়ের মতেই সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিন অশৌচ, কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিন দিন এবং নির্গুণ ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ কাল। দক্ষ ঋষির মতে যিনি চারিবেদ ও তাহার ছয় অঙ্গ, কল্প ও রহস্য সহিত সবিশেষ জানিয়াছেন এবং যিনি তদনুরূপ ক্রিয়াবান, তাঁহার অশৌচ হয় না। সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিনে শুদ্ধি, ক্রমশঃ হীনতর ব্রাহ্মণের দুই, তিন বা চারি দিনে শুদ্ধি।

এই সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা দেখা যায়, আত্মজ্ঞানের তারতম্যানুসারেই অশৌচ কালের কম বেশী হইয়া থাকে। স্মৃতি শাস্ত্রের এইরূপ অনেক ব্যবস্থা আছে। বাহুল্য বোধে সে সব বচন উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

শূদ্রের মাসাশৌচ অনেক স্মৃতিরই ব্যবস্থা। কিন্তু ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের অর্থাৎ দ্বিজগণের ন্যায় আচারবান শূদ্রের অশৌচ বৈশ্যবৎ ১৫ দিন।

"শূদ্রানাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায় বর্ত্তিনাম্।
বৈশ্যবচ্ছৌচ কল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্ ॥ মনু ১৪০।৫ অঃ।

স্মৃতি শাস্ত্রের এইসব ব্যবস্থা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানের তারতম্যানুসারে শোক মোহাদি দ্বারা যিনি যে পরিমাণে অভিভূত হইবেন, তাঁহার অশৌচ কালও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—যেরূপ মানসিক অবস্থাসম্পন্ন হইলে হিন্দু জীবনের প্রধান লক্ষ্য ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত হয়, সেই অবস্থাই অশৌচাবস্থা। অশৌচের সহিত মনের সম্বন্ধ, কেবলমাত্র জননাশৌচে জননী ভিন্ন কোন অশৌচেই শরীরের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

যে সময় লোকের চিত্ত শোক, মোহ বা আনন্দাতিশয্যের দ্বারা অভিভূত থাকে, সেই সময়কেই অশৌচ কাল হয় বলিয়াই, আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে অবস্থা বিশেষে অশৌচ কালের এত ইতর-বিশেষ দেখিতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মহীপতীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুতা তথা।
গোব্রাহ্মণার্থে সংগ্রামে যস্য চেচ্ছতি ভূমিপঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ৩য়। ২৭

ঋত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞিয়ং কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্।
সত্রিব্রত ব্রহ্মচারি দাতৃ ব্রহ্মবিদাং তথা॥ ৩য়। ২৮।
দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশ-বিপ্লবে।
আপদ্যপি হি কষ্টায়াং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥

২৯। ৩অঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সব্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাগ্নিশ্চ যো দ্বিজঃ।
রাজ্ঞশ্চ সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ॥

পরাশর ২৮।৩ অঃ।

এই সমস্ত স্মৃতি বচনের দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, যে

স্থানে চিত্ত শোক মোহাদির অতীত অবস্থায় থাকে সেই সেই স্থলে সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর সংহিতার মতে রাজার সদ্যঃশৌচ ব্যবস্থা দেখা যায়। অবশ্য প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আদর্শ এখন আমাদের ধারণার অতীত; কাজেই রাজার পক্ষে সদ্যঃশৌচ ব্যবস্থার কারণ সহজে লোককে বুঝান কঠিন। কিন্তু এই সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রে অন্যান্য যে সব স্থলে সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে মানসিক অবস্থার সহিতই যে অশৌচের সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। যজ্ঞীয় কর্ম্মরত ও পুরোহিতাদির যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন বা ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী, দান কার্য্যরত বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির অশৌচ হইবে না। কারণ ইহাদের চিত্ত আরব্ধ কার্য্যে বা ব্রহ্ম-চিন্তায় এরূপ বিভোর যে তথায় শোক মোহাদির কোন স্থান নাই। আরব্ধ দান কার্য্যে, বিবাহে বা যজ্ঞে, যুদ্ধে দেশ-বিপ্লবে, আপৎকালে বা ক্লেশকর অবস্থাতে সদ্যঃশৌচ হইবে। কারণ এই সব স্থলেও চিত্ত এরূপ একাগ্রতার সহিত একমুখী থাকে যে শোক মোহাদির আঘাতে চিত্তের সে একাগ্রতা নষ্ট করিতে পারেনা।

পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায়—যে যে অবস্থায় লোকের চিত্তে স্থৈর্য্য আসিতে পারে না, সেই সেই অবস্থা-প্রাপ্ত লোক সর্ব্বদাই অশুচি। যথা—

"ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥

১০২। অত্রি॥৯৬ অঃ।

ব্যসনাসক্ত-চিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
স্বাধ্যায় ব্রতহীনস্য সততং সূতকং ভবেৎ ॥ ১০৩। অত্রি
ব্যসনাসক্ত চিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
শ্রদ্ধাত্যাগ-বিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ ॥

১০ '৬ অঃ। দক্ষঃ।

অশৌচ জিনিসটী কি তাহা এখন বোধ হয়, অধিক বুঝাইতে হইবে না। অতএব বৈদিক-ব্রহ্মবৈষ্ণবদিগের অর্থাৎ আলোচ্য বেদাচার-সম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈষ্ণব-জাতির শাস্ত্রানুসারে কোন সূতক-সম্ভাবনা না থাকিলেও লোকব্যবহারতঃ ব্রাহ্মণবৎ ১০ দিন অশৌচ পালনের সদাচার পূর্ব্বাপর প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা ইচ্ছামত ৭৮ দিন বা অনির্দ্দিষ্টদিন অশৌচের ভান করেন, তাঁহাদের হইতে আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবজাতি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা বলাই বাহুল্য।

গদাধর-পদ্ধতি, কালসার ও মিতাক্ষরা যাজ্ঞবল্ক্য গ্রন্থে সকলবর্ণেরই দশাহাশৌচ ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষে বিশেষতঃ উৎকলে, মেদিনীপুরে ও হুগলী জেলাতেও অধিকাংশ স্থানে দশাহাশৌচ প্রচলন আছে।

গদাধর পদ্ধতৌ কালসারঃ (২৮৮, ২৮৯ ' সর্ব্বে বর্ণা অহোভি-র্দশভিরিহাগতৈঃ সঙ্করাশ্চানুলোমোৎপন্না শুদ্ধ্যন্তীতি। যদ্যপি-শুদ্ধ্যেৎ বিপ্রো ইত্যাদি মনুনোক্তম্, তথাপি—

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা।
দশাহাৎ শুদ্ধিরেবৈবমিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ ॥

প্রধানবক্তা—সর্ব্বানন্দভারতী

শ্রীশ্রীধরচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিরত্ন

গোপালপুর, তমলুক, মেদিনীপুর।
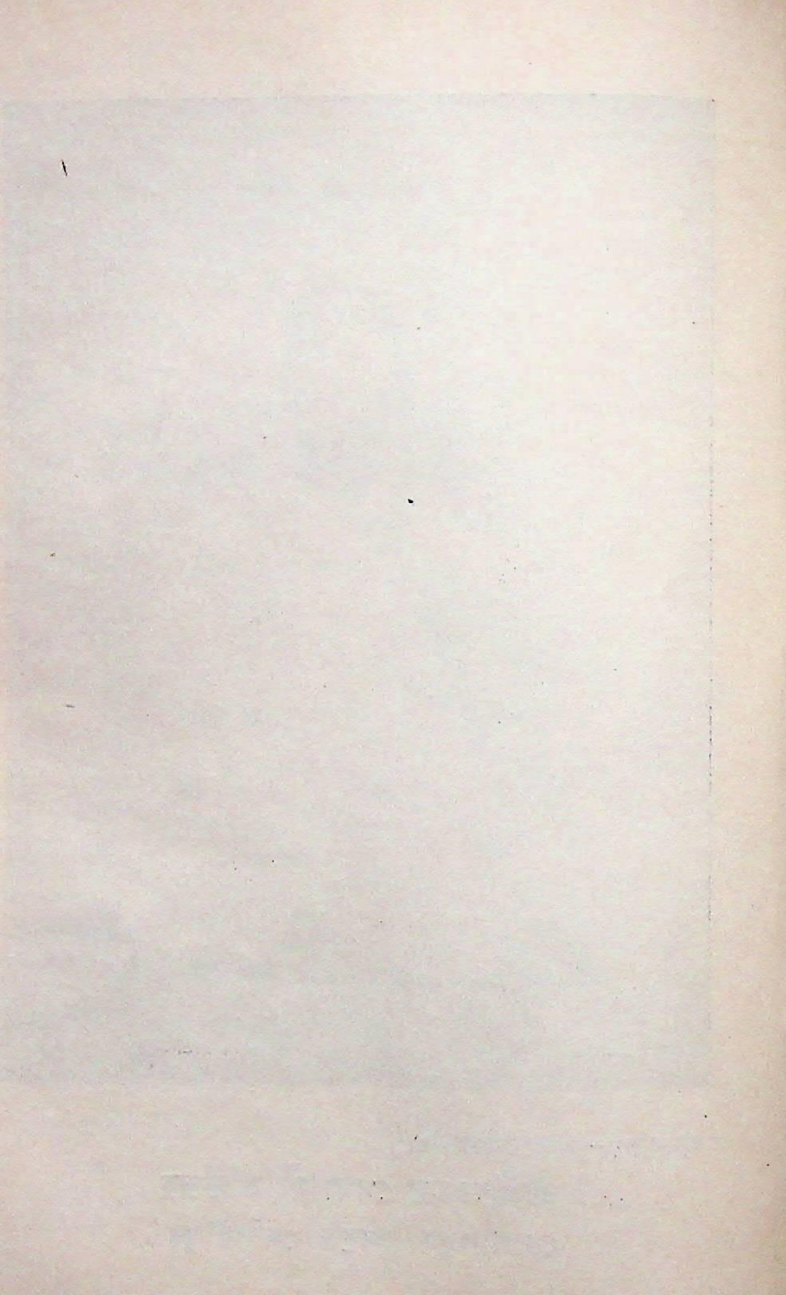
ইত্যাদি বাক্যং সর্ব্বেষাং বর্ণানাং দশাহাচারঃ। অনুলোম-সঙ্করাণা-মপি দশাহাশৌচম্।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থ মধ্যে শাতাতপ ও অঙ্গিরার অনেক বচন গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল স্মার্ত্তরঘুনন্দন শাতাতপের অঙ্গিরার ও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন ধরেন নাই বা বিরোধিতা করেন নাই।

বৈষ্ণবের দশাহাশৌচ

বিগত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২০শে ফাল্গুন তারিখ হইতে দিবসত্রয় মেদিনীপুর হাদিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস অধিকারীর ৺ঠাকুর বাটীতে এই সভার ২য় অধিবেশন হইয়াছিল। বৈষ্ণবজগদ্বরেণ্য **শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী প্রভু** সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বক্সী-চক্ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্তহংসেশ্বর কাব্যতীর্থ মহাশয় সহকারী সভাপতি ছিলেন। সভায় শতাধিক অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠিত দশাহাশৌচ আচরণের বৈধাবৈধ নির্ণয় ও বৈষ্ণব সমাজ সংস্কার সাধনই সভার মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। তমলুক গোপালপুর নিবাসী বৈষ্ণবাগ্রগণ্য **পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র ভক্তিরত্ন** মহাশয় একাকী বহু পণ্ডিতের সম্মুখে প্রায় ৬ ঘণ্টা কাল ওজঃস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করেন। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বৈষ্ণবজাতির বিপ্রবং দশাহাশৌচ বৈধ বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "বৈষ্ণব সমাজ" ১ম ভাগ, ৫ম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। বাহুল্য বোধে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইল না।

উপসংহারে—বক্তব্য এই যে "পূর্ব্বপক্ষ নিরসন"-কার, ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈষ্ণবের পক্কান্ন শ্রীনারায়ণে সমর্পিত হইলে ঐ মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণজাতি গ্রহণ করিলে শাস্ত্রানুসারে কোন দোষাবহ হয় না, স্বীকার করিয়াও "কিন্তু তদ্বিষয়ে সদাচার পাই না" বলিয়া সদাচারের দোহাই দিয়া "পরের বেলায় ভাত" এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈষ্ণবের বিষ্ণুপূজাধিকারত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যে শাস্ত্রসঙ্গত সদাচার স্মরণাতীতকাল হইতে বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে তাহার বিলোপ সাধনের নিমিত্ত যে যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে ঘোরস্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাহাতে সন্দেহ কি? নিরপেক্ষ সুধীবর্গের বিচার এরূপ অপসিদ্ধান্তমূলক ভক্তিবিরুদ্ধ ব্যবস্থা-পুস্তক যে সম্পূর্ণ অসার এবং বরেণ্য বৈষ্ণব সমাজের অহিতকর বলিয়া সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য তাহা ভগবদ্ভক্তমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

পূর্ব্বপক্ষকার স্বীয় ব্যবস্থাপুস্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত ব্যতীত অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের মত স্বীয় মতের অনুকূলে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের কলেবর টীকে বেশ পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। অল্পজ্ঞ বা অজ্ঞব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার পক্ষে ইহা মন্দ যুক্তি নহে। জিজ্ঞাসা করি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের কি সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য আছে, পূর্ব্বপক্ষকার তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? কোন্ শাস্ত্রযুক্তি বলে শ্রীমহাপ্রভুর চরণানুচর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতানুবর্ত্তী হইতে যাইবেন? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ব্বপক্ষকার কাশীর পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া সেই ব্যবস্থা-পাশে

বৈষ্ণবগণকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কাশীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থার যে কতদূর মূল্য ও প্রামাণিকতা তাহা বাবু গোবিন্দ দাস বনাম বিশ্বম্ভর চৌধুরী দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে পণ্ডিতগণের এজাহার হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সেই মোকদ্দমায় পণ্ডিতগণের এজাহারে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের ফিস্ গ্রহণের উল্লেখ আছে। সে ফিস্‌ও আবার ২।১০ টাকা নয়, ৫০০্ ১৪০০্ টাকা। এইরূপ কাশীর ফিসী ব্যবস্থা সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিচারে কতদূর আদরণীয় হইতে পারে, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। যদি কাশীর পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা বৈষ্ণবগণকে মান্য করিতে হয়, তাহা হইলে তো মালা-তিলকও পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় কয়েকজন কাশীর পণ্ডিত হলফ্ দিয়া বলিয়াছেন, মালাধারণ করা বেদে বিধান নাই"

যাহা হউক, পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনকার সহজিয়া, নেড়ানেড়ী, যাহারা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পরনারী সঙ্গ করে, এই সকল বৈষ্ণব নামধারী ধর্ম্মধ্বজীদিগের দমনের জন্য ব্যবস্থা পুস্তকপ্রচার করিতে গিয়া অসাবধানতা ও অন্যায় বাচালতা বশতঃ বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি যে অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার সংশোধন ও মীমাংসার উদ্দেশ্যেই আপাততঃ সংক্ষেপে এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটী প্রকাশিত করিলাম। আমাদের বলিবার অনেক কথাই রহিয়া গেল। আবশ্যক হইলে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত করিয়া সাধারণের দৃগোচর করিব।

"পূর্বপক্ষনিরসনের" প্রতিবাদ সম্বন্ধে বহুতর পত্র-প্রবন্ধ

আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটীমাত্র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। পরন্তু যে সকল উদারচেতা শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণব পণ্ডিত, এই প্রবন্ধ বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-সম্মত ও সুযুক্তি-পূর্ণ বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন, সেই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধি-রক্ষণ-প্রয়াসী মহাত্মাগণের মধ্যে কয়েক জনের মাত্র নাম নিম্নে লিখিত হইল। অলমিতি বাহুল্যেন।

বৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থী—
শাস্ত্র সম্পাদকগণ।

অনুমোদক পণ্ডিতমণ্ডলী—

১। শ্রীমন্মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম। শ্রীধাম বৃন্দাবন।
২। প্রভুপাদাচার্য্য শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী। নলদী।
৩। পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, সম্পাদক "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার" পত্রিকা।
৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী। মায়াপুর।
৫। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চূড়ামণি।
৬। " " শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বেদান্তরত্ন।
৭। " " শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র গোস্বামী। মহিষাদল।
৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদনদাস অধিকারী সম্পাদক, "শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী" পত্রিকা।
৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ। সাউরী, প্রপন্নাশ্রম।
১০। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ ভাগবতভূষণ। বাঁকুড়া। প্রভৃতি।

পূর্ব্বপক্ষ নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ লিখিত)

প্রায় ২০ দিন গত হইল আমার একজন বন্ধুর নিকট "পূর্ব্বপক্ষ নিরসন" নামক পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তিনি ইহার প্রতিবাদ করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরিত পত্রেও উক্ত পুস্তকের ঘটনা সম্বন্ধে কতিপয় তথ্য অবগত হইয়াছি। যাহা হৌক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমি উভয় সঙ্কটে উপস্থিত হইয়াছি। বন্ধুর অনুরোধ ইহার প্রতিবাদ করিতেই হইবে ; কিন্তু পুস্তক পাঠে জানিলাম, যে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার প্রভুপাদেরাই ইহার প্রাণ। বিশেষতঃ ৬১ বর্ষীয় **পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী মহোদয় ইহার স্থায়ী সভাপতি।** এদিগে আমি উক্ত শ্রীপাটের পরম্পরায় একজন অধম শিষ্যানুশিষ্য (ক)।

বালিঘাই উদ্ধবপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সমালোচনী সভার উক্ত প্রভুপাদই যে সর্ব্বাধ্যক্ষ ইহা পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া গেল। এই সভা খাটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভা নহে, উহাতে কতিপয়

(ক) শুনা আছে উক্ত শ্রীপাটের এক গোস্বামীপ্রভু ঘটনাচক্রে মুর্শিদাবাদ মধুপুর পাটকা বাড়ীতে তত্রত্য জমিদারগণের গুরু হইয়া বৃত্তিলাভ করতঃ তথায় বাস করেন, কালক্রমে তথা হইতে একজন দৌলতাবাদ সন্নিহিত বেণীদাসপুর গ্রামে চলিয়া আইসেন। আমরা তথা হইতেই পিতৃ পরম্পরায় শিষ্য হই। ইত্যলং বাহুলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরও নাম দৃষ্ট হইল। সুতরাং বন্ধুর অনুরোধে উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অগ্রসর হইলাম। প্রভুগণ বৈষ্ণবের প্রাণ, বৈষ্ণবগণ প্রভুগণের প্রাণ, এই যখন চিরসম্বন্ধ, তখন প্রভুর নাম দেখিয়া মনে কষ্ট হইল এবং লেখনীধারণরূপ অপরাধের কার্য্যে জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হইতে হইল। সুতরাং প্রতিবাদ কথা আমার মুখে সজে না, তবে বন্ধু-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গুরু-বাক্যের অর্থ বোধ করিয়া লইবার জন্য উক্ত প্রভুবর্গের শ্রীচরণে জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে গুটীকতক মনের কথা পত্রস্থ করিতে সাহসী হইলাম। আশা করি, প্রভুগণ আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া শিশু জ্ঞানে দাসকে অনুগৃহীত করিবেন।

বালিঘাই উদ্ধবপুরের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সমালোচনী সভার স্থায়ী সভাপতি পরমার্চ্চনীয় চরণ **শ্রীপাদ বিপিনবিহারী গোস্বামী** প্রভুর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদনম্।

১। প্রথম বক্তব্য এই—বন্ধুবরের পত্র যদি যথার্থ হয়, তবে জানিলাম যে আপনাদিগের কর্ত্তৃত্বে বালীঘাই উদ্ধবপুরে যে সভা হয়, তাহাতে বাঁকুড়া দামোদর বাটী নিবাসী **শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস** বাবাজি একটি প্রতিবাদ প্রেরণ করেন। উক্ত সভার নির্দিষ্ট বক্তা **বাবু যাদবেন্দ্রনন্দন** উহার উত্তর দেন; তাহাতে লিখিত আছে—"হরিভক্তি বিলাস একমাত্র অবলম্বনীয় স্মৃতি বলিয়া সমাজে গৃহীত হয় নাই। হরিভক্তি-বিলাসের রচয়িতার স্বকপোল কল্পিত মত সমাজে গৃহীত হইতে পারে না। বিলাসে গ্রন্থকারের এক বিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রক্ষিপ্ত অনেক আছে। বিলাসের

টীকার সহিত জীব গোস্বামীর টীকার মিল নাই, সনাতন গোস্বামী ও জীব গোস্বামীতে এরূপ মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। এবং বিলাস এমন কঠিন নহে যে, তাহার টীকার আবশ্যক। সুতরাং বিলাসের টীকাকার শ্রীসনাতন নহেন, নিতান্ত কোন আধুনিক বৈষ্ণব।"

(ক) এ স্থলে বক্তব্য। সভার নাম "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সমালোচনী" এই নামে ইহা ঠিক বোধ হয় যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত মতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবলম্বনীয়। তথায় "হরিভক্তি বিলাস" যদি একমাত্র অবলম্বনীয় না হয়, তবে কোন্ গ্রন্থ অব-লম্বনীয় এবং তাহা গোস্বামীপাদগণের সম্মত হইতে পারে কি না? বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, হরিভক্তি-বিলাসে কেবল বহুতর প্রাচীন মত উদ্ধৃত আছে এবং গ্রন্থকার তাহাই আলোচনা পূর্ব্বক কদাচিৎ স্বকৃতকারিকা দ্বারা মীমাংসা করিয়াছেন। বৈষ্ণব সভার সভ্যের মুখে এরূপ কথা এই নূতন শুনিলাম, সুতরাং কিরূপ বৈষ্ণব-সভা তাহাতেই আমার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত। "সমাজ" শব্দে ঐ স্থলে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় যদি মনে করেন তাহাতে ক্ষতি নাই। বস্তুতঃ তাহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক, কেননা হরিভক্তি-বিলাস বৈষ্ণব-স্মৃতি। সমস্ত হিন্দুসমাজের সমস্ত কার্য্যের জন্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব আছে। বিলাসে কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা আছে। শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসনাতনের উপর কটাক্ষ করায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিয়া ঘোর অপরাধ গ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(খ) গ্রন্থকারের বিভিন্ন মত ও পরস্পর অমিল কোথায় আছে? বক্তা সেগুলিকে দেখাইয়া দিলে সুখী হইব। কেবল নিজ মুখে বলা ও লেখনীতে বিভিন্ন মত লিখিলেই কি ঠিক হয়?

(গ) আজকাল প্রক্ষিপ্ত বলা একটা পাশ্চাত্য দেশাগত রোগ-বিশেষ। বক্তাও সেই রোগে আক্রান্ত কিনা জানিতে চাই? প্রভুগণই ত সে সব রোগের চিকিৎসক, তবে বক্তা রোগে কষ্ট পান কেন? দেখিতে পাই যাহা নিজ মতের বিপরীত হয়, তাহাই প্রক্ষিপ্ত। আর্ষ-বাক্যের আত্যন্ত আলোচনা কয়টি লোক করিয়াছে? অলৌকিক ব্যাপারগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আপাততঃ অসংলগ্ন বোধ হয়, কিন্তু আমি জানি বাল্যকাল হইতে এই বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের সংসর্গ ঘটিয়াছে। যখন রক্ত শীতল হয়, তখন আর ঐ পাশ্চাত্য রোগ থাকেনা। উহা নূতন উষ্ণ মস্তিষ্কে শোভা পায়। কোন পুস্তকে যে প্রক্ষিপ্ততা দোষ নাই আমি তাহা বলি না, তবে তাহার স্থল ও কারণ আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সে কারণের গন্ধও নাই।

(ঘ) হরিভক্তি-বিলাস-গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাগত কঠিন না হইলেও ব্যবস্থাগত খুবই কঠিন। ওখানি কাব্য পুস্তক নহে যে সংস্কৃতের সরল ব্যাখ্যা দরকার। ব্যাখ্যান পাঁচ প্রকার। যথা—

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥"

এতন্মধ্যে ২য় ও ৫ম প্রকারের ব্যাখ্যাই বিলাসের দরকার। স্বয়ং গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থের সেরূপ দুরূহতা অনুভব করিতে না

পারায় এবং না পারাই স্বাভাবিক। এজন্য তংকৃত টীকাতে গ্রন্থের সমস্ত অংশ সাধারণের বোধগম্য হয় না। বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। ঋষিকল্প ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মহামহোপাধ্যায় **শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ও** বলিয়াছেন যে, হরিভক্তি-বিলাসে যত গ্রন্থের বচন আছে সেগুলি সমস্ত হস্তগত হইলে ও সেইগুলি আদ্যন্ত বিশেষরূপে পাঠ করিলে তবে উহার একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর টীকা করা যাইতে পারে। ঐ গ্রন্থের দুরূহতা বিজ্ঞ সমাজ মাত্রেই স্বীকার করেন। যাদবেন্দ্রবাবু উহাকে কোন্ চক্ষে সহজ মনে করেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। একটি মাত্র কথা এই, অষ্টমহাদ্বাদশী প্রকরণে "ভান্বর্কোদয় মারভ্য" এবং "কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং" এই নক্ষত্রের ভোগকাল এবং গোবর্দ্ধন পূজা প্রকরণে পরস্পর বাক্যের সামঞ্জস্য আমরা অল্প লোকের নিকটেই অবগত হইয়াছি। অনেকেই ঐ স্থলে দন্তস্ফুট করিতে পারে না। ওরূপ স্থল যে কত আছে তাহা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেখান অসম্ভব।

(৬) শ্রীমদ্ভাগবতের দশমের বৈষ্ণবতোষণীর শেষে গোস্বামী-গণের গ্রন্থ পরিচয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—

তয়োর্জ্যেষ্ঠস্য কৃতিষু শ্রীসনাতননামিনঃ।
সিদ্ধান্তগ্রন্থসন্দোহালেখোল্লেখা বিধীয়তে॥
প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তি-বিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী॥
লীলাস্তবটিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী॥

কাশীতে যৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে বৈষ্ণবস্মৃতি করিতে আদেশ করেন, তৎপরে তিনি অতি সংক্ষেপে কতিপয় পত্র মাত্র হরিভক্তি-বিলাস ও তাহার দিগ্‌দর্শিনী টীকা করেন, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী তাহাকে বিস্তৃত করিয়া 'ভগবদ্ভক্তি বিলাস' নাম দেন। সেই সংক্ষিপ্তের বিস্তৃত অংশই এক্ষণে দেশে প্রচলিত। শ্রীসনাতন অতি সংক্ষেপে মূলবচন উদ্ধার এবং টীকাও তদ্রূপ সংক্ষেপে রচনা করেন, অগত্যা তাহা কঠিন। বৃহৎ গ্রন্থের নিকট টীকা সংক্ষিপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? উক্ত সনাতনকৃত ক্ষুদ্র প্রাচীন হরিভক্তি বিলাস অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রী৺রাধারমণ মন্দিরে ৺গোপীলাল মহারাজ জীউর যোগ্য পুত্র ভারতশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত দর্শনাচার্য্য শ্রীদামোদরলাল গোস্বামি জিউর নিকট বর্তমান। আর কোথায় আছে তাহা আমি বলিতে পারি না। উক্ত হরিভক্তি-বিলাসের টীকাকার যে "আধুনিক বৈষ্ণব" ইহা যাদব বাবু কি উপায়ে স্থির করিলেন এবং কোন্ সাহসে প্রকাশ করিলেন ইহা জানিতে চাহি? তাঁহার বোধ হয় "শতংবদ মা লিখ" এই নীতি জানা ছিল না। আমার একজন বন্ধু তামাসাচ্ছলে বলিয়াছেন যে "শতংবদ মালিখ" কিন্তু 'লিখ ত লিখি মা ছাপ।" আমি জানিনা যাদব বাবুর ঐ কথা মুদ্রিত (ছাপা) হইয়াছে কিনা?

২। পূর্ব্বপক্ষ নিরসনে প্রভু ও গোস্বামী শব্দ লইয়া অনেক আলোচনা দৃষ্ট হইল। এবং অনুপযুক্ত স্থলেও প্রভুশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা দেখিলাম। কিন্তু শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর কৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে দেখিতে পাই "একো মহাপ্রভুজ্ঞেয়ঃ

প্রভুদ্বৌ সম্মতৌ সতাং" ইহার অনুবাদ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয়ের ভাষাতে এই "এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ" এই যখন নিয়ম, তখন সর্বত্র প্রভুশব্দ প্রয়োগ করাটী ভবাদৃশ প্রবীণ মহোদয়ের পক্ষে কিরূপ হইল? আমরা তাহাতে কি শিক্ষা পাইব? পূর্বাচার্য্যগণ সামর্থ্য দেখিয়া যাঁহাকে প্রভু বলিয়াছেন তথায় বিচার চলে না। কারণ গুরুর আদেশে বিচার নাই। যেমন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর অবতার শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু। ইনি সদ্‌গোপকুলে আবির্ভূত অথচ প্রভুবৎ মান্য।

দ্বিতীয় কতিপয় ভ্রষ্ট-সম্প্রদায়ী বাউল প্রভৃতি আপন আপন গুরুকে গোস্বামী ও গোসাঞি শব্দ ব্যবহার করিলে তাহা কখন একটা প্রমাণ-পদবী প্রাপ্ত হইতে পারে না। এক্ষণে দেখি, শিষ্য-ব্যবসায়ী মাত্রেই গোস্বামী হইয়া পড়েন আমাদের বহরমপুরে একজন লোক পক্ক মাংস ও কুক্কুট ডিম্ব প্রভৃতি এবং মুসলমানী খানা প্রস্তুত করিয়া ষ্টিমার ঘাটের উপর বিক্রয় করে, সেও এক সাইন বোর্ডে নিজ নামে গোস্বামী শব্দ যোগ করিয়াছে, এই সকল দেখিয়া হৃদয়ে আঘাত পাইতে হয়, আর মনে হয় দেশে হিন্দুধর্ম্মের শাসনকর্ত্তা থাকিলে এসব দেখিয়া কষ্ট পাইতে হইত না। হায়! দুর্দ্দৈব! গোস্বামী শব্দের কি এতই অধঃপাত হইয়াছে। আমার বিবেচনা হয় যে, যাহারা গোস্বামী শব্দ ব্যবহার করে অথচ গোস্বামীর কোন ধার ধারে না সেরূপ লোক হয় গোস্বামীকুলের কুলাঙ্গার, না হয় দৌহিত্র বা অন্য সূত্রে কোন গোস্বামীর সম্পত্তি পাইয়া গোস্বামী

হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের মৌলিক খবর লইয়া উপাধি ব্যবস্থার সম্বন্ধে একটা নিয়ম কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, ইহা আমার সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা

৩। ৺গোপীলাল গোস্বামী মহোদয় যে "বেষাশ্রয় পদ্ধতি লিখিয়াছেন, তাহার প্রকাশ ও অনুবাদ এই ক্ষুদ্র জীবদ্বারাই সম্পাদিত হয়। তবে ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের নাম আছে মাত্র। কারণ তাঁহার কার্য্যে আমিই সহকারী ছিলাম। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ঐ পদ্ধতির কিয়দংশ লইয়াছেন, কিন্তু তিনি চারিবর্ণেরই সন্ন্যাসাধিকার দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল না কেন? যদিও অপ্রাসঙ্গিক হয় তথাপি বক্তব্য যে, যদি কোন ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের আগ্রহে ওরূপ করা হইয়া থাকে, তাহা প্রভুপাদের পক্ষে সঙ্গত হয় কি? যথার্থ শাস্ত্রীয় মত ও আবহমান ব্যবহার-সঙ্গত কথা ব্যক্ত করাই উচিত। ব্যক্তি বিশেষ বা সমাজ বিশেষের ক্ষতি বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকিলে প্রকৃত পথ গুপ্ত থাকিয়া যায়। অবশ্য একথা আমার আনুমানিক মাত্র ইহা স্থির সিদ্ধান্ত নহে। নিরপেক্ষ তত্ত্বজ্ঞ সুধী ব্যক্তির পক্ষে তাহা না হওয়াই সম্ভব

৪। যথেচ্ছ ব্যবহার সম্পন্ন উন্মার্গগামী বৈষ্ণব নামমাত্রধারী ব্যক্তি যে নিন্দনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহা ত সর্ব্ববাদী-সম্মত। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি ঐরূপ উন্মার্গগামী হয়, তবে সে স্থলে উপায় কি? হরিভক্তি-বিলাসের লিখিত গুণ-সম্পন্ন ব্যাস, বশিষ্ঠ শুকদেবের মত গুরু সংসারে কয়জন? প্রভু ও গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ঘরে তরুণ যুবক সম্প্রদায় কুসঙ্গাদি দোষে যে কি

ঘোর অত্যাচারী হইয়াছে, তাহা কি একবার দেখিয়া থাকেন। শাক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় মধ্যে প্রায় অনেক লোকেই শূদ্রাদিকে মন্ত্র দান করেন না, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ব্রাহ্মণ প্রভুগণ শূদ্র বা হীনশূদ্রকে মন্ত্র দিলে তিনি স্মৃতির মতে দোষী হন কি না? হীনশূদ্র গুরুপূজা করিলে গুরুকে যে অন্নাদি নিবেদন করে, তাহা গুরুতে অর্শে কিনা, অধিকাংশ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শূদ্রাদির গৃহে যাইয়া তাহাদের পক্কান্ন মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে দোষ স্পর্শ হয় কি না? সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, তৈলিক, সাহা (যাহাদের জল অনাচরণীয় বা উত্তম শূদ্রাদি বা ব্রাহ্মণাদি গ্রহণ করেন না) ইত্যাদি হীন-জাতীয় গুরুজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ সমাজের নিকট জাতীয় গৌরবে কোন দোষ প্রাপ্ত হন কি না? এবং ব্যভিচারিণীগণকে মন্ত্র দেওয়া কি প্রভুধর্ম্ম, কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, কোন্ ধর্ম্মে সঙ্গত হয়? আমরা ত পতিতপাবন বলিয়া পূজা করিয়া থাকি এবং করিব। কিন্তু এগুলি কি শাস্ত্রের অনুমোদিত? যে সকল প্রভুগণ আমাদের পক্ষে শ্রীবিগ্রহবৎ পূজ্য, তাঁহারা উক্তপ্রকার আচরণ করিলে হরিভক্তি-বিলাস লিখিত গুনসম্পন্ন হইতে পারেন কি না? আমরা যে প্রভুর কন্যাগণকে গুরুকন্যা বলিয়া ও সাক্ষাৎ দেবী মনে করিয়া তাহাদিগের পাদোদক পান করি, জাতির খাতিরে সেই কন্যা মদ্য মাংসাশী শাক্তের হস্তে অর্পিত হয় ও পতির আশ্রয়ে তদ্রূপ ব্যবহার করেন, সেই কন্যা পিতৃভবনে আসিলে পিতৃদেব প্রভু কি তাহাকে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া দেন, না একত্র ভোজন বা তদীয় হস্ত-পক্ক অন্নাদি গ্রহণ করেন? যদি করেন তবে তাহাতে

প্রভুগণের ভক্তি-মর্য্যাদা কতটুকু বজায় থাকে ইহাই জিজ্ঞাস্য। বামনের চন্দ্রস্পর্শবৎ আমার কথাগুলি পাঠ করিয়া প্রভুগণ কুপিত হইতে পারেন কিন্তু প্রভুকন্যাগণের ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই দুঃখে লিখিলাম। এজন্য করযোড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন যে নিরপেক্ষ হৃদয়ে ভক্তিপ্রবণ চক্ষুতে প্রভুগণ ঘরের দশা একবার দেখিবেন, আমার প্রতি কুপিত হইবেন না। যে জাতিকে ভক্তির কণ্টক (ক) বলিয়া শুনিতে পাই, তাহারই খাতিরে প্রভুগণ সদাচারী স্বসম্প্রদায়ীকে কন্যা দিবেন না. আর মদ্য মাংসের গর্ত্তে ফেলিবেন, ইহা প্রভুদিগের কেমন ভক্ত্যাচার ইহা কৃপা করিয়া দাসকে বুঝাইয়া দিবেন।

প্রভুদিগের ঘরেই যখন এত গোল তখন আমরা দাঁড়াই কোথায়? ব্রাহ্মণ গুরু হইবেন ইহা ভাল কথা, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ পাই কোথায়? দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি উচ্চবর্ণ ভিন্ন যত জাতি দেশে আছে, অধিকাংশ (লক্ষের মধ্যে ৯৯ হাজার ৯ শত ৫০ জন) প্রভু বা বৈষ্ণবের শিষ্য। তাহার গুরু খুঁজিলে শাক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রায় মিলিবে না। প্রভুপাদ ঐ হীন জাতিগণকে উদ্ধার করিল। হয় আপনারা না হয় আপনা-দিগের দাসানুদাস বৈষ্ণবগণ ভিন্ন কেহই নহেন। হীন জাতীয়গণ যে দীক্ষিত হইবেন না ইহাও বলা যায় না, কারণ হরিভক্তি-বিলাস

(ক) জাতির্বিদ্যা মহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেব চ।
যত্নেন পরিবর্জ্জেত পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ॥

ও গোপালভট্টকৃত সংক্রিয়াসার দীপিকাতে দৃষ্ট হয় যে, তান্ত্রিক মন্ত্রে সর্ব্ববর্ণেরই অধিকার আছে।

৫। বেদে আছে, অহরহঃ সন্ধ্যোপাসনা করিবে, এই ব্যবস্থার সঙ্কোচ করিয়া স্মার্ত্তগণ অমাবস্যা পূর্ণিমাদি তিথিতে সন্ধ্যাবর্জ্জন করিলেন, তান্ত্রিক সন্ধ্যা সর্ব্বত্র ব্যবহার্য্য হইল। সরস্বতী সর্ব্ব শুক্লা হইলেও নেত্রগোলক, ভ্রূ ও কেশাদি অঙ্গ ব্যতীত শুক্লা, ইত্যাদি যুক্তি তর্কও ত শাস্ত্রেই দেখি। ইহা কি দেশকাল, পাত্র ভেদে মূল ব্যবস্থার সঙ্কোচ নহে।

সমুদ্র যাত্রা ও ম্লেচ্ছান্ন ভোজন প্রভৃতি সমাজে শাস্ত্রমতে দূষণীয় হইলেও এক্ষণে প্রায় সচল হইয়া উঠিল। অবশ্য একজন দরিদ্র যদি ঐরূপ করে সে পতিত থাকিবে। কারণ তাহার অর্থ-ব্যয়ের ক্ষমতা নাই। একজন ধনশালী ব্যক্তি কুভক্ষ্য ভোজন, অগম্যা গমন করুক তথায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ অম্লান চিত্তে ভোজন করিবেন, কিন্তু একজন দরিদ্র ওরূপ করিলে সে পতিত হইবে। এগুলি বোধ হয় প্রভুপাদের অগোচর নহে। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন বৃথা। শত শত প্রমাণ নেত্রের সমীপে জাজ্জ্বল্যমান। বলুন দেখি, এসব স্থলে কি স্বাধীন শাস্ত্র ব্যাখ্যা চলে। সংসারের খাতির না করেন এমন লোক কয়জন আছে? বনবাসী ভিন্ন কেহ তেমন সাহস করিতে পারেন না। এই সকল কুকার্য্যে যাঁহারা মত দেন বা উক্ত ব্যক্তিগণের অন্নগ্রহণ বা সাহায্যাদি প্রাপ্ত হন, সে সকল ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তার্হ কি না?

৬। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখিতে পাই এবং সর্ব্বশাস্ত্রেরই

তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণই সমস্ত বিধি নিষেধের মুখপাত্র। শাস্ত্রের যত বিধান সমস্তই ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু যাহা গৌণ-বিধি, তাহাই অপর জাতির পক্ষে অর্থাৎ শাস্ত্রের মুখ্য বক্তা ও শ্রোতা ব্রাহ্মণ। অপর পক্ষে তাহা অপর জাতিতে প্রযোজ্য হয়। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত। যথা—

"একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈর্বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্॥"

সর্ব্বকাম ও সর্ব্বফলপ্রদ যে একাদশীব্রত, তাহা ব্রাহ্মণের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। ইহাতে ভগবান বিষ্ণু প্রীত হইয়া থাকেন।

এই বাক্যে ব্রাহ্মণ একাদশী ব্রত করিবে বলায় যে অন্যে করিবে না এমত হইতে পারে কি? তাহা কখনই নহে।

এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রথম গুরুপদবাচ্য, তৎপরে ক্ষত্রিয়, তৎপরে বৈশ্য, তৎপরে শূদ্রও গুরুপদ বাচ্য হইতে পারেন।

৭। নিজের অভিপ্রায়ানুসারে সাধারণ সুস্পষ্ট বিধিকে সঙ্কোচ করা দোষাবহ। ব্রাহ্মণ যে সর্বপ্রধান ও সর্ববর্ণের গুরু, ইহা শাস্ত্র দিয়া বুঝান কেন? উহা ত আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। যদি শূদ্রাদির গুরুত্ব পদটি শাস্ত্র গর্হিত হইত, তবে সেরূপ গুরু হিন্দু সম্প্রদায়ে নির্বাধে চলিয়া আসিতেছে কেন? এবং তাহারা কি সেজন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে? সমস্ত লোক সাধারণ ধারণার বশবর্ত্তী, সেই জন্যই সর্ব্ব বৈষ্ণব-পূজ্যতম শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্র-শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-

গণ গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা নরোত্তম বিলাস গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রভুপাদের পূর্ব্বপক্ষ নিরসনে দেখিলাম (১৪২ পৃষ্ঠা) "চক্রবর্ত্তী পাদের পরম পরাৎপর গুরু যে শ্রীনরোত্তম দাস ছিলেন, ইহা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করা যায় না।" এইরূপ অন্যায় কথা গ্রন্থে নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল কি? উক্ত বক্তাকে আমি বহরমপুরের মুদ্রিত নরোত্তম-বিলাসের দশম বিলাস ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখিতে অনুরোধ করি।

অতি সুমঙ্গল দিন বিচারিয়া মনে।
মহাশয় শিষ্য কৈল গঙ্গা নারায়ণে॥
মন্ত্র দীক্ষা দিয়া মহাশয় হর্ষ হৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মে সমর্পিলা॥"

তথাহি স্তবামৃত লহর্য্যাম্—

"নরোত্তমো ভক্ত্যবতার এব,
যস্মিন্ স্বশক্তিং নিদধে মুদৈব।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স, গঙ্গা-নারায়ণঃ প্রেমরসাম্বুধির্মাম॥"

এই গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ এবং মুর্শিদাবাদ বালুচর (গাম্ভীলা নামক পল্লী) নিবাসী। ৺গোবিন্দ ও রাধারমণ বিগ্রহের সেবাইত। বালুচরে ও কাশিমবাজার রাজধানীতে বর্ত্তমান। শ্রীচরণে গঙ্গা-নারায়ণ নাম লেখা আছে। গঙ্গানারায়ণের বংশীয় ঠাকুরগণ অদ্যাপি কাশিমবাজারের পূর্ব্ব ৫ ক্রোশ হাজিডাঙ্গা ও বালুচরে বর্ত্তমান। নাম শ্রীযজ্ঞেশ্বর ও হরিনাথ ঠাকুর। আবহমানকাল ব্রাহ্মণসমাজে কন্যা পুত্রাদির বিবাহাদি আদানপ্রদান করিতেছেন।

বৈষ্ণব জগতের পরমমান্য ভাগবতাদি চতুঃশাস্ত্রের টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত নরোত্তমের শিষ্য গঙ্গা-নারায়ণের পালিত পুত্র শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর মন্ত্রশিষ্য। (নরোত্তম বিলাস)

৮। পূর্ব্বপক্ষ নিরসনে ১৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে দেখিলাম "লেখক দেখান দেখি যে, শূদ্রাদির দীক্ষাশিষ্য কোনও সদ্ব্রাহ্মণ, সদ্ব্রাহ্মণ সমাজে চলিতেছে। প্রকাশ্যভাবে শূদ্রাদির উচ্ছিষ্টভোজী সদ্‌ব্রাহ্মণ যে সদ্‌ব্রাহ্মণ সমাজে চলিবে, সদ্‌ব্রাহ্মণ সমাজে এরূপ যথেচ্ছাচারিত্বাদি দোষ এখনও প্রবেশ করে নাই।" বক্তা গঙ্গা-নারায়ণ চরিত্র দেখিলেন, আরও দেখুন উক্ত নরোত্তম বিলাস ৫ম বিলাস ৬৪ পৃষ্ঠা—

"নরোত্তম চলে নেত্রজলে করি স্নান।
কণ্টক-নগরে গেলা ভারতীর স্থান॥
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ দরশনে।
যে হইল তাহা বা বর্ণিবে কোনজনে॥
শ্রীগদাধরের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
চক্রবর্ত্তী খ্যাতি সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥

এই যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী-বংশীয় ঠাকুরগণ অদ্যাপি কাটোয়ার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইহারা বটব্যাল শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। বহু বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ সমাজে যথা নিয়মে চলিতে-ছেন। উক্ত দাস গদাধর জাতিতে কোন কায়স্থাদি সৎ শূদ্র হইবেন। শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী হইতে ইহাকে পৃথক্

করার জন্যই "দাস গদাধর" এই খ্যাতি হয়। এইরূপ পার্থক্য-সূচক পরিচয় শ্রীগৌরভক্ত মধ্যে অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন "ব্রহ্ম হরি" এবং "দ্বিজ হরিদাস" ইত্যাদি। উক্ত গদাধর বৈষ্ণব মতে শ্রীরাধার বিভূতি চন্দ্রকান্তির অবতার। যথাচ শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা ১৫৪ শ্লোক—

"রাধা বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ।"

আর একটী দেখুন—

শ্রীপাদ নরোত্তমের অপর শিষ্য **রামকৃষ্ণ আচার্য্য**। ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বহরমপুর সৈয়দাবাদ ৺মোহন রায়ের বাটীয় ঠাকুর-গণের আদি পুরুষ। **ইহারা বিখ্যাত মণিপুর রাজের গুরু** এবং বিশিষ্ট সদ্ব্রাহ্মণ সমাজে চলিত। এই মণিপুর রাজের শিষ্য হওয়া সম্বন্ধে ঠাকুরগণ মধ্যে চির ইতিহাস প্রচলিত আছে। যথা ঠাকুরগণের এক শিষ্য একটী বৈষ্ণব। নাম রামচরণ দাস। তিনি কিছু বুজরুকী সম্পন্ন ছিলেন। ঘটনাচক্রে মণিপুর পর্ব্বতে কিছুদিন অবস্থিতি করেন, রাজা তাঁহার অদ্ভুত শক্তি শ্রুত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন, পরে বৈষ্ণবটী রাজ-গুরু হইয়া ভোগ সুখে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া নিজ গুরুকে ঐ শিষ্য অর্পণ করেন। তদ-বধি মণিপুর রাজবংশ ৺মোহন রায়ের বাটীর শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রধান শিষ্য বৈদ্য জাতীয় রামচন্দ্র কবিরাজ, তাঁহার শিষ্য সৈয়াদোবদর **হরিরাম আচার্য্য**, ইহা-দের প্রসিদ্ধ সেবা ৺কৃষ্ণরায়। ইহাদেরই একঘর এই বহরমপুর

সহরের ৭ ক্রোশ পূর্ব্বে ইসলামপুরে ৺রাধারমণ ঠাকুর লইয়া বাস করেন।

উক্ত উভয় বংশই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ এবং দেশের বহুতর সদ্‌ব্রাহ্মণের গুরু। সদ্‌ব্রাহ্মণ সমাজে চলিত। বক্তা আর কত দেখিবেন, যদি বলেন আরও দেখাইতে পারি। বহরমপুরের মুদ্রিত ভক্তি-রত্নাকর ১৫ তরঙ্গ ১০৬১ পৃষ্ঠা এবং নরোত্তম-বিলাস এবং প্রেম-বিলাস গ্রন্থ দেখিবেন। এইগুলিই বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস। ইহাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তবে আর উপায় নাই, তাহার সঙ্গে কথা চলিতে পারে না। এইরূপ শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশীয় ঠাকুর মহোদয়গণের বংশ শ্রীপাট বনবিষ্ণুপুর, নবগ্রাম, মাণিক্যহার সোমপাড়া, মালিহাটী গোয়াশূল, লাকাইযুড়ি ইত্যাদি অসংখ্য গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সদ্‌ব্রাহ্মণ সমাজে চলিত ও তাঁহারা অসংখ্য সদ্‌ব্রাহ্মণ ও সংশূদ্রাদি সমাজের শীর্ষ স্থানীয় হইয়া আছেন॥ তিনি পরমভক্ত প্রেমময় বৈদ্যবংশীয় শ্রীল রাম চন্দ্র কবিরাজ ও কায়স্থকুলরত্ন শ্রীপাদ্ ঠাকুর নরোত্তমকে স্পর্শ করিয়া প্রেমাবিষ্ট চিত্তে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রসিদ্ধ পদ্যানুবাদক শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাস কৃত কর্ণানন্দ গ্রন্থে যথা—(৩য় নির্বান ৪৪। ৪৫ পৃঃ)।

"একভিতে রামচন্দ্র আর ভিতে নরোত্তম।
ভোজন করয়ে তিনে অতি মনোরম॥
কৃষ্ণ কথা রসাবেশে মনের আহ্লাদ।
দুইজনে পরশিয়া দিছেন প্রসাদ॥

পুনঃ পুনঃ পরশিয়া দিছেন ব্যঞ্জন ॥
আমরা থাকিয়া তাহা করি নিরীক্ষণ ॥

ইহার পর সন্দিগ্ধ ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিবাসাচার্য্যের উত্তর, যথা—

"প্রভু কহে শুন শুন সাবধান হইয়া।
দুই জনে দুই হস্ত কহি বিবরিয়া ॥
কিবা দুইজন হয় আমার নয়ন।
অভেদ শরীর রামচন্দ্র নরোত্তম ॥
নিশ্চয় জানিহ ইহা শুনহ কারণ।
নিজ অঙ্গ পরশিলে দোষ কি কারণ ॥"

প্রেমময় শ্রীনিবাসাচার্য্য পাদ অভিন্ন সুহৃদ বলিয়া সমাধান করিলেন, কিন্তু তিনি ত সংসারী? সংসার-মর্য্যাদায় যদি তাঁহার দোষ-স্পর্শ ঘটিয়া থাকিত, তবে সেই আচার্য্যের নিকট শত শত সদ্‌ব্রাহ্মণ দীক্ষিত হইত না। তাঁহার নিকট যে কত সদ্‌ব্রাহ্মণ মন্ত্র শিষ্য হইয়াছে, তাহা তদীয় শাখা বর্ণনে (প্রেম-বিলাস ও কর্ণানন্দে) সুবিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। তাহা বক্তা মহাশয় জ্ঞাননেত্র খুলিয়া দেখিবেন

পূর্ব্বপক্ষ নিরসনে আছে শূদ্রান্ন ভোজনে প্রায়শ্চিত্ত ও অভ্যাসে (বারবার ভোজনে) পাতিত্য। কিন্তু কৈ? শ্রীনিবাসের সেজন্য ত প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না?

৯। উক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরসনে আরও (১০০ পৃঃ) দৃষ্ট হয় যে, "বৈষ্ণব সজ্জাতীয় হইলেও তাহার দীক্ষা অবৈধ।"

প্রেমবিলাসে ১৩ বিলাসে (১৭৩ পৃঃ) দৃষ্ট হয়।

এক বহির্ব্বাস কৌপীন এক হয়।
দেড় হাত বস্ত্র তাতে শরীর মোছয়॥
সেহেন পুরাতন অতি মলিন বসন।
অতিথের প্রায় গ্রামে করেন ভ্রমণ॥”

শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনীত গ্রন্থ যৎকালে বনবিষ্ণুপুরে দস্যুরাজ বীরহাম্বীর কর্তৃক অপহৃত হয়, তৎকালে শ্রীনিবাস মহাব্যাকুল হইয়া অন্বেষণার্থ গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন, এই সময়ে অথচ বীর-হাম্বীরের সভা পণ্ডিত ব্যাসাচার্য্যের হাতের অন্ন দূরে থাক্, জলটুকুও খাইলেন না। ইহা সেই ব্যস্থার কথা। কিন্তু ঐ ব্যবস্থাতে শ্রীনিবাসকে কেহ যদি কৌপীনধারী বৈষ্ণব বলেন তাহা ঠিক্ হয় কি না? নিরপেক্ষ সুধীগণ বিচার করিবেন। অথচ তাহাতে তিনি যদি আশ্রমচ্যুত হইয়া থাকেন, তবে সমগ্র বঙ্গের গুরু হইলেন কি করিয়া ইহা বক্তা বুঝাইয়া দেন।

১০। আর উক্ত ১০০ পৃষ্ঠাতে “হীনজাতীয় বৈষ্ণবের ত কথাই নাই” ইত্যাদি বহুস্থলে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবত্ব পুরস্কারে সম্মান করিয়াও তাহাকে হীন জাতি বলিয়া হীন চক্ষেই দেখা হইয়াছে। এদিকে হরিভক্তি-বিলাসে দেখিতে পাইবে “বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং” টীকা “যথা অন্যঃ শূদ্রঃ তথা অয়মপি ইত্যাদি” অর্থাৎ বৈষ্ণবকে অপর জাতির তুল্য বোধ করাও পাপ জনক। এ স্থলে বৈষ্ণবকে যদি হীনজাতি বোধ না করিলাম, তবে তিনি উচ্চই হইলেন। ভক্ত-মাহাত্ম্য আরও

দেখিতে পাইবে, বিষ্ণুভক্ত শ্বপচ জাতি হইলেও তিনি দ্বাদশ-গুণান্বিত ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! প্রভুপাদ! এসব কি কেবল স্তুতিবাদ মাত্র, না সত্য কথা? যদি স্তুতিবাদই হয় তবে সেরূপ ভাগবত-শাস্ত্র সর্ব্বমান্য হন কিরূপে? উহা যে প্রবঞ্চকের উক্তি হইয়া উঠে। আর যদি সত্য কথাই হয় তবে তাঁহার দীক্ষা-দান ও শালগ্রাম-শিলায় কেন না অধিকার হইবে? অবশ্য এখানে প্রকৃত বৈষ্ণব বা ভক্তের কথা বলিতেছি, শঠতাপূর্ণ বর্ত্তমান কালের দৃশ্যমান ভণ্ডের কথা বলিতেছি না। শুদ্ধাচারী ও ভক্তিমান্ ব্যক্তি হীন জাতি হইলেও শালগ্রাম পূজার অধিকারী। শ্রীপাদ রঘুনাথকে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শালগ্রামশিলা দেন নাই, তাহার কারণ সকলেরই অনুসন্ধান সাপেক্ষ, স্থির কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। কেহ বলেন শূদ্রের অধিকার নাই, ইহাই মহাপ্রভুর হৃদয়গত ভাব। সে স্থলে যদি বলি যে, রঘুনাথ মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ। "আমি যোগ্য বলিয়াই মহাপ্রভু আমাকে শালগ্রাম দিয়াছেন"॥ "তৃণাদপি সুনীচ" এই যাঁহার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। সুতরাং মনোমধ্যে পাছে বিন্দুমাত্র গৌরব আসিয়া পড়ে এবং সেই মন্ত্রের সাধনে বাধা পড়ে, প্রতিষ্ঠা আসিয়া সুনীচ ভাব দূর করিয়া দেয়, বৈষ্ণবতাও সুতরাং দূর হয়ে যায়। রঘুনাথের মনে পাছে এই ভাব হইলে তিনি অহঙ্কারী ও অভক্ত হইয়া পড়েন, সুতরাং অন্তরঙ্গ ভক্তকে সেরূপ কার্য্য দেওয়া উচিত নহে। এই ভাবিয়াই মহাপ্রভু শালগ্রাম দেন নাই, গোবর্দ্ধন শিলা দিয়াছিলেন, এই অনুমানেই বা কি দোষ হইতে পারে?

১১। পূর্ব্বপক্ষ নিরসন ৩৫।৩৬ ৩৭ পৃষ্ঠায় যাহা দেখা যায় তাহার মর্ম। যথা—শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীপাদ রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়গণ দীক্ষাদান করিয়া অবৈধ কার্য্য করিয়াছেন, তবে উঁহাদের খুব অদৃষ্টের বল যে বক্তার নিকট তাঁহারা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। অর্থাৎ পাপী বটেন, তবে হাকিমের অনুগ্রহে দণ্ডটা হইল না অর্থাৎ (গঙ্গাজল ফেণ পঙ্কাদি সত্ত্বেও যেমন পবিত্র সেইরূপ) মুক্ত পুরুষকে বিধি নিষেধ স্পর্শ করে না বলিয়া তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন, এটা কি বক্তার অত্যাগ্রহ নহে? এতখানি কল্পনা করিয়া সরকার ঠাকুর প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিব, তথাপি হরিভক্তি বিলাসের সহজ অর্থ করিব না। গুরু প্রকরণে আছে "ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং······ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপিচ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি। বৈশ্যঃ স্যাৎ তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ। সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা।

বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ং। তস্যেহামূত্র নাশঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ পাদ্মে চ। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃনাং। ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য—ব্রাহ্মণই প্রথমতঃ প্রধান কল্পে গুরু অর্থাৎ দীক্ষা দানে অধিকারী। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই গুরু। ক্ষত্রিয়ের অভাবে যদি গুরু লক্ষণান্বিত বৈশ্য থাকেন তিনিও বৈশ্য ও শূদ্রের গুরু। গুরু লক্ষণান্বিত শূদ্র, শূদ্রের গুরু হইতে পারেন।

অর্থাৎ উপরিতন ব্যক্তি নিম্নস্থ ব্যক্তির গুরু কিন্তু নিম্ন উপরিতনের গুরু নহে। লক্ষণান্বিত গুরু সত্ত্বে ইহার অতিক্রম করিলে তাহা দোষাবহ। অবশ্যই তাদৃশ গুরু না পাইলে যদি ব্যতিক্রম হয় তাহা দোষাবহ নহে ইহা ফলবলে কল্পনীয় হয়। আপাতত প্রতীতিতে শূদ্রাদির নিকট ব্রাহ্মণাদির মন্ত্র গ্রহণ এই অংশে পদ্মপুরাণেও আছে, মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু।

বক্তা বলেন—

শেষ যখন পুনশ্চ ব্রাহ্মণ ধরা আছে তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন গুরু হইতেই পারে না। গ্রন্থকার যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তিনের জন্যই ব্যবস্থা দিলেন সেটা বক্তার যুক্তিতে টিকিল না।

অপিচ বক্তা বলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শূদ্রাদি বংশোদ্ভব বৈষ্ণবের মধ্যে কেহ কেহ দীক্ষার প্রদান দ্বারা শিষ্য করিয়াছেন (৩৫ পৃঃ) ইহার নাকি বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। এবং এই কথা যাহারা বলেন তাঁহারা শাস্ত্র-জ্ঞান-বিহীন এবং বৈষ্ণবাভিমানী। ইহাই বক্তার কথা। শাস্ত্র-জ্ঞান-হীন ও বৈষ্ণবাভিমানী যে কিরূপে হইল, ইহা বুঝিলাম না। শ্রীপাদ নরোত্তমের ও রামচন্দ্রের শিষ্য রামকৃষ্ণ ও হরিরাম আচার্য্য মহা পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য নরোত্তম-বিলাস দেখিতে পারেন, এবং গুরু-গৌরব প্রকাশ করিলে প্রকৃত বৈষ্ণবতার কার্য্যই করা হয়, অভিমানের লেশও দেখিতে পাই না। মহা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রাদির শিষ্য হইয়াছিলেন, তখন সেই কথা বলাতেই যে সে মূর্খ হইয়া গেল, ইহাতে কোন্ ব্যক্তির শাস্ত্র-জ্ঞান-হীনতা ও অভিমান প্রকাশ পায়, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তির বিচার্য্য নয় কি ?

১২। আর এক কথা (৩৭ পৃষ্ঠা) মুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ ব্যক্তির অনুকরণ সকলের করা অযৌক্তিক বটে, অর্থাৎ শ্রীপাদ নরহরি সরকার, রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্যামানন্দ প্রভু ও নরোত্তমাদির মত অসমাদৃশ জীব যে মন্ত্র দাতা হইতে পারিবে না, তাহা আপাততঃ স্বীকার করা উচিত। তবে এখানে বক্তব্য আছে। ভরদ্বাজ, কাশ্যপ প্রভৃতি ঋষির যে সকল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মোচিতগুণ ছিল, অথবা শ্রীপাদ অদ্বৈতপ্রভুর যে শক্তি ছিল, তাহা কি তদীয় বর্তমান বংশে ঠিক অবিকৃত ভাবেই বর্তমান আছে? বোধ হয় আছে বলা সহজ নহে। কিন্তু তথাপি "আমি ভারদ্বাজ গোত্রীয়, আমি অদ্বৈত সন্তান" বলিয়া তত্তদ্বংশীয় সকলেই স্বীকার করেন এবং সেই বংশোচিত সম্মানও যথাসম্ভব পাইতেছেন। শাস্ত্রে গুরুর যে সব লক্ষণ আছে, তাহা কি ঠিক বর্তমান গুরুতে দৃষ্ট হয়, কখনই না? শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভস্তু গুরুর্দেবি! শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

অর্থাৎ শিষ্যের ধন-হরণকারী গুরু অনেক, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহারী গুরু একটিও সহজে মিলে না।

যদিও এই দশা, তথাপি তাঁহারা গুরু ও গুরুত্বের অধিকারী হইতেছেন। ইহা গেল ব্রাহ্মণের পক্ষে। যত অপরাধ ব্রাহ্মণেতর জাতির। তাহাদের পূর্ব পুরুষে মহাসিদ্ধ পুরুষ ও মহাভক্ত থাকুন; সে বংশের লোক সে দাবি করিতেই পারিবে না, ইহা যেন রাজার মত আদেশ। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায় বড়

কম দুঃখে বলিলেন না যে, শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ ঐ শ্রেণীর গুরু ও পুরোহিতগণ ঘোর স্বার্থপর। স্বার্থের জন্য মনুষ্য মনুষ্যত্বও হারাইয়া ফেলে "ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ" ইত্যাদি চার্ব্বাকের গালাগালিকেও তাঁহারা প্রমাণস্থলে আনেন। যাহা হউক সে কথা আমি মানি না। আমার কথা এই প্রভুপাদগণ! বেশ নিরপেক্ষ হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবে একটীবার নিজের মনের ভিতর দৃষ্টিপাত করুন দেখি মন কি বলে?

১৩। ব্রাহ্মণ অথচ বৈষ্ণব হইলেই বৈষ্ণবী দীক্ষাদানে অধিকারী। ইহাই বক্তার অভিপ্রায়। বেশ কথা। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবোচিত ধর্ম্মের আলোচনা করিলে তাহা কি সম্পূর্ণ ভাবেই উক্তরূপ বর্ত্তমান গুরুতে পাওয়া যাইবে, না কোন ইতর বিশেষ হইবে? যদি পাওয়া যায় ভাল কথা, কিন্তু যদি ইতর বিশেষ হয়, তবে সেটা ব্রাহ্মণেতর গুরুতে খাটিবে না কেন? পৃথিবীর যত বিধান সবই কি ব্রাহ্মণের এক চেটিয়া, না তাহাতে কাহারও অধিকার আছে। ভগবান যখন পরস্পর বিরুদ্ধা ত্রিগুণা প্রকৃতি দ্বারা নানাপ্রকার সৃষ্টি বৈচিত্র্য করিয়া রাখিয়াছেন, তখন সে বৈচিত্র্য কে নষ্ট করিবে? মনে করিবেন না, যে আমি ব্রাহ্মণের দাস নহি, আমি ব্রাহ্মণকে সাক্ষাৎ ভগবত্তনু বলিয়াই মনে করি ও সেইরূপ ব্যবহার করি। ধেনু যেমন মল মূত্রাদি অভক্ষ্য ভোজন করিলেও পবিত্র ও মান্য এবং তাহার দুগ্ধ, গোমূত্র সবই পবিত্র কিন্তু মুখ স্পৃষ্ট বস্তু অপবিত্র, কারণ ঐ মুখে মল পর্য্যন্ত ভোজন করে, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ যে মুখে হরিনিন্দা বা হরিভক্তের নিন্দা

করে, সে মুখের প্রসাদ ভোজন দূরে থাক স্পর্শও করি না। তথাপি ভগবত্তনু মান্য, প্রণম্য ও বরণীয়। ব্রাহ্মণ ভগবদংশে মান্য, কদাচারাংশে অমান্য। জানিয়া শুনিয়াই আমি অর্দ্ধ কুক্কুটীর ন্যায়ে পতিত হইলাম। ভরদ্বাজ কাশ্যপের শোণিত সম্পর্ক আছে, সুতরাং ব্রাহ্মণ আমার মাথার মণি। তিনি কদাচারী কলির ব্রাহ্মণ হউন, শোণিতের মান কোথায় যাইবে। ঐরূপে শ্রীপাদ নরহরির, রামচন্দ্রের এবং নরোত্তমের ধারা বা বংশ অথবা তাদের শিষ্য, যাঁহারা গুরুগিরি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বংশ সেই পূর্ব্ব শক্তির জন্য মান্য। আর যদি পূর্ব্বাচারেও কতক অগ্রসর হন, সেত বড়ই সুখের কথা, তাহাতে মণি কাঞ্চন যোগ হইল। একদেশ-দর্শী হইলে চলিবে না। নিজের বেলা মহাপ্রসাদ, পরের বেলা ভাত বলিলে কি সংসার তাহা মানে?

১৪। "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
……… শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।"

ইহার শ্রীজীবপাদ কৃত টীকাটুকু মাদৃশ ক্ষুদ্র জীব ২।১ বার দেখিয়াছে। হরিভক্ত চণ্ডালও যাগকার্য্যে যোগ্য হয়, কিন্তু যাগ করিতে পারে না, কারণ যাগকার্য্যে শৌক্র ও সাবিত্র জন্মের অপেক্ষা করে। (অর্থাৎ সে মরিয়া ব্রাহ্মণ হউক, পৈতা লউক, তবে পারিবে। তবে কি না এ জন্মে বন্দবস্ত ঠিক থাকিল)। স্বরূপ যোগ্যতা হইল, কিন্তু ফলোপধায়কতা হইল না।

এখানে শ্রীজীবের তাৎপর্য্য এইরূপ লইলে কি দোষ আছে? যাগে শৌক্র সাবিত্র দ্বিবিধ জন্ম সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরই অধিকার, সেই

জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু দীক্ষাতে সেরূপ অপেক্ষা নাই। ইহা বলিলে দোষ হয় কি?

১৫। অপর কথা মালসা ভোগ দিয়া ঐ প্রসাদ যদি পিতৃ-লোকোদ্দেশে অর্পিত হয়, তবে তাহাতে দোষ হয় কি? কাঞ্চন গড়িয়াতে ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিজ হরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর শিষ্য, তাহার বিরহ উৎসবে ভগবৎ-প্রসাদ মৃতের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। ভক্তি-রত্নাকর ১০ম তরঙ্গ ৬১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

মালসাতে করিয়া যে ভোগ উহা পবিত্র পাত্র বলিয়া প্রভুপাদের এত কোপ কেন? সেই ভোগ কি পিতৃশ্রাদ্ধে দেয় হইতে পারে না এবং উক্ত বচনের সম্মান কি তাহাতে রক্ষিত হয় না? অবশ্য ইহাই দোষের হইতে পারে যে, কেবল-মাত্র ভোগ দিলাম, অথচ পিতৃগণকে অর্পিত হইল না। বস্তুত তাহা যদি হয়, সে অশিক্ষিত কতিপয় লোক মধ্যেই হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ ব্যবস্থা হইতে পারে না। কেবল "মালসা ভোগ" শুনিয়াই প্রভুপাদ চটিয়া উঠিয়াছেন, তাহার একটু খোঁজ খবর লওয়া দরকার নয় কি?

আর যখন সে নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব নাই বলিলেই হয়, ক্রমে বৈষ্ণবগণ গৃহী হইয়া পড়িতেছেন ও অনেক দিন হইতেই গৃহী হইয়াছেন, গৃহী লোকের সঙ্গে যখন বড় ইতর বিশেষ নাই, তখন ভক্ত্যঙ্গের বিশেষ ব্যাঘাতক না হয়, এমত ভাবে চলাই সদাচার ও যুক্তিসঙ্গত। তখন

বৈষ্ণবকৃত্য বিধির একটা বিশিষ্ট সঙ্কলন প্রয়োজন ; অবশ্য সে বিষয়েও চেষ্টা হইতেছে, আমিও চেষ্টিত আছি। সে বিষয়ে আমরা প্রভুপাদগণেরই ত ভরসা করি, নিজ দাসকে দূরে ফেলিলে আমরা চরণাশ্রয় ছাড়ি কৈ ? আপনাদের যে ৫শত বৎসরের দাবী আছে। আমাদের মালসা ভোগ ও সমাজকেও একটু নূতন সংস্করণে সংস্কৃত করিতে হইবে। সে সব আবদার দরকার যে আপনাদের কাছেই উপস্থিত হইতেছে ও হইবে। আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিলে আপনাদের বহুশক্তির মধ্যে কি একটা বড় শক্তির হ্রাস হইবে না ?

১৬। যখন মানব সমাজের গঠন হইয়াছে তখন অবশ্যই উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছিল ইহা বলিতে হইবে।

"সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তস্য ধ্যানযোগরতস্য চ।
ন তস্য দহনং কার্য্যং নৈব পিণ্ডোদক ক্রিয়া॥
নিদধ্যাৎ প্রণবেনৈব ভূমৌ ভিক্ষোঃ কলেবরং॥"

এই প্রাচীন স্মার্ত্ত মতটি পূর্ব্বে অক্ষুণ্ণ ভাবেই অনুষ্ঠিত হইত, এক্ষণে সে সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তির ও ধ্যানযোগের অভাব বলিয়া দাহনাদি যে বিধেয় তাহাতে সন্দেহ কি ? সে সব ব্যবস্থা ভবাদৃশ ব্যবস্থাপক প্রভুবর্গই নির্ব্বাহ করিয়া দেন। যদি তাদৃশ গুণসম্পন্ন সাধুব্যক্তি থাকেন, তথায় সমাজ হউক। ক্ষতি কি ? নতুবা আমরা বলিব—

"যার লেগে চুরি করি সেই বলে চোরা।"

১৭। পরিশেষে দ্রষ্টব্য এই যে, যে সকল অধিকারী মহান্ত

প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ দীক্ষাদান কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষে অবশ্যই কেহ না কেহ উপযুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, নচেৎ ঐ অধিকারী উপাধি যে তাহাদের আকস্মিক হইল, এমন বলা যায় না। উক্ত অধিকারীগণ মধ্যে সংসারে যেমন সকলের মধ্যে অনাচার প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ যে তাহাদেরও হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ কি? ঐ অনাচার যে তাহাদের শোভা পায় না বা কর্ত্তব্য নহে তাহাও সত্য। ব্রাহ্মণ সমস্ত দোষ করিলেও কুলীন পুত্র বলিয়া দাবী রাখিবে। বৈষ্ণবের উন্নতি সদাচার মূলক, অপর কারণে নহে। সুতরাং বৈষ্ণবের কদাচার যে ভীষণতর অধঃপাত ও পাপজনক তাহা ধ্রুব সত্য, তাহাতে কি লোকতঃ, কি ধর্ম্মতঃ উভয় দিকেই ঘৃণা বৃদ্ধি হইবে বই প্রশংসা হইবে না। আমাদের স্বকৃত কর্মভোগ আর কাহার উপর নিক্ষেপ করিব?

"আপ করম দোষে আপে ডুবায়নু তব দোষ দেওব কায়।"

কিন্তু প্রভুপাদ! সাহস এই যে—

"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো!॥"
"উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে॥"

হে পতিতপাবন দীনবন্ধু প্রভুগণ! নিজ দাসকে নিজে রক্ষা করুন। যতই অনাচারী হই না কেন, আমরা নিজ পিতা ভুলিয়া গিয়া অপরকে পিতা বলিতে শিখি নাই, ভাল করি মন্দ করি, সর্ব্ব কার্য্যে আপনাদের দোহাই দিয়া থাকি।

"কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়"

এই ভাবিয়া আপনারাই আমাদিগকে কর্ত্তব্য উপদেশ দেন। আমরা কোন্ পথে কি ভাবে চলিব। আমাদের নিজে পথ দেখিবার ক্ষমতা অনেক দিন বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে অন্ধের যষ্ঠি আপনাদের কৃপা।

পূর্ব্বপক্ষের স্থায়ী সভাপতি শ্রীল শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী প্রভুপাদ। আমার বক্তব্যগুলির বেশ নিষ্কপট দেশকালপাত্রোচিত ও শাস্ত্রানুগামী উত্তর দানে দাসানুদাসের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আজ্ঞা হয়।

—উপসংহার—

বালিঘাই উদ্ধবপুর শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সমালোচনী সভার স্থায়ী সভাপতি এবং অপর বক্তৃগণের প্রতি নিবেদন।

১। শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী সংগৃহীত শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকাতে দীক্ষা প্রসঙ্গে এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত আছে—

"যমেব তু শুচিং বিদ্যা স্তস্মৈ মাং ব্রূহি অনসূয়ায় অন্যথাহমবীর্য্যবতী স্যাম্।"

ভগবান্ মনুও এই শ্রুতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর উদ্ধৃত হইল না। শ্রুতির অর্থ—

মন্ত্রাত্মক দেবতা বলিতেছেন—"যাহাকে শুচি বলিয়া জানিবে, তাদৃশ অসূয়া-বিহীন ব্যক্তির কর্ণে আমাকে উপদেশ করিবে, ইহার বিপরীত হইলে আমি বীর্য্যবতী হইব না।"

ইহাতে কি সুন্দর উদার ভাবে গুরু লক্ষণ প্রকটিত হইল, ইহা কি একবার ভাবা উচিত নহে? কালে কালে ঐ শ্রুতির অনুগামিনী স্মৃতি-বাক্যেরও কত ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে ক্রমে পরবর্ত্তী কালেই অশেষবিধ সঙ্কোচ আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে আমরা দেশ-কালোচিত ব্যবস্থা বলিয়াই মনে করিতে পারি।

২। আবার গুরুবংশের প্রতি সমাদর প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"গুরুবদ্‌গুরুদারেষু তৎসুতেষু কুলেষু চ।
আচরেন্নিয়তং ধীমান্ মর্য্যাদাং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥"

অর্থাৎ গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, গুরুবংশ, ইহাদিগের প্রতি গুরু তুল্য ব্যবহার নিয়তই করিবে, কিন্তু মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে না। প্রভুপাদগণ একথা অবশ্যই ব্রাহ্মণেতর গুরুর প্রতি প্রয়োগ করিতে অভিলাষী হইবেন না, তাঁহারা গুরু লক্ষণের অধিকারী হউক, আর নাই হউক, গুরুবদ্ বৃত্তির দাবী রাখিবে। তবে শ্রীপাদ নরহরি, রামচন্দ্র, নরোত্তম, শ্যামানন্দ বা অন্য ব্রাহ্মণেতর গুরু ও তদনুগত শিষ্য (যাঁহারা গুরুকার্য করিয়া আসিতেছেন) ইহারা অবশ্যই শাস্ত্রের বাহির—ইহাই বোধহয় প্রভুপাদগণ উপদেশ দিবেন। কিন্তু কৈ মূল শাস্ত্রবাক্যে তাহা যে প্রাপ্ত হইল না। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?

৩। উক্ত শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকাতে বিশ্বসার তন্ত্র বলিতেছেন—

"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্॥"

বৈষ্ণবেষু চ মন্ত্রেষু বর্ণাঃ সর্ব্বেঽধিকারিণঃ ॥

শ্রীভাগবতে—

'অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্টে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ ॥"

প্রভুপাদ! চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিকে দীক্ষা দিলে ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই পাতিত্য দোষ স্পৃষ্ট হইবেন। তথায় সে অধিকার এক্ষণে কাহার হস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন ? অধিকারী মহান্ত বৈষ্ণবগণকে বাদ দিলে উহারা কাহার আশ্রয় লইবে? কিন্তু আমরা বলিব আমাদের প্রভুরা পতিতের গুরু হইলে তাহাদিগের দোষ স্পর্শ হইতেই পারেনা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন প্রভুগণ বা তাঁহাদের শিষ্য বৈষ্ণবগণ নহিলে ইহাদের কে উদ্ধার করে ? আমরা জানি—

'মুচি বাড়ী যান কিংবা শুচি বাড়ী যান।
তথাপিও প্রভু মোর নিত্যানন্দ রাম ॥"

৪। আর এক কথা—অদ্য ৬ই ভাদ্র বেলা ১১॥ টার' পর বালিঘাই বাজারের "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিশেষ নিয়মাবলী" সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাস মহাশয়ের পত্রে এবং অনুষ্ঠান পত্রে অবগত হইলাম, বালিঘাই উদ্ধবপুর প্রদেশের কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তি শ্রীপাদ শ্যামানন্দ, নরোত্তম প্রভৃতি পরিবারের শিষ্যগণকে জবরদস্তী করিয়া দখল করার জন্য, তাঁহা-দিগের বিরুদ্ধেই নাকি "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সমালোচনী" সভার অনুষ্ঠান। ইহাই যদি প্রকৃত ঘটনা হয় তবে তাহাতে বিচক্ষণ

ভবাদৃশ প্রভুপাদগণের সহানুভূতি করা কি সঙ্গত হয়? যে কার্য্যের মূলে থাকিল স্বার্থপরতা, তাহার পরিণাম কখনই ভাল হইতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্মের জয় চিরদিন হইয়া আসিতেছে, এখনও হইবে।

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সভা সম্প্রদায়ে যাঁহারা শ্রীপ্রভুর অভিন্ন-দেহ ও সর্ব্ব বৈষ্ণবের মস্তকমণিরূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছেন, যাঁহাদিগের কৃপায় শ্রীগৌড়মণ্ডলে ভক্তিবন্যা প্রবাহিত, শ্রীজীবাদি-গোস্বামিগণ স্ব-স্বকৃত ভক্তিরত্ন (গ্রন্থরাশি) যাঁহাদিগকে দিয়া গৌড়দেশে পাঠাইয়া ছিলেন, যাঁহারা এই ভক্তির মূল, সমগ্র বঙ্গভূমি যাহাদিগের ঋণ কোন জন্মে পরিশোধ করিতে অসমর্থ সেই শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও শ্রীপ্রভুর অভিন্নদেহ রামচন্দ্রাদির প্রতি প্রকারান্তরে যাহাতে ভীষণ কটাক্ষ করা হয়, সে বিষয়ে অন্য লোকে সহানুভূতি করে করুক, কিন্তু প্রভুগণের পক্ষে তাহা কখনই সঙ্গত মনে হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ, উদ্ধারণ দত্তের ন্যায় মহাভক্ত সুবর্ণ বণিকের অভিন্ন কলেবর, নরহরির যে গৌরাঙ্গ প্রাণধন ও শ্রীনিবাস ও বীরভদ্র যাহার দ্বিতীয় অবতার যে প্রভুগণ ভক্তের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়া নামকীর্ত্তন উৎসবে মাতিয়া গৌড়মণ্ডলকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া গিয়াছেন, সেই সকল প্রভু বংশধরগণ সে শ্রীনিত্যানন্দ প্রিয়তমাও শ্যামানন্দ নরোত্তমের জীবন-সর্ব্বস্ব এবং সর্ব বৈষ্ণবোৎসবের মুখপাত্র শ্রীজাহ্নবীর শিষ্যগণ যদি বৈষ্ণবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, তবে ত বুঝিলাম যে আমাদের আর পিতা বলিতে কেহই নাই। যাঁহারা পিতৃ-

পদবাচ্য, তাঁহারা পিতৃদেবের আর ধার ধারেন না। ধার না ধারুন্ তাহাতেও তত দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদিগের যাঁহারা মূল, সমগ্র বৈষ্ণব যাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ পক্ষেও যখন তাঁহারা যোগ দিতেছেন, তখন জানিলাম, ঘোর কলি আসিবার বড় বেশী বিলম্ব নাই। ইত্যলং বাহুল্যেন।

রাজাগঞ্জ, পোঃ খাগড়া,
মুর্শিদাবাদ। ১৩১৮
৭ই ভাদ্র শ্রীচৈতন্যাব্দ
৪২৬।

শ্রীচরণাস্তে প্রণত দাস—
শ্রীরাসবিহারী কাব্য সাঙ্খ্যতীর্থ
কাশিমবাজার রাজধানী, প্রাচীন
গ্রন্থ প্রকাশক কার্য্যালয়।

কলিকাতা ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের অভিমত।

তাং—১৬ই ভাদ্র, ১৩১৮ সাল

পরম কল্যাণাস্পদ—

শ্রীযুক্ত "বৈষ্ণবসঙ্গিনী" সম্পাদক সমীপেষু।

কল্যাণাস্পদেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম "পূর্ব্বপক্ষ নিরসন" পুস্তক পাঠে অনেক রকম তথ্যই অবগত হইলাম। পুস্তকখানির অপর বিষয়ের মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি। তবে প্রায় ছয়মাস গত হইল **শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী মহোদয়** দীক্ষাদি বিষয়ে পাঁচটী ব্যবস্থা লিখিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেন। উহাতে অশাস্ত্রীয় ও অসঙ্গত কোন কথা গৃহীত হয় নাই বলিয়া আমরা ঐ হস্তলিখিত ব্যবস্থা পত্রটীতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের স্বাক্ষরিত উক্ত ব্যবস্থাপত্র প্রমাদপূর্ণ বঙ্গানুবাদে অনুদিত হইয়া বালিঘাই উদ্ধবপুর "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সমালোচনী সভা" হইতে প্রকাশিত "পূর্ব্বপক্ষ নিরসন" নামক গ্রন্থ অশাস্ত্রীয় ও সিদ্ধান্তবিরোধ বিজৃম্ভিত পুস্তকে মুদ্রিতাকারে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়। সিদ্ধান্ত বিরোধী উক্ত গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত আমাদিগের কোন সংস্রব নাই। অলমিতি বিস্তরেণ।

স্বাঃ শ্রীহরিকিশোর গোস্বামী শাস্ত্রী
স্বাঃ শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী
শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী
সম্পাদক। ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল,
১৬১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।